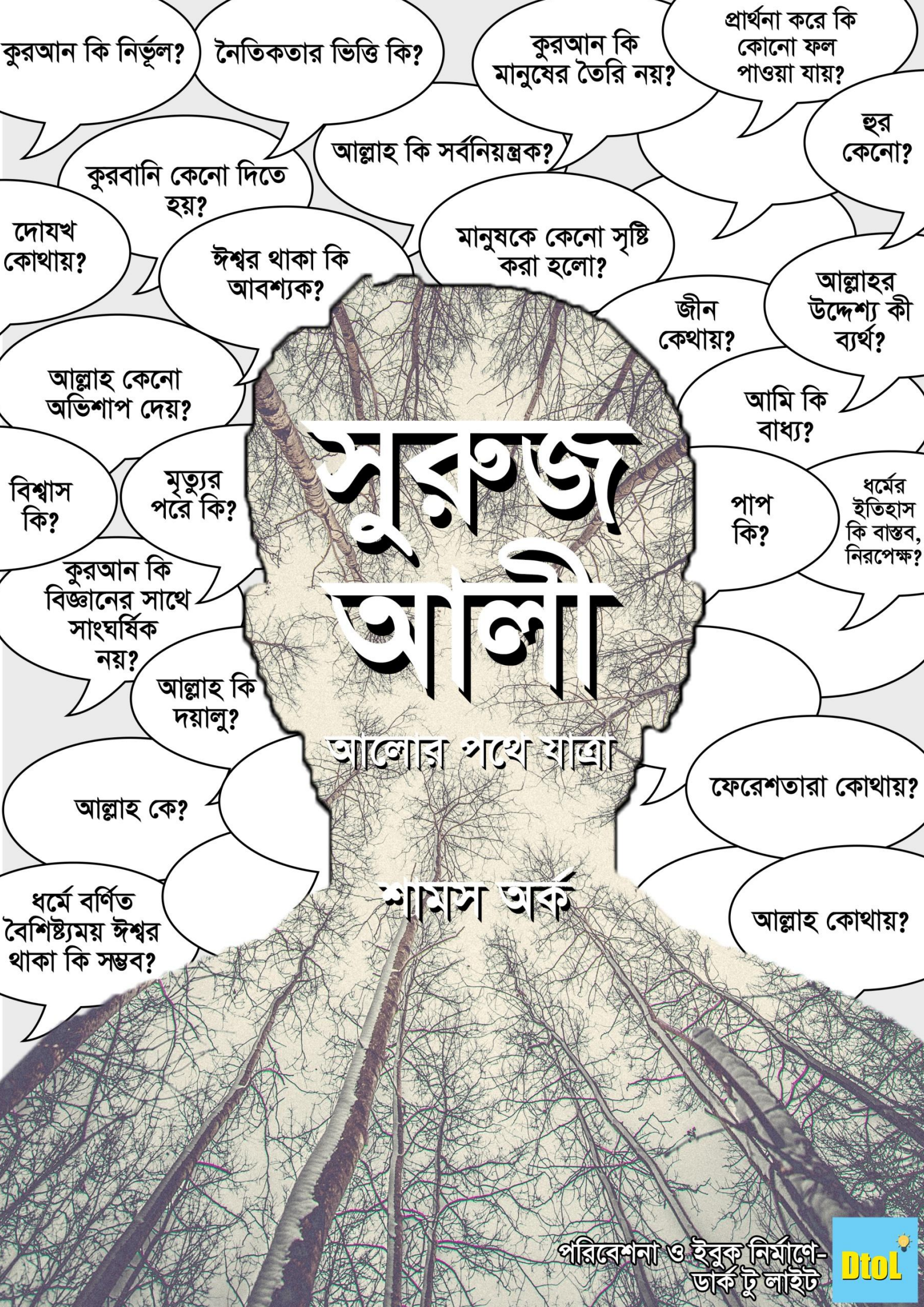

সুরুজ আলী

আলোর পথে যাত্রা

শামস অর্ক

পরিবেশনা ও ইবুক নির্মাণে-
ডার্ক টু লাইট

সুরুজ আলী; আলোর পথে যাত্রা

শামস অর্ক

https://www.facebook.com/shams.arko.45

গ্রন্থস্বত্ব:

শামস অর্ক

[অনুমতি ব্যতিরেকে এই বই-এর কোনো অংশের মুদ্রণ করা যাবে না; তবে ইবুকটি বন্টন করা যাবে।]

প্রথম প্রকাশ

১২ ডিসেম্বর, ২০১৮

ইবুক তৈরী, প্রচ্ছদ ও পরিবেশনায়

ডার্ক টু লাইট

www.facebook.com/dartolig

মূল্য

ইবুকটি বিনামূল্যে বন্টন করা যাবে।

উৎসর্গ

মানুষকে অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্ত করার চেষ্টায় যাদের জীবন দিতে হয়েছে এবং যারা জীবনের ঝুঁকি জেনেও সে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

ভূমিকা

প্রশ্ন করা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। একটা শিশু কথা বলতে শিখলেই তাই প্রশ্ন করে, এটা কি? ওটা কি? আরেকটু বড় হলেই প্রশ্ন করে, এটা কেন? ওটা কেন? আমাদের অভিভাবকরা 'কী' এর জবাব দিলেও 'কেন' এর জবাব দেয় না বা দিতে চায় না, হয় শিশুকে ভুল উত্তর দিয়ে নতুবা ভয় দেখিয়ে প্রশ্ন করা বন্ধ করে। ফলে শিশু বড় হলে প্রশ্ন করতে ভয় পায়, লজ্জা পায়, ফলশ্রুতিতে প্রশ্ন করা কমে যায়। বিশেষত ছোটবেলা থেকেই ধর্মীয় বিষয়ে জাহান্নামের ভয় দেখিয়ে, এগুলো আমাদের বোঝার সাধ্য নেই ধারনা দিয়ে, ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে প্রশ্ন করা বন্ধ করা হয়। ধর্মীয় বিষয়গুলো নিয়ে প্রশ্ন তাই কদাচিৎ শোনা যায়। কিন্তু মানুষের মনে প্রশ্নের উদয় এতটা স্বাভাবিক যে সামান্য একটু চিন্তা করলেই, একটু জ্ঞানের গভীরে প্রবেশ করলেই অসংখ্য প্রশ্ন মনে আসে। সে প্রশ্ন কখনও হয়তো ধর্মব্যবসায়ী, ধর্মীয় গালগল্পে মানুষকে বোকা বানানো মানুষগুলোকে উৎকণ্ঠিত করে তোলে। তাই তারা প্রশ্ন করলেই নাস্তিক উপাধি দিয়ে, গোঁজামিল দিয়ে, ইহুদি-নাসারার এজেন্ট বলে কাল্পনিক অভিযোগ তুলে ঐসব প্রশ্ন করা ও প্রশ্নের প্রভাবে তাদের বলয় থেকে বের হয়ে মানুষের চিন্তাশীল হওয়া রুখতে চায়। কিন্তু যুক্তির মাধ্যমে অন্ধবিশ্বাস, প্রশ্নের মাধ্যমে অজ্ঞতা থেকে মানুষের মুক্তি কি ঠেকানো যায়? তাই এরা মডারেট সাজে, পরোক্ষভাবে ধর্মের বলয়ে রাখতে মানুষদের বোঝায় শুধু ধর্মে থাকলেই একদিন না একদিন জান্নাত পাবে! একটু পড়াশোনা জানা মানুষগুলোকে তথাকথিত অলৌকিক ও বৈজ্ঞানিক গোঁজামিলে ও বাছাই করা ধর্মের তথাকথিত ভালো দিকগুলো তুলে ধরে ও খারাপ দিকগুলো গোপন করে বিভ্রান্ত করে, কম জানা লোকদের অন্ধবিশ্বাস পুঁজি করে ব্যবসা, রাজনীতি ও অন্যান্য মাধ্যমে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে। এদের বিরুদ্ধে তাই যুক্তি ও সত্য নিয়ে রুখে না দাঁড়ালে এদের গ্রাস থেকে মুক্ত মানবিক সমাজ গড়া সম্ভব নয়।

জন্ম থেকে যে বিশ্বাসের মধ্যে মানুষ বেড়ে ওঠে, সে বিশ্বাসের বলয় ছিন্ন করা দুরূহ তো বটেই, কখনও কখনও প্রায় অসম্ভবই মনে হয়। কিন্তু অসম্ভব মনে হলেই কি মানুষ থেমে থাকে, চেষ্টার মাধ্যমে মানুষ এমন কিছু সম্ভব করে যেটা একসময় অসম্ভব মনে হয়েছিল। তেমনি ছোটবেলা থেকে ধর্মীয় বিশ্বাসের বলয়ে বেড়ে ওঠা কিছু মানুষ, শুধু জানার প্রচন্ড ইচ্ছা ও চিন্তা করার মাধ্যমে অন্ধবিশ্বাসের বলয় ছেড়ে বেরিয়ে আসছে। তাদেরই প্রতিনিধি সুরুজ আলী। এখানে আমাদের সমাজে যেসব মানুষ সবকিছু অন্ধভাবে মেনে নিতে পারে না, প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে (মনে মনে) প্রশ্ন করে, অন্ধবিশ্বাসকে নাকচ করে, তাদের সেই প্রশ্ন ও যুক্তিগুলোই উঠে এসেছে সুরুজের কথায়।

কোনো সাহিত্য রচনা আমার উদ্দেশ্য ছিল না, তাই সাহিত্যগুণ খুঁজতে গেলে না পেয়ে হয়তো হতাশ হবেন। আমার নিজের ও পরিচিত মানুষদের ভাবনা, সমাজে প্রচলিত বাস্তব ধারণা থেকেই লেখার চেষ্টা করেছি। আমি বহু বিষয়ে অজ্ঞ, অতি সাধারণ মানুষ। সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গিতে লিখতে গিয়ে বহু ভুল ত্রুটি করে ফেলেছি হয়তো। আমার জ্ঞানহীনতা মাথায় রেখে, উদার মন নিয়ে লেখাটি পড়বেন, এটুকুই পাঠকের প্রতি অনুরোধ।

আমার মতো অতি সাধারণ মানুষের লেখাকে নিয়ে ই-বুক তৈরি করে মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার উদ্যোগ নেয়ায় 'ডার্ক টু লাইট' এর কর্ণধারের প্রতি আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

শামস অর্ক

[১]

বাংলাদেশের একটি গ্রামের একটি মুসলিম পরিবারের ছেলে সুরুজ আলী। ছোটবেলা থেকেই প্রশ্ন করতে ভালোবাসতো। ছোটবেলার ঘটনা, একদিন তার বাবা সুললিত ও আবেগজড়িত কণ্ঠে মিষ্টি সুরে কুরআন থেকে তেলাওয়াত করছিলেন। তেলাওয়াতকৃত আয়াতটি ছিল:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ

[উচ্চারণ: বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, তাব্বাত ইয়াদা আবি লাহাবিঁও ওয়াতাব্ব]

বাবার সাথে বসে থাকা সুরুজ আলী বাবাকে প্রশ্ন করলো, "বাবা, এটার মানে কি?" জবাবে বাবা বললো, "আমি তো জানিনা বাবা, এটা কুরআন, আল্লাহর কথা।" মুসলিম পরিবারে জন্ম হওয়ায় 'আল্লাহ সবাইকে বানিয়েছে' এমন ধারণা সুরুজ আলীকে আগেই দেওয়া হয়েছিল। সুরুজ আলী আবার বাবাকে প্রশ্ন করলো, "আল্লাহর কথা না জেনে পড়ছেন কেন?"। বাবা বললো, "এটা পড়লে সওয়াব হয় তাই পড়ি।" বাবার এমন জবাব খুশি করতে পারলো না সুরুজ আলীকে। তাই আবার প্রশ্ন করলো, "সওয়াব কেন হয়?" এ কথার কোনো জবাবই ভেবে পেল না সুরুজের বাবা। নিরুপায় হয়ে ছেলেকে ধমকের সুরে বললেন, "এত প্রশ্ন করা ভালো না। এগুলো বিশ্বাস করতে হয়। এখান থেকে যা! আমায় কুরআন তেলাওয়াত করতে দে!" সুরুজ আলীর কৌতুহলী শিশুমন উত্তর না পেয়ে ও ধমক খেয়ে হতাশায় তখনকার মতো নির্লিপ্ত হলো। কিন্তু শিশুমনে জাগা কৌতুহলকে ধমকিয়ে বন্ধ করা যায় না। অন্য দশটা মুসলিম ছেলের মতো সুরুজ আলীও মক্তবে যেত। মক্তবের হুজুরকে আয়াতটার মানে জিজ্ঞেস করলে হুজুর বললো, "বেশি বুঝা ভালো না। এখনও ঠিকমতো আরবী পড়তে শিখো নাই, আসছ অর্থ জানার পন্ডিতী শিখতে! আগে আরবী পড়া শিখ। অর্থ না জানলেও প্রতি হরফে দশ নেকি যদি শুদ্ধভাবে পড়তে পারিস। তাই শুদ্ধভাবে কুরআন পড়া শিখ, অর্থ নিয়ে লাফালাফি করিস না।" এভাবে হুজুরের কাছেও ঝাড়ি খেয়ে,উত্তর না পেয়ে মনঃক্ষুন্ন হলো সুরুজ। সুরুজের কৌতুহল এত তীব্র ছিল যে সে দুই একজনের ঝাড়ি খেয়ে হাল ছাড়ার পাত্র ছিল না! তার চাচা ছিল দাখিল মাদ্রাসার শিক্ষক। মক্তব থেকে ফিরে তাই সুরুজ আলী চাচার কাছে জানতে চাইলো এ আয়াতের মানেটা কি। ভাতিজার থেকে এমন প্রশ্ন শুনে কিছুটা অপ্রস্তুত চাচা পাল্টা প্রশ্ন করলো, "এ আয়াতের মানে জানতে তোকে কে শিখিয়ে দিয়েছে?" সুরুজ জবাব দিলো, "বাবাকে সকালে পড়তে শুনলাম, তাই মনে এটার মানে জানার ইচ্ছা জাগলো।" চাচা বিব্রতভাব নিয়েই আয়াতের মানে বললেন,

> *"পরম করুনাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু। ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দুই হাত, ধ্বংস হোক সে নিজেও।"*

এ আয়াতের মানে এমন হতে পারে সেটা আশা করেনি সুরুজ। সে মানুষ ঝগড়া করার সময় এমনভাবে একজন আরেকজনকে অভিশাপ দিতে দেখেছে। আর এতদিন জেনে এসেছে আল্লাহ খুব ভালো, দয়ালু। তাই চাচাকে জিজ্ঞাসা করলো, "কিন্তু বাবা তো বললো এটা আল্লাহর কথা!"

চাচা: হ্যাঁ, এটা আল্লাহর কথা।

সুরুজ: আল্লাহ তো ভালো, সে অভিশাপ দিবে কেন?

চাচা: আবু লাহাব নবীকে অভিশাপ দিয়েছিল, তাই আল্লাহও অভিশাপ দিয়েছে।

সুরুজ: কিন্তু চাচা, আমাদের স্কুলে তো শিখিয়েছে, 'কুকুরে কামড় দিলেও মানুষ কুকুরকে কামড় দেয় না। কারণ মানুষও কামড় দিলে, মানুষ আর কুকুরে পার্থক্য থাকে না।'
চাচা এবার বেজায় রেগে গেলেন, জবাব দেওয়া জন্য কিছু না পেয়ে বললেন, "তোর বাপরে কইছিলাম তোরে মাদ্রাসায় পড়াইতে। স্কুলে ইহুদী নাসারাগো বই পইড়া এই বয়সেই নাস্তিকগো মতো কথা বাহির হইতেছে তোর মুখ দিয়া!"

[২]

সুরুজ জেএসসি পাস করে তাদের পাশের গ্রামের হাইস্কুলে (কিছুটা ভালোমানের স্কুল হওয়ায়। মন্দের ভালো) নবম শ্রেণীতে ভর্তি হলো। প্রথম দিন ক্লাসে একজন দাড়িওয়ালা শিক্ষক আসলেন। নাম আরিফ আজাদ! দাড়ি টুপির জন্য আজাদ হুজুর বলেই ছিলেন পরিচিত। বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক সংকটের জন্য তিনি একাধারে বাংলা, সমাজ, বিজ্ঞান, কৃষি ও ধর্ম শিক্ষক!

ক্লাসে এসেই আজাদ হুজুর নতুন ছাত্রদের সঙ্গে পরিচিত হতে তাদের নাম জানতে চাইলেন। একে একে সবাই নাম বললো। সুরুজ আলী তার নাম বললো 'সূর্য'। এটা শোনার সাথে সাথে আজাদ হুজুর বিরক্তভাব নিয়ে বললেন, "তুমি হিন্দু?"

সুরুজ: জ্বি না হুজুর, আমি মুসলমান।

হুজুর: মুসলমানের নাম আবার এমন হয় নাকি?

সুরুজ: আমার পুরো নাম সুরুজ আলী, হুজুর!

হুজুর: এত সুন্দর নাম থাকতে 'সূর্য' বললি কেন?

সুরুজ: হুজুর, এ নামটা ভালো লাগে। আর বইয়ে পড়েছিলাম সুরুজ মানেই সূর্য। তাহলে তো যেকোনো একটা বললেই হলো!

হুজুর: আজকালকার পোলাপাইনরে কে বুঝাইবো, অর্থ এক হইলেই হয় না। সুরুজ আলী নাম শুনলেই মুসলমান মনে হয়, আর সূর্য হিন্দু নাম! আর হিন্দুরা সূর্যরে পুজা করে। যেমন মাংস আর গোশত এক হইলেও মুসলমানরা মাংস বলে না, গোশত বলে! মাংস মানে মায়ের অংশ! গরু তো হিন্দুদের মা! তাই মুসলমানগো গোশত বলা উচিত।

সুরুজ: হুজুর, আমার ছোট চাচ্চু (একজন বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া মেধাবী ছাত্র) বলেছে শামস অর্থ সূর্য। আমার নাম শামস হলে কি কোনো সমস্যা হতো?

হুজুর: তা হইবো কেন? শামস তো মুসলমান নাম।

সুরুজ : শামস আরবী, সূর্য বাংলা (তৎসম) শব্দ, এই তো পার্থক্য। হুজুর, আপনি কি মা কে উম্ম (আরবি) ডাকেন বা মাদার (ইংরেজি)? নিশ্চয়ই না! কেননা আপনার মাতৃভাষা বাংলায় শব্দটা 'মা', আপনার জন্য সহজ, তাই মা ডাকেন। তেমনি আমার মাতৃভাষায় আমার নাম সূর্য হওয়া উচিত, তাই সূর্য বলি। আমার চাচ্চু বলে, 'নামের ভাষা হতে পারে, ধর্ম হয় না।'

হুজুর: বেয়াদব! নাক টিপলে এখনও দুধ বাইর হইবো, এই বয়সেই নাস্তিক হইয়া গেছোস! তোর চাচাটাও মনে অয় নাস্তিক। আমার লগে বেয়াদবি, তুই এই স্কুলে কিভাবে পড়স আমি দেইখা নিমু! আর তোর নাস্তিক চাচারে কইস আমার লেখা 'প্যারাডক্সিকাল সাজিদ' বইটা পড়তে!

সুরুজ (মনে মনে): চাচায় কইছিল ঐ বইটার যুক্তি দেখে নাকি সে জীবনে সবচেয়ে বেশি হেসেছিল, কোনো কমিক বই পড়েও সে এত হাসেনি।

অগত্যা সেই স্কুল ছাড়তে হলো সুরুজ আলীর।

[নোট: গল্প ও চরিত্র কাল্পনিক, নামের মিল কাকতালীয় আর প্যারাডক্সিকাল সাজিদের অবতারণা নিতান্তই গল্পে হাস্যরসের প্রয়োজনে।]

[৩]

সামনেই কুরবানির ঈদ। প্রতিবারের মতো এবারও সুরুজ তার বাবার সঙ্গে গরু কিনতে যাচ্ছে। পথে যেতে যেতে সে বাবাকে জিজ্ঞাসা করলো, 'বাবা, আল্লাহ কি কোনো খারাপ কাজের নির্দেশ দিতে পারে?'
বাবা: কখনোই না।

সুরুজ : তাহলে পুত্রকে জবাই করা কি ভালো কাজ?

বাবা: কখনোই না। কেন?

সুরুজ : তাহলে নবী ইব্রাহিম (আ:) কে কেন পুত্র কুরবানির আদেশ দিয়েছিল?

বাবা: আল্লাহ পরীক্ষা নিয়েছিল। আর আল্লাহ তো সন্তান উল্লেখ করে বলেননি, বলেছে প্রিয় বস্তু কুরবানি দিতে।

সুরুজ: বাবা, জীবন বিনিময় কবিতায় তো বাবর তার প্রিয়বস্তু নিজের জীবন ছেলের জন্য উৎসর্গ করেছিল। কোনো কিছুই নিজের জীবনের চেয়ে দামী হতে পারে না।

বাবা: ইব্রাহিম নবীর কাছে সন্তানের জীবন নিজের জীবনের চেয়েও দামী ছিল।

সুরুজ: বাবা, তোমাকে যদি আল্লাহ হুকুম দেয় আমাকে কুরবানি দিতে, দিবে?

কথাটা শুনে সুরুজের বাবা কি বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। ছেলের মুখে এমন কথা শুনে ব্যাপারটা কল্পনা করেই তার চোখে জল এসে গেলো। নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে তিনি বললেন, "আমি আল্লাহর কাছে বলতাম প্রয়োজনে আমার জীবন নিয়ে নিতে, তবুও তোকে কুরবানি করতে পারতাম না। আমাকে পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ এনে দিলেও তোকে কুরবানি দিতে পারবো না। তুই যেদিন বাবা হবি সেদিন বুঝবি, বাবার কাছে সন্তান কত দামী।"

সুরুজ: তাহলে নবী ইব্রাহিম (আ) কেন নিজের জীবন দিলেন না? আল্লাহর কাছে পুত্রের প্রাণ ভিক্ষা চাইলেন না? কেন তার কাছে সন্তানের চেয়ে বেহেশত বড় হয়ে গেল?

বাবা: বাবা, এসব বলে না। এসব আল্লাহই ভালো জানে, আমাদের এসব নিয়ে বেশি কিছু বলা ঠিক না।

[৪]

গরু কিনতে বাজারে গিয়ে সুরুজ বাবার কাছে গরু না কেনার বায়না ধরলো। বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন?"

সুরুজ: বাবা, হিন্দুদের ধর্মীয় আবেগ জড়িয়ে আছে গরুর সঙ্গে। ওরা মনে কষ্ট পায় গরু কুরবানি দেখলে, কেননা গরুকে মায়ের মতো সম্মান করে তারা।

বাবা: কিন্তু গরু তো মানুষের মায়ের মতো হতে পারে না। ওদের ধারণা ভুল। আর যদি মা-ই ভাবে তাহলে গরুর চামড়া দিয়ে বানানো জুতো পরে কেন?

সুরুজ: বাবা, জানি এটা কুসংস্কার। গরু মা হতে পারে না। তবুও একটা ধর্মের লোকের বিশ্বাসে আঘাত করা তো ঠিক না।

বাবা: ভুল বিশ্বাস তো ভাঙতেই হবে। একজন চোরকে ধরাওতো তাহলে তার বিশ্বাসে আঘাত করা, কেননা ধরা খাবেনা এ বিশ্বাস থেকেই সে চুরি করে।

সুরুজ: বাবা, কুরবানিও তো তাহলে ভুল বিশ্বাস। এক নিষ্ঠুর পিতা বেহেশতের লোভে তার ছেলেকে হত্যা করতে গিয়েছিল সে নিষ্ঠুরতাকে স্মরণ করতে নিরীহ গৃহপালিত পশুর প্রতি কুরবানির নামে তো আমরা নিষ্ঠুরতা দেখাচ্ছি।

বাবা: এটা আল্লাহর হুকুম, বাবা। আর কুরবানি যেভাবে করা হয় সেভাবে সবচেয়ে কম কষ্ট পায় পশু।

সুরুজ: প্রকাশ্য দিবালোকে একটা নিরীহ পশুকে কয়েকজন মিলে বেঁধে গলায় ছুরি চালিয়ে হত্যা কি মানুষকে হিংস্রতা, নিষ্ঠুরতা ছাড়া কিছু শেখায়? এভাবে যারা আল্লাহর নামে পশু হত্যা করতে দ্বিধাবোধ করে না, তারা তো মানুষ হত্যা করতেও দ্বিধাবোধ করবে না। বিভিন্ন দেশে জঙ্গিরা তো এমনভাবেই আল্লাহর নামে নিরীহ মানুষকে জবাই করছে!

বাবা: ঐসব ইহুদি নাসারারা মুসলমান সেজে করে, মুসলমানদের খারাপ প্রমাণ করার জন্য।

সুরুজ: বাবা, তোমার কি মনে হয় যারা নিরীহ গরু হত্যা করতে কুণ্ঠিত হয় না, তারা মানুষ হত্যা করতে কুণ্ঠিত হবে?

বাবা: কুরবানির পশু হত্যা আর মানুষ খুন দুইটা সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়। কুরবানির উদ্দেশ্য আল্লাহর জন্য ত্যাগ করা শেখানো।

সুরুজ: কিন্তু বাবা, মানুষের কিছু টাকা ছাড়া কি কিছু ত্যাগ করতে হয়? বরং গরুটিই নিজের জীবন উৎসর্গ করে। এখানে তো গরু মানুষের চেয়ে মহান। মানুষ হত্যাকারী, গরু আত্মত্যাগকারী!

বাবা: মানুষের কষ্টে উপার্জিত টাকা আল্লাহর উদ্দেশ্যে খরচ করাটাই তো আত্মত্যাগ!

সুরুজ: বাবা, কুরবানি তো ধনীরাই দেয়, তাদের সামান্য কিছু টাকা খরচ কোনো ত্যাগই নয়। বরং কে কত টাকা দিয়ে গরু দিবে এমন অহংকারের এক অসুস্থ প্রতিযোগিতা চলে ধনীদের মধ্যে। আবার টাকা দিয়ে গরু কিনে কুরবানির নামে চলে উদরপূর্তি।

বাবা: শুধু উদরপূর্তি নয়, ইসলামের বিধান হলো কুরবানির মাংসের তিনভাগের এক ভাগ নিজের, এক ভাগ আত্মীয়স্বজনের ও একভাগ গরিবদের। যে গরিবেরা টাকার জন্য মাংস খেতে পারে না, তারাও এই উসিলায় মাংস খেতে পারে।

সুরুজ: বাবা, ইসলামের এ নিয়ম কি সবাই মানে? আত্মীয়স্বজন কি শুধুই মেয়ের শ্বশুরবাড়ির লোকেরা? মানুষ তো দেখি শুধু মেয়ে বা ছেলের শ্বশুরবাড়িতে গরুর রান পাঠায়, খাসি পাঠায়। আর গরিবদের কি কেউ তিনভাগের একভাগ দেয়? অনেকে দেখি সাত নামে গরু দিলে আট ভাগ করে একভাগ গরিবদের দেয়। আমার ক্লাসের অনেকেই তো গরিব, তারা কুরবানি দিতে পারে না, মাংস চাইতেও আসে না কিংবা দিলেও নিতে চায় না লজ্জায়। আর গরিবদের মাংস দিলেও যারা খেতে পায় না, তারা মাংস রান্নার মশলা কেনার টাকা পাবে কোথায়? কুরবানি তো সে মশলার দামও বাড়িয়ে দেয় মাত্রাতিরিক্তভাবে। এজন্যই গরীবেরা বাড়ি বাড়ি থেকে মাংস তুলে সেগুলো বিক্রি করে চাল, তরকারি কিনে। যেখানে গরিবরা খেতে পায় না, সেখানে কুরবানি নামক ধনীদের উৎসব কি গরিবদের প্রতি উপহাস নয়?

বাবা: মানুষ ইসলামের নিয়ম মানে না বলেই এমন হয়। ইসলাম তো এমন বলে না।

সুরুজ: যে বিধান কেউ মানেনা সেটা তো অকার্যকর, ভুল বিধান। সে বিধান তো আল্লাহর হতে পারে না!

সুরুজের বাবা এ কথা শুনে অত্যন্ত হতাশ হলেন। বললেন, "বাবা, তুই কি নাস্তিক হয়ে যাচ্ছিস নাকি?"

[৫]

সুরুজের যৌক্তিক প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে না পেরে সবাই তাকে নাস্তিক ভাবতে লাগলো। সুরুজদের এলাকার সমবয়সী সাজিদ এমন খবর শুনে বললো, "ওর নাস্তিকতার ভূত যদি আমি ৫ মিনিটে না ছাড়িয়েছি, তবে আমার নামও সাজিদ না।"
বিকেলে খেলার মাঠে সাজিদ আর সুরুজের দেখা হলো।

সাজিদ: কিরে, তুই নাকি নাস্তিক হয়েছিস?

সুরুজ: আসলে তা নয়, ধর্মের কিছু ব্যাপারে খটকা লেগেছে, তাই প্রশ্ন করেছি।

সাজিদ: আচ্ছা, আল্লাহ একজন আছে এটা তো মেনে নিয়েছিস?

সুরুজ: আসলে মূল সমস্যা তো এখানেই। কখনও আল্লাহকে দেখিনি, কেউ দেখেছে বলেও শুনিনি, তাহলে কিভাবে মেনে নিব? শুধুমাত্র ধরে নিতে পারি।

সাজিদ: তোর বাবা-মা'র মিলনেই যে তোর জন্ম হয়েছিল সেটা তুই নিজ চোখে দেখেছিস?

সুরুজ: কারো বাবা মাকে নিয়ে প্রশ্ন তোলাটা অভদ্রতা হিসেবে পরিগণিত হয়। তবুও বলছি, আমার বাবা মা উভয়ই চরিত্রগত দিক থেকে ভালো, তাহাদের মিলনের সাক্ষী তাহারাই। মিলন নারী পুরুষের একটি গোপন ব্যাপার (যেটা প্রকাশ্যে করা লজ্জার) যার মিলনরত দুজন ছাড়া অন্য সাক্ষী থাকে না। কিন্তু আল্লাহর তো দৃশ্যমান হওয়াতে লজ্জা বা ভয়ের কিছু নেই। অদৃশ্য থেকে শুধু শুধু তার ব্যাপারে সন্দেহ তিনি নিজেই তৈরি করেছেন।

সাজিদ: এমনওতো হতে পারে, তোর মা অন্য কারো সঙ্গে মিলনের ফলে তুই জন্ম নিয়েছিস!

সুরুজ: তুমি কিন্তু অভদ্রতা দেখাচ্ছ। আমি আগেই বলেছি আমার বাবা মা চরিত্রগত দিক থেকে ভালো। আমার মা জানে আমি কার সন্তান। এছাড়াও আমার চারিত্রিক, শারীরিক বৈশিষ্ট্যগুলো ও বলে দেয় আমি আমার বাবারই সন্তান।

সাজিদ: আল্লাহরও তো এমন বৈশিষ্ট্য আছে যেটা প্রমাণ করে তিনি আছেন!

সুরুজ: আল্লাহ দৃশ্যমান নয়, কিন্তু আমার বাবা দৃশ্যমান। ডিএনএ টেস্টে প্রমাণ করা সম্ভব আমার বাবাই আমার বাবা। কিন্তু কোন প্রমাণ আছে আল্লাহর?

সাজিদ: বাবারটা নাহয় ডিএনএ টেস্টে করবি কিন্তু তুই যে মায়ের পেট থেকে হয়েছিস, সেটার প্রমাণ কি?

সুরুজ: হাসালে। আমি জন্মের সময় ধাত্রী, আমার মামি, চাচি সবাই মায়ের সঙ্গে ছিল। এতগুলো সাক্ষী থাকতে আর প্রমাণের কি প্রয়োজন?

সাজিদ: বুঝলাম প্রমাণ আছে। কিন্তু তুই কি তোর বাবা, মা, ভাই, বোন যে আসলেই তোর বাবা, মা, ভাই, বোন তার প্রমাণ চেয়েছিস? না, ছোটবেলা থেকেই প্রমাণ ছাড়াই মেনে আসছিস। আল্লাহতে বিশ্বাসটাও এমন। না দেখে, প্রমাণ ছাড়াই মেনে নিতে হয়।

সুরুজ: প্রথমত, আমি যাদের মা, বাবা, ভাই, বোন মানি তারা সবাই দৃশ্যমান, আল্লাহ দৃশ্যমান নয়। দুটোকে মেলানো ঠিক না। তবুও তোমার যুক্তি ধরেই জবাবটা দিই। আমার মা, বাবা, ভাই, বোন কখনও আমার উপকার ছাড়া ক্ষতি করেনি, আমাকে খারাপ কাজের আদেশ দেয়নি, কোনোকিছুর বিনিময় আশা করা ছাড়াই ভালোবাসে, আমার জন্য সাধ্যমতো করে। সেজন্য আমিও তাদের ভালোবাসি। তারা যদি আমায় অকারণে শাস্তি দিতো, না খাইয়ে রাখতো, আমার ক্ষতি চাইতো কিংবা বিনিময় চাইতো তখনই কেবল তারা আমার মা, বাবা, ভাই, বোন কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ জাগতো। যেহেতু তারা এগুলোর কিছুই করে না, তাই তাদের সন্দেহ করা অবান্তর। রক্তের সম্পর্ক ছাড়া সাধারণত কেউ কারো জন্য এমন নিঃস্বার্থভাবে কিছু করে না। এবার আসি আল্লাহর প্রসঙ্গে। আল্লাহ কি নিঃস্বার্থ? তিনি তার দয়ার বিনিময়ে ইবাদত চান, না করলে শাস্তির ভয় দেখান, তাকে ভালোবাসার জন্য বেহেশতের লোভ দেখান, জিহাদের নামে মানুষ হত্যার মতো ঘৃণ্য আদেশ দেন, বিনা দোষে মানুষকে পঙ্গু, অন্ধ বানান, প্রাকৃতিক দূর্যোগ, মহামারি দিয়ে নির্দোষ মানুষ হত্যা করেন, দুর্ভিক্ষ দিয়ে মানুষকে না খাইয়ে কষ্ট দিয়ে মারেন অথচ নিজেকে দয়ালু, ন্যায়বিচারক ইত্যাদি ভালো ভালো বৈশিষ্ট্যযুক্ত বলে দাবি করেন। এমন আল্লাহর অস্তিত্বে সন্দেহ করা কি অযৌক্তিক?

জবাবে কি বলবে ভেবে না পেয়ে সাজিদ কিছুক্ষণ চুপ হয়ে রইলো। তারপর বললো, "মুসলমান হিসেবে আল্লাহকে বিশ্বাস করতেই হবে। না হলে মজাটা মরার পর বুঝবি! আল্লাহ তোকে সঠিক বুঝ দান করুক।"

সুরুজ-সাজিদের তর্ক শুনতে তাদের আশেপাশে এতক্ষণ এলাকার ছেলেরা জড়ো হয়েছিল। তাদের মধ্যে একজন বলো উঠলো, "৫ মিনিটের বেশি সময় নিয়েও কিছুই করতে পারলি না! সাজিদ, তোকে এখন থেকে কি নামে ডাকবো?"

[৬]

সুরুজদের পাশের বাড়িতে মিনার নামে একজন ছেলে ছিল। মিনার নিজেকে কুয়েটের ছাত্র দাবি করতো। সে যখন সাজিদের কাছে খবর পেল যে সুরুজ নাস্তিক হয়ে গেছে, তখন সুরুজের সাথে কথা বলতে ওকে ডেকে নিয়ে গেল।

সুরুজ: ভাই, কিছু বলবেন?

মিনার: কিরে নাস্তিক, তোর গুরু কে?

সুরুজ: ভাই, এটা কেমন প্রশ্ন? ঠিক বুঝলাম না!

মিনার: কার ব্লগ পড়ে নাস্তিক হয়েছিস?

সুরুজ: আমি কখনও ব্লগ পড়িনি। আমি সম্ভবত এখনও নাস্তিক নই। প্রশ্ন করলেই, যুক্তি দেখালেই নাস্তিক হয়ে যায় নাকি?

মিনার: উদ্ভট, মানহীন প্রশ্ন আর যুক্তি দেখালেই নাস্তিক হয়! বললি না তো, তোর গুরু কে?

সুরুজ: আমার কোনো গুরু নেই। সবার থেকেই শেখার চেষ্টা করি।

মিনার: প্রশ্ন করা তোকে কে শেখালো?

সুরুজ: মানুষের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রশ্ন করা। যে প্রশ্ন করে না আমার মতে সে মানুষই নয়। আমার ছোট চাচ্চু আমার প্রশ্ন করা শেখার প্রেরণা। তার কাছে 'সত্যের সন্ধানে' নামে একটা বই আছে, যে বইয়ের প্রশ্নগুলো থেকেই প্রশ্ন করা শিখেছি।

মিনার: ও, আরজ আলীর বই! ও তো একটা অশিক্ষিত চাষী!

সুরুজ: ভাই, আপনি কুয়েটে পড়েন কিনা জানিনা, তবে আপনার কথাটা কোনো শিক্ষিত মানুষের হতে পারে না। আপনার বাবার চেয়ে বয়সে বড় একজন সম্মানিত লোককে এভাবে সম্বোধন করলেন? আর শিক্ষা কি শুধু সার্টিফিকেট আর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভরশীল? আমি নিশ্চিত, আপনি এখন পর্যন্ত উনার অর্ধেক পরিমাণ বইও পড়তে পারেননি।

মিনার: তার জ্ঞানের লেভেল অত্যন্ত নিম্ন। তার বইয়ের ৯৪ পৃষ্ঠায় সে আজগুবি প্রশ্ন করেছে, 'লক্ষাধিক নবীর প্রায় সবাই কেন আরব দেশে জন্মগ্রহণ করলেন?' কুরআন হাদীসের কোথাও যেটা নেই সেটা নিজে বানিয়ে ধারণার বশবর্তী হয়ে সে বিষয়ে আজগুবি প্রশ্ন করলেন!

সুরুজ: উনি তো ভুল প্রশ্ন করেননি। কুরআনে উল্লেখিত নবীদের প্রায় সবাই (আদম বাদে) মিশর, সিরিয়া, জর্ডান, সৌদিআরব, তুরস্ক, ফিলিস্তিনসহ আরব দেশগুলোতেই জন্মগ্রহণ করেছেন। কুরআনে যাদের উল্লেখ আছে তাদের প্রায় সবাই যদি আরবে জন্ম নেয়, তাহলে যৌক্তিকভাবেই "ম্যাথমেটিকাল ইন্ডাকশন" অনুযায়ী বলা যেতে পারে প্রায় সব নবীই আরবে জন্ম নিয়েছে।

মিনার: কিন্তু কুরআনে ১০:৪৭, ১৩:৭, ১৫:১০, ১৬:৩৬ অনুযায়ী আল্লাহ পৃথিবীর সব জাতির প্রতি নবী-রাসুল পাঠিয়েছেন।[১]

সুরুজ: জানতাম এটাই বলবেন। জাতি বলতে আপনি কি বুঝলেন? ফেরেশতাদের মধ্য থেকেও তো রাসূল পাঠিয়েছেন। তাহলে, জ্বিনদের নবী কে?

মিনার: জাতি বলতে মানুষের সব জাতিকে বুঝিয়েছে! আর ফেরেশতা কখনও নবী-রাসুল হতে পারে না! জ্বীনদের কেউ নবী নয়, তারা আমাদের নবীকে মানতো।

সুরুজ: আমরা যাদের জাতি বলি সেসব জাতির প্রতি যদি নবী পাঠিয়ে থাকে, তাহলে নারীজাতির নবী কে? আর ফেরেশতাদের মধ্য থেকেও রাসূল মনোনীত হয় এটা কুরআনের কথা।

মিনার: [কাফিররা মুহাম্মদ (সা)-কে বলত] তুমি সত্যবাদী হলে আমাদের কাছে ফেরেশতাদের উপস্থিত করছ না কেন? (এর জবাবে আল্লাহ বলেন) *"আমি ফেরেশতাদের যথার্থ কারণ (ফয়সালার জন্য) ছাড়া প্রেরণ করি না। ফেরেশতারা উপস্থিত হলে ওরা আর কোনো অবকাশ পাবে না।" (সুরা : হিজর, আয়াত : ৭-৮)* এছাড়াও সুরা বনী ঈসরাইলের ৯৫ নং আয়াতে আছে, *"যদি পৃথিবীতে ফেরেশতারা নিশ্চিন্তে (স্বাভাবিক ভাবে) চলাফেরা করতে পারতো, তাহলে আমরাও তাদের (পৃথিবীবাসীদের) উপর আসমানের কোন ফেরেশতাকে রসূল করে নাযিল করতাম"*

সুরুজ: যদি দেখাতে পারি ফেরেশতারাও রাসূল হয়?

১। ১০:৪৭ আর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের একেকজন রসূল রয়েছে। যখন তাদের কাছে তাদের রসূল ন্যায়দন্ডসহ উপস্থিত হল, তখন আর তাদের উপর জুলুম হয় না।

১৩:৭ কাফেররা বলেঃ তাঁর প্রতি তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হল না কেন? আপনার কাজ তো ভয় প্রদর্শন করাই এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যে পথপ্রদর্শক হয়েছে।

১৫:১০ আমি আপনার পূর্বে পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের মধ্যে রসূল প্রেরণ করেছি।

১৬:৩৬ আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর এবং তাগুত থেকে নিরাপদ থাক। অতঃপর তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যককে আলণ্ঢাহ হেদায়েত করেছেন এবং কিছু সংখ্যকের জন্যে বিপথগামিতা অবধারিত হয়ে গেল। সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ মিথ্যারোপকারীদের কিরূপ পরিণতি হয়েছে।

মিনার: পারবে না। কেননা কুরআনে কোনো বৈপরীত্য নেই। যদি পারো আমি ঘোষণা দিয়ে নাস্তিক হয়ে যাবো।

সুরুজ: সুরা হজ্জ, আয়াত ৭৫ এ বলা হয়েছে,

اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ ● إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ

[উচ্চারণ: আল্লাহু ইয়াছত্বাফি মিনাল মালাইকাতি রাসুলাঁও ওমিনান্নাস। ইন্নাল্লাহা সামিউম বাছির।]

"আল্লাহ ফেরেশতা ও মানুষের মধ্য থেকে রাসূল মনোনীত করেন। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা!"

মিনার: আসলে তুমি আয়াতটা বুঝোনি, আগের পরের আয়াত, শানে নুযূল দেখতে হবে। আল্লাহ আসলে রাসূল বলতে রাসূল না অন্যকিছু বুঝিয়েছে। এ ব্যাপারে তোমার সঙ্গে পরে কথা বলবো। আজান দিয়েছে, নামাজ পড়তে যাই।

সুরুজ: ভাই, ফেরেশতারাও রাসূল মনোনীত হয় প্রমাণ দিতে পারলে তো আপনার নাস্তিক হয়ে যাওয়ার কথা। নাস্তিকরা তো নামাজ পড়ে না। ওয়াদা ভঙ্গ করবেন?

মিনার: আমি ওয়াদা শব্দটি বলিনি। আর নাস্তিকদের সাথে ওয়াদা ভঙ্গ করা যায়েজ আছে।
[জামাত মিস হয়ে যাবে' বলে দ্রুত হেঁটে মিনার সাহেবের প্রস্থান]

[৭]

আজ বিকেলে আবার সাজিদ ও সুরুজের দেখা হলো। সাজিদ আজ সকালেই আরিফ আজাদ হুজুরের থেকে সুরুজকে (সুরুজের যুক্তিকে) শায়েস্তা করার উপায় জেনে নিয়েছে। যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস নিয়েই সাজিদকে বললো, "সুরুজ, কেমন আছিস?"
সুরুজ: ভালোই। তুমি কেমন আছ?

সাজিদ: আলহামদুলিল্লাহ, ভালো।

সুরুজ: কাল্পনিক, অস্তিত্বহীন স্রষ্টার প্রশংসা না করলে হয় না?

সাজিদ: যে স্রষ্টা আমায় অক্সিজেন দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে তার প্রশংসা করবো না?

সুরুজ: এমন কেউ থাকলে তো প্রশংসা করার প্রশ্ন আসবে। আর অক্সিজেন কিভাবে পাই আমরা সেটা তো বিজ্ঞানই বলে দিয়েছে।

সাজিদ: কিন্তু বিজ্ঞান তো ভুলও বলে। বিজ্ঞানী টলেমী বলেছিল সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে। এ তত্ত্ব টিকেছিল ২৫০ বছর, কেউ এর বিরোধীতা করেনি! অথচ এটা যে ভুল সেটা কোপারনিকাস প্রমাণ করেছিল। কিন্তু সেও ভুল করলো। তার ধারণা সূর্য স্থির কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান বলে সূর্যও ঘুরছে।

সুরুজ: টলেমি যখন এ তত্ত্ব দিয়েছে তখনকার যুগে এমন ধারণা আশ্চর্য কিছু ছিল না। আপাতদৃষ্টিতে সবারই মনে হয় সূর্যটাই ঘুরছে, পৃথিবী স্থির। তার ধারণা টিকে যাওয়ার জন্য বিজ্ঞান দায়ী নয়, ধর্মই দায়ী। কেননা ইহুদি খ্রিষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ীও পৃথিবী স্থির, সূর্য ঘুরছে। আর কোপারনিকাসের সময়ও আধুনিক টেলিস্কোপ ছিল না বিধায় সূর্যের ঘূর্ণন প্রমাণ করা যায়নি।

সাজিদ: তাহলে মানছিস, বিজ্ঞান ভুল করে। অথচ ১৪০০ বছর আগেই কুরআনে এসেছে সূর্য পৃথিবী সবাই নিজ কক্ষপথে ঘুরে। টেলিস্কোপ ছাড়া মুহাম্মদের (সা) পক্ষে কি এটা জানা সম্ভব ছিল। এ আয়াতই প্রমাণ করে কুরআন সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক এবং আল্লাহর কথা।

সুরুজ: বিজ্ঞান ভুল করে, কথাটা সঠিক নয়। বিজ্ঞান প্রমাণ চায়। প্রমাণ পেলে নির্দ্বিধায় অপ্রমাণিতকে সরিয়ে প্রমাণিত সত্যকে গ্রহণ করে। আর কুরআনে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরে এমন কোনো কথাই নেই। যে আয়াত দ্বারা তোমরা গোঁজামিল দাও সেটা হচ্ছে,

> *"সূর্য তার নির্দিষ্ট অবস্থানে আবর্তন করে। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহর নির্ধারণ। চন্দ্রের জন্যে আমি বিভিন্ন মনযিল নির্ধারিত করেছি। অবশেষে সে পুরাতন খর্জুর শাখার*

> *অনুরূপ হয়ে যায়। সূর্যের পক্ষে চন্দ্রকে নাগাল পাওয়া সম্ভব নয়। রাতের পক্ষেও দিনের অগ্রবর্তী হওয়া সম্ভব নয়। প্রত্যেকেই আপন আপন কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে।" (সূরা ইয়াসীনঃ ৩৮-৪০)*

অথচ এ আয়াতে বলা হয়েছে, চন্দ্র পুরাতন খেজুরের শাখার অনুরূপ হয়ে যায়! এটা কি সত্য? সত্য হলো চন্দ্রের আকৃতি পরিবর্তন হয় না, অজ্ঞ মানুষেরই কেবল চন্দ্র মাসের প্রথম দিনে চাঁদকে (চাঁদের আলোকিত অংশ) দেখে এমন ধারণা হতে পারে। (সূর্য, চন্দ্র, দিন ও রাত) প্রত্যেকেই আপন আপন কক্ষপথে বিচরণ করে! এটা পড়ে হাসি পায়না তোমার? কুরআনকে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ করতে অনুবাদক 'কক্ষপথ' শব্দটি ব্যবহার করলেও ধরা পড়ে গেলেন দিন ও রাতে এসে। দিন ও রাত কি কঠিন বস্তু যে তাদের কক্ষপথ থাকবে? আলোর উপস্থিতিকেই আমরা দিন বলি আর অনুপস্থিতিকেই রাত। এমন আরেকটি আয়াত, *"এবং তিনিই দিবা-নিশি এবং চন্দ্র-সূর্য সৃষ্টি করেছেন। সবাই আপন আপন কক্ষ পথে বিচরণ করে।" (সূরা আম্বীয়াঃ ৩৩)* এছাড়াও কুরআন বলে, সূর্য উদিত হয়, অস্ত যায়: *"আল্লাহ তাআ'লা সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে উদিত করেন। তুমি পারলে পশ্চিম দিক থেকে উদিত কর।" (সূরা বাকারাঃ ২৫৮) "অতঃপর যখন সূর্যকে চকচকে অবস্থায় উঠতে দেখলেন তখন বললেনঃ এটি আমার পালনকর্তা, এটি বৃহত্তর। অতপর যখন তা ডুবে গেল, তখন বলল হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যেসব বিষয়ে শরীক কর আমি ওসব থেকে মুক্ত।" (সূরা আনআ'মঃ ৭৮)* সূর্যের অবস্থান পরিবর্তন ছাড়া উদয় হওয়া, অস্ত যাওয়া সম্ভব? তুমি বলবে, আমরাও তো বলি সূর্য উদিত হয়। এটা ধর্মগুলোর প্রভাবে অন্যান্য রূপকথার মতোই এ ভুল প্রচলিত হয়ে গেছে। আল্লাহও কি মানুষের মতো ভুল ধারণা রাখতে পারে? আবার কুরআন বলে, *"তুমি সূর্যকে দেখবে, যখন উদিত হয়, তাদের গুহা থেকে পাশ কেটে ডান দিকে চলে যায় এবং যখন অস্ত যায়, তাদের থেকে পাশ কেটে বাম দিকে চলে যায়।" (সূরা কাহাফঃ ১৭)* পাশ কেটে ডানে বামে যাওয়া কি সূর্যের পক্ষে আদৌ সম্ভব? আবার দেখো, *"শপথ সূর্যের ও তার কিরণের, শপথ চন্দ্রের যখন তা সূর্যের পশ্চাতে আসে।" (সূরা আশ্-শামসঃ ১-২)* চন্দ্র, পৃথিবীর একটা উপগ্রহ। চন্দ্র কি সূর্যের পশ্চাতে বা অনুসরণ করে আসা সম্ভব? অজ্ঞরাই দিনে সূর্য ও রাতে চন্দ্র দেখে এ ধারণা করবে। আর বুখারীর একটা হাদীস আছে, নাম্বার মনে নাই, নবী মুহাম্মদ বলেছেন,

> "হে আবু যর! তুমি কি জান সূর্য যখন অস্ত যায় তখন কোথায় যায়? আবু যার বললেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। রাসূল (সা:) বললেন, সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় আরশের নিচে গিয়ে সেজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং পুনরায় উদিত হওয়ার অনুমতি চায়। অতঃপর তাকে অনুমতি দেয়া হয়। সে দিন বেশী দূরে নয়, যে দিন অনুমতি চাবে কিন্তু তাকে অনুমতি দেয়া হবে না। তাকে বলা হবে যেখান থেকে এসেছ, সেখানে ফেরত যাও। অতঃপর সূর্য পশ্চিম দিক থেকেই উদিত হবে।" [১]

এত কিছুর পরেও বলবে কুরআন সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক?

১। বুখারি, তাওহীদ: ৩১৯৯; ইফাবা: ২৯৬৯; USC-MSA Vol. 4, Book 54, Hadith 421
দেখতে পারেন সাড়ে চার মিনিটের প্রাসঙ্গিক একটি ভিডিও https://www.youtube.com/watch?v=yuWqIw0M9XA

সাজিদ: বিজ্ঞানে শেষ বা ফাইনাল বলে কিছু নেই। যে বিজ্ঞানের নিজের ওপর নিজেরই ভরসা নেই, তাকে কিভাবে ভরসা করিস? বিজ্ঞান ভুল হতে পারে কিন্তু কুরআন নির্ভুল। আজ বুঝতেছিস না, যেদিন বিজ্ঞান আবিষ্কার করবে সেইদিন বুঝবি।

সুরুজ: বিজ্ঞানে শেষ বা ফাইনাল নেই কথাটা সম্পূর্ণ ভুল। প্রমাণিত সবকিছুই বিজ্ঞানে ফাইনাল। বিজ্ঞানে অপ্রমাণিত বা ভুলের স্থান নেই, আজ নাহয় কাল সেটা সংশোধিত হবেই। অথচ কুরআন তো সংশোধন অযোগ্য, ভুল থাকলেও তোমরা সংশোধন করবে না। আবার বললে বিজ্ঞানের নিজের ওপর ভরসা নাই, অথচ তুমিও বিজ্ঞানে ভরসা রাখো। এখন সময় জিজ্ঞাসা করলে সূর্য না দেখেই বিজ্ঞানের আবিষ্কার ঘড়ির উপর ভরসা করে তুমি সময় বলে দিবে, ফজরের নামাজের সময় ঘুম থেকে ওঠার জন্য বিজ্ঞানের ওপর ভরসা করেই তুমি এলার্ম দাও। বলতে গেলে প্রতিদিন অগণিত কাজেই বিজ্ঞানকে ভরসা করে চলো তুমি। আরেকটা কথা, মানুষ নাহয় সীমাবদ্ধ জ্ঞানের জন্য সঠিক সিদ্ধান্তে আসার আগে ভুল ধারণা করেছিল কিন্তু আল্লাহ তো সর্বজ্ঞ হওয়ার কথা, তাহলে সে চুড়ান্ত ধর্মগ্রন্থ (তোমাদের মতানুযায়ী) কুরআন দেওয়ার আগে এতো ধর্ম (তোমাদের মতে ভুল কিংবা যুগ বা এলাকার জন্য সীমাবদ্ধ) ও ধর্মগ্রন্থ দিলো কেন? আল্লাহর কি নিজের ওপর নিজের ভরসা ছিল না?

সাজিদ: আরিফ আজাদ হুজুর ঠিকই বলেছে। তোদের নাস্তিকদের কাজ হচ্ছে তেনা প্যাঁচানো।
[সাজিদের প্রস্থান]

[৮]

সাজিদ, মিনার, আরিফ আজাদ হুজুরের থিওরি সুরুজের ওপর কার্যকর না হওয়ায় এবার সুরুজের চাচাতো ভাই বিলাস তার উপর জাকির নায়েক থিওরি এপ্লাই করে দেখবে বলে ভাবলো। যেই ভাবা, সেই কাজ। সুরুজকে ডেকে ইউটিউব থেকে জাকির নায়েকের একটা লেকচারের ভিডিও দেখালো। লেকচারটা ছিলো,

> "আগের সভ্যতার মানুষদের ধারণা ছিল, চাঁদের নিজস্ব আলো আছে। কিন্তু বিজ্ঞান বর্তমানে আমাদেরকে বলে যে, চাঁদের আলো হচ্ছে প্রতিফলিত আলো। এ সত্যটি কোরআন আমাদেরকে আজ থেকে ১৪শ বছর আগে বলেছে নিম্ন আয়াতে,
> *'কত মহান তিনি যিনি নভোমণ্ডলে সৃষ্টি করিয়াছেন রাশিচক্র এবং উহাতে স্থাপন করিয়াছেন প্রদীপ ও জ্যোতির্ময় চন্দ্র।" (সুরা ফুরকান ২৫:৬১)*
> আরবীতে সূর্যকে 'শাম্‌স' বলে। 'সিরাজ' শব্দ দ্বারাও সূর্য বুঝানো হয়েছে চাঁদের আরবী প্রতিশব্দ হল 'ক্বামার' এবং কোরআনে চাঁদকে 'মুনীর' বলেছে। এর অর্থ হল 'নূর'- আলো দানকারী, অর্থাৎ প্রতিফলিত আলো দেয় এর দ্বারা বুঝা যায় যে, কোরআন সূর্য ও চাঁদের আলোর মধ্যকার পার্থক্যকে স্বীকার করে।" [১]

বিলাস: এরপরও কি বলবি কুরআন মানুষের লেখা?

সুরুজ: কুরআন তো মানুষেরই লেখা! কুরআন কি আল্লাহ নিজ হাতে লিখেছে নাকি?

বিলাস: নাস্তিকদের কাজই হচ্ছে কথা প্যাঁচানো। আমি বুঝাতে চেয়েছি কুরআন যদি মুহাম্মদ (সা:) এর কথা হতো তাহলে সে কিভাবে জানলো চাঁদের আলো প্রতিফলিত আলো?

সুরুজ: আরবী "নূর"(نُور) শব্দটার অভিধানিক অর্থ শুধু 'আলো'; এই শব্দ দিয়ে যে, 'প্রতিফলিত' হওয়া বোঝায় তা কোনো আরবী অভিধান বা শব্দকোষে নেই। কিন্তু যুক্তিতর্কের খাতিরে আমরা যদি নায়েকের শব্দার্থগুলো ধরে নিই, তাহলে এই কথাও বলতে হবে যে আল্লাহতা'লা যার উপাধি "আন-নূর", তিনি হচ্ছেন "প্রতিফলিত আলো" এবং মুহাম্মদ (সাঃ) (যাকে সূরা আহ্‌যাব ৪৬ আয়াতে বলা হয়েছে "সিরাজাম মুনিরা" মানে উদ্ভাসিত আলো) তিনি হচ্ছে আলোর উৎস। তাহলে এই শব্দার্থ ধরে নিলে আল্লাহ্‌ হচ্ছে শুধু প্রতিফলিত আলো এবং মুহাম্মদ হচ্ছে আসল আলোর উৎস। জাকির নায়েকের এই দূর্বল নতুন শব্দার্থ মেনে নিলে মুহাম্মদকে আল্লাহ্‌র উপরে তোলা হয়।

বিলাস: কিসের সাথে কি মেলাচ্ছিস! আচ্ছা চাঁদ আর সূর্যের আলো বুঝাতে কুরআন ভিন্ন শব্দ কেন ব্যবহার করলো? তখন তো কেউ জানতো না এদের আলোর ধরণ ভিন্ন!

১। জাকির নায়েকের ভিডিওটি দেখতে পারেন এখান থেকে-
https://www.youtube.com/watch?v=cPkDQvmDviQ (15:35 মিনিট থেকে 16:50 পর্যন্ত)

সুরুজ: তুমি কি জানো এরিস্টটলের যুগে পৃথিবী গোল এটা কিসের ভিত্তিতে তারা বুঝেছিল? এরিস্টটল (৩৮৪-৩২২ খ্রীষ্টপূর্ব) পৃথিবী গোলাকার প্রমান করেছিলেন এই যুক্তিতে যে, চন্দ্রগ্রহণের সময় চাঁদের গায়ে পৃথিবীর ছায়া দেখা যায়! নিজস্ব আলো থাকলে চাঁদের গায়ে পৃথিবীর ছায়া দেখা যেতো না। চাঁদের আলো যে প্রতিফলিত আলো এরিস্টটলের কাছে সেটার জ্ঞান ছিল মুহাম্মদ নবী দাবি করার প্রায় ৯০০ বছর আগে!

বিলাস: অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্কর। জাকির নায়েকের মতো জ্ঞানী লোকের ভুল ধরার যোগ্যতা তোর এখনও হয়নি। নামাজের সময় চলে যাচ্ছে, পরে তোর সঙ্গে কথা বলবো।
[বিলাসের প্রস্থান]

[৯]

নামাজ শেষে বিলাস ফিরে এলো। এতে সুরুজ কিছুটা অবাক হলো। কেননা সাজিদ সেদিন নামাজের কথা বলে চলে যাওয়ার পর আর ফিরে আসেনি!
বিলাস বললো, "সুরুজ, চাঁদের আলো নেই এটা নাহয় আগেই বিজ্ঞান জানতো কিন্তু বিগ ব্যাং তো গত শতাব্দীর আবিষ্কার, সেটা ১৪০০ বছর আগের কুরআনে কিভাবে আছে?"

সুরুজ: কুরআনে বিগ ব্যাং? হাসালে তুমি। তা বিগ ব্যাং কি সেটা জানো? বিগ ব্যাং এর মাধ্যমে মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে সেটা বিশ্বাস করো?

বিলাস: জানি মোটামুটি। আর আমার বিশ্বাস করা না করায় কিছু আসে যায় না, বিজ্ঞান তো তাই বলে।

সুরুজ: তা কোন বৈজ্ঞানিক জার্নাল বা কোন বিজ্ঞানীর বই থেকে জানলে?

বিলাস: যেখান থেকেই জানি, জানলেই তো হলো! ইন্টারনেট থেকে জেনেছি। কুরআনে এটা কিভাবে আছে সেটার জবাব পারলে দে।

সুরুজ: এখানেই তো তোমাদের সমস্যা। ধর্মের কোনো ব্যাপার বললেই সেটার উৎস সহীহ (সঠিক) কিনা সেটা যাচাই করো অথচ যেখানে যা পাও তাকেই বিজ্ঞান মনে করো। তুমি যখন দুটো জিনিসের তুলনা করবে তখন দুটোকেই সঠিকভাবে জানতে হবে। অথচ তোমরা সঠিক বিজ্ঞান জানোনা আবার ধর্মগ্রন্থের মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে বিজ্ঞানের সঙ্গে মেলানোর কুচেষ্টা করো।

বিলাস: যাই হোক এটাতো মানিস বিগ ব্যাং থিওরি অনুযায়ী সবকিছু এক বিন্দুতে ছিলো, এরপর বিস্ফোরনের ফলে মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে। কুরআন ও একই কথা বলে,

> *"অবিশ্বাসীরা কি দেখে না আকাশ ও ভুমন্ডল একত্রে ছিল, পরে আমরা উভয়কে পৃথক করলাম এবং পানির দ্বারা প্রাণবন্ত বস্তু সৃষ্টি করিয়াছি।" (সূরা আম্বীয়া ২১ঃ ৩০)*

সুরুজ: বিগ ব্যাং ব্যাখ্যা করা সময়সাপেক্ষ তাই আপাতত সেটা বিস্তারিত বলবো না। তোমার কথাই যদি ধরি বিগ ব্যাং থিওরি অনুযায়ী উচ্চ তাপ ও ঘনত্বসম্পন্ন একটি বিন্দুতে সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত ছিলো, এ আয়াত কি সেটা বিন্দুমাত্র ইঙ্গিত দিচ্ছে? বরং বিগ ব্যাং থিওরির উল্টোটাই বলছে এ আয়াত! বিগ ব্যাং নামক মহাবিস্ফোরণেরর আগে ম্যাটার বা বস্তু ছিলো না অথচ এ আয়াত অনুযায়ী পৃথিবী ও আকাশ একত্রে ছিলো আলাদা করার (বিগ ব্যাং ঘটার) আগেই, শুধুমাত্র তাদের আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। অথচ পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে বিগ ব্যাং এর কোটি কোটি বছর পরে! বিজ্ঞানের সঙ্গে মিলাতে এমন আয়াত ব্যবহার করলে যেটা আরো বেশি অবৈজ্ঞানিক! আকাশ বলতে কিছুর অস্তিত্ব বিজ্ঞান স্বীকার করে না। আবার আয়াতটার ধরণ ও

পাগলামো! অবিশ্বাসীরা কি দেখে না? এ আয়াত যদি বিগ ব্যাং বুঝাতো, সেটা কিভাবে কেউ দেখবে? মানুষের উৎপত্তি হয়েছে বিগ ব্যাং এর কোটি কোটি বছর পরে!

বিলাস: এসব বিজ্ঞানের ধারণা। বিজ্ঞান তো ভুলও হতে পারে! এ আয়াতটার ব্যাপারে কি বলবি,

> *"অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনযোগ দিলেন যা ছিল ধুম্র কুঞ্জ, অতঃপর তিনি তাকে ও পৃথিবীকে বললেন, তোমরা উভয়ে আস ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়। তারা বলল আমরা স্বেচ্ছায় আসলাম।" (সূরা হা-মিম আস-সাজদা/ফুসিলাত ৪১ঃ১১)*

বিজ্ঞান ও তো বলে গ্যালাক্সি গঠিত হওয়ার পূর্বে ধুম্র বা গ্যাসীয় অবস্থায় ছিলো!

সুরুজ: বিজ্ঞান ভুলও হতে পারে এটা বলে আবার কুরআনকে বিজ্ঞানের সঙ্গে মেলানোর চেষ্টা করো কেন? ধরো বিগ ব্যাং ভুল প্রমাণ হলো তখন কি বলবে কুরআনও ভুল? আর তুমি সম্ভবত জাকির নায়েকের লেকচারটা দেখেছো! আকাশ বলতে বৈজ্ঞানিকভাবে কিছু নেই। তুমি কি এ আয়াতের আগের পরের আয়াত পড়েছ? খুব তো আমরা একটা আয়াত বললে আগের পরের আয়াত জানতে চাও। অথচ এখানে জাকির নায়েক বিতর্ক এড়াতে আয়াতগুলো গোপন করেছে! আগের আয়াতগুলো,

> *"বলুন, তোমরা কি সে সত্তাকে অস্বীকার কর যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দু'দিনে এবং তোমরা কি তাঁর সমকক্ষ স্থীর কর? তিনি তো সমগ্র বিশ্বের পালনকর্তা। তিনি পৃথিবীতে উপরিভাগে অটল পর্বতমালা স্থাপন করেছেন, তাতে কল্যাণ নিহিত রেখেছেন এবং চার দিনের মধ্যে তাতে তার খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন-পূর্ণ হল জিজ্ঞাসুদের জন্যে।" (সূরা হা-মিম আস-সাজদা/ফুসিলাত ৪১:৯-১০)*

গ্যালাক্সি এবং তথাকথিত আকাশ তৈরির আগেই পৃথিবী তৈরি হওয়া খুব বৈজ্ঞানিক, তাই না? পরের আয়াত,

> *"**অতঃপর** তিনি আকাশমন্ডলীকে দু'দিনে সপ্ত আকাশ করে দিলেন এবং প্রত্যেক আকাশে তার আদেশ প্রেরণ করলেন। আমি নিকটবর্তী আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সুশোভিত ও সংরক্ষিত করেছি। এটা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর ব্যবস্থাপনা।"*

আকাশ থেকে বৃষ্টি হয়,

> "আমি বৃষ্টিগর্ভ বায়ু পরিচালনা করি অতঃপর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি, এরপর তোমাদেরকে তা পান করাই। বস্তুতঃ তোমাদের কাছে এর ভান্ডার নেই।" (সূরা হিজর ১৫:২২)

অথচ নিকটবর্তী আকাশ প্রদীপমালা (তারা) দিয়ে সুশোভিত! সেখান থেকেই বৃষ্টি হয়! কতই না বিজ্ঞানময় কুরআন!!
[জবাবে কিছু স্পষ্ট না বলে বিড়বিড় করতে করতে বিলাসের প্রস্থান!]

[১০]

[সুরুজের প্রশ্ন করতে শেখার অনুপ্রেরণা তার বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছোট চাচ্চু, সেটা আগেই জেনেছেন আপনারা] সুরুজের ছোট চাচ্চুর নাম অর্ক। নামটা সার্টিফিকেট নাম নয়, তবে সে এ নামেই পরিচিত। সেমিস্টার ব্রেকে বাড়িতে এসেছে অর্ক। অর্ককে পেয়ে সুরুজ যেনো আকাশের চাঁদ হাতে পেলো। তার মনে যে অনেক প্রশ্ন জমেছে। চাচ্চু বাড়িতে এসে ফ্রেশ হয়ে খেয়ে ওঠার পরপরই সুরুজ বললো,
চাচ্চু, একটা প্রশ্ন ছিলো।

অর্ক: বল, কি প্রশ্ন!

সুরুজ : যদি ঈশ্বর বলতে কেউ সত্যিই থাকে তাহলে তো আমরা যারা ঈশ্বরকে নিয়ে প্রশ্ন তুলছি তাদের ভয়ানক শাস্তি দেওয়া হবে!

অর্ক: [একটু হেসে নিলো] কাল্পনিক ঈশ্বরের নামে ধর্মগুলোতে নরক, জাহান্নাম, হেল নামে যে প্রচন্ড বিভৎষতার ভয় ছড়ানো হয়েছে, এরপরে ঈশ্বরে অবিশ্বাস করতে যথেষ্ট যুক্তি এবং সাহস প্রয়োজন। অনেক সময় অনেকেই সংশয়বাদী থেকে যায়, ঈশ্বরে পরিপূর্ণ অবিশ্বাসী হতে পারে না। তবে এ ভয় কাটানোর একমাত্র উপায় হলো যৌক্তিকভাবে ধর্মগুলোর কাল্পনিক শাস্তির হুমকিকে বাতিল করে দেওয়া।

সুরুজ : কিন্তু চাচ্চু, এটাও তো সত্যি যে মানুষের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। সীমাবদ্ধ জ্ঞান নিয়ে সবকিছু সে জানতে পারে না। তাই ঈশ্বর নেই এটা নিশ্চিতভাবে বলতে পারে না!

অর্ক : ঈশ্বর যে নেই সেটা সীমাবদ্ধ জ্ঞান দিয়েও বোঝা যায়। এ নিয়ে তোকে পরে একদিন বলবো। যুক্তির খাতিরে ধরে নিলাম, ঈশ্বর আছে। এখন মানুষের সীমাবদ্ধ জ্ঞান দিয়ে যেহেতু ঈশ্বর থাকলেও তার অস্তিত্বের সত্যতা সম্পূর্ণ বোঝা যাবে না, তাই ঈশ্বরে অবিশ্বাস শাস্তিযোগ্য অপরাধ হতে পারে না। একটা উদাহরণ দিলে পরিষ্কার বুঝবি। আমি পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে পড়ছি, আমার পক্ষে মেডিক্যাল সাইন্স সম্পূর্ণ বোঝা সম্ভব নয়। এখন আমি যদি ডাক্তারি না করি বা পরিপূর্ণ জ্ঞানের অভাবে ডাক্তার হতে অস্বীকৃতি জানাই, তাহলে আমাকে কি শাস্তি দেওয়া উচিত? মানুষ যেহেতু সীমাবদ্ধ জ্ঞান দিয়ে ঈশ্বরকে বুঝতে পারে না, তাই সে ঈশ্বরে অবিশ্বাস করলে সেটা শাস্তিযোগ্য হতে পারে না।

সুরুজ : যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, সত্যিই ঈশ্বর থাকলে তারা তো একটু হলেও সুবিধা পাবে!

অর্ক: তুই বোধহয় আগের উদাহরণটি ভালোভাবে বুঝতে পারিসনি। আচ্ছা বলতো, আমি পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্র হয়ে মেডিকেল সাইন্স না জেনে চিকিৎসা করতে গিয়ে রোগী মেরে ফেললে রোগীর স্বজনরা আমাকে কি করবে? নিশ্চয়ই গণধোলাই দিবে! আমি যদি বলতাম আমি ডাক্তারি

জানি না, তাহলেও কি গণধোলাই দিতো? কখনওই না। কেননা, অজ্ঞতা দোষের নয়, অজ্ঞতা গোপন করে জ্ঞানী সাজাটা দোষের। এখন আমি ঈশ্বর সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞানের অভাবে ঈশ্বরে অবিশ্বাস করাটা অপরাধ হবে নাকি ভুল ঈশ্বরকে (যে ঈশ্বর নয়) ঈশ্বর ভেবে আরাধনা করলে অপরাধ হবে? ব্যাপারটা আরো সহজে বোঝা যায়, তুই তোর বাবাকে বাবা না ডাকলে সে বেশি রাগ করবে নাকি তাকে বাবা না ডেকে অন্য কাউকে বাবা ডাকলে বেশি রাগ করবে? ঈশ্বর থাকলেও তার সম্পর্কে যেহেতু সম্পূর্ণ সঠিকভাবে জানা মানুষের পক্ষে অসম্ভব, তাই কেউই নিশ্চিতভাবে বলতে পারবে না সে সঠিক ঈশ্বরকে খুঁজে পেয়েছে। অতএব, ভুল বা সন্দেহযুক্ত বিশ্বাস থেকে অবিশ্বাস উত্তম নয় কি?

সুরুজ : চাচ্চু, তুমি সত্যিই অসাধারণ।

অর্ক: আমরা সবাই সাধারণ। তবে মানুষের চিন্তাই তাকে অসাধারণ করে তুলতে পারে।

[১১]

সুরুজ রাতে খাওয়ার পর আবার চাচ্চুর কাছে প্রশ্ন নিয়ে উপস্থিত!
সুরুজ বললো, "চাচ্চু, তুমি যে বলেছিলে সীমিত জ্ঞান নিয়েও মানুষ ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই প্রমাণ করতে পারে, সেটা কিভাবে?"

অর্ক: সেটা তো অনেকভাবেই প্রমাণ করা যায়। তুই কোন ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই প্রমাণ করতে চাস?

সুরুজ: ঈশ্বর থাকলে তো একজনই থাকবে! কোন ঈশ্বর মানে কি?

অর্ক: একটু পড়াশোনা করলেই জানা যায় পৃথিবীতে বহু ধর্মে বহু প্রকার ঈশ্বরের ধারণা প্রচলিত আছে! আসলে সহজ কথায় বলতে গেলে প্রধান প্রধান ধর্মগুলো থেকেই ঈশ্বরের ধারণার উৎপত্তি! তাই ধর্মের ঈশ্বরগুলোকে মিথ্যা প্রমাণ করাটাই যথেষ্ট!

সুরুজ: কিন্তু সেগুলো সবগুলো মিথ্যা প্রমাণ করবো কিভাবে? ঈশ্বর সম্পর্কে তো সবকিছু জানা সম্ভব না!

অর্ক: ধর্মগুলো ঈশ্বর সম্পর্কে যে ধারণাগুলো প্রচার করে সেগুলোকে মিথ্যা প্রমাণ করাই ঈশ্বরের ধারণা মিথ্যা প্রমাণ করতে যথেষ্ট!

সেটা অনেকভাবেই প্রমাণ করা যায়। যেমন:

- **বৈপরীত্য পদ্ধতি**

মোটামুটি সব ধর্মই ঈশ্বরকে সর্বশক্তিমান মনে করে। কিন্তু ধর্মে বর্ণিত ঈশ্বর অনেককিছুই করতে পারে না। একটা প্রচলিত যুক্তি হচ্ছে ঈশ্বর এমন কোনো পাথর তৈরি করতে পারে না যা সে তুলতে পারে না। যদি তৈরি করতে বা তুলতে না পারে তাহলে সে সর্বশক্তিমান হতে পারে না। শুধু তাই নয় ঈশ্বর আরো অনেককিছুই করতে পারবে না। যেমন:
- ঈশ্বর নিজেকে সৃষ্টি করতে পারবে না।
- ঈশ্বর চাইলেও ঠিক আজকেই মানবজাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে পারবে না।
- ঈশ্বর মানুষ তাকে ডাকলেও সাড়া (ভাষার মাধ্যমে) দিতে পারবে না।
- ঈশ্বর চাইলেই ধ্বংস হয়ে যেতে পারবে না।
- ঈশ্বর সবকিছু ভুলে যেতে পারবে না।
- ঈশ্বর ভুল করতে পারবে না কিংবা ভুল করলেও নিজের বিচার করে, নিজেকে শাস্তি দিতে পারবে না।

- ঈশ্বর ঠিক এই মুহূর্তে আমাকে মেরে ফেলতে বা পৃথিবী ধ্বংস করে ফেলতে পারবে না।

এমন অসংখ্য জিনিস ঈশ্বর করতে পারবে না, যা সর্বশক্তিমান ঈশ্বর ধারণার বিপরীত। এথেকে প্রমাণিত হয় সর্বশক্তিমান ঈশ্বর বলে কেউ থাকা অসম্ভব। ঈশ্বর শুধুমাত্র মানুষের কল্পনার সৃষ্টি!

- **কর্মফল পদ্ধতি**

মানুষ কর্ম করলেই তার ফল পায়। ঈশ্বর সাধারণত কাউকে কর্ম ছাড়া ফল দেয় না। মানে হলো, ঈশ্বর ফল দেয়ার জন্য কর্মের উপর নির্ভরশীল। যা ঈশ্বর অনির্ভরশীল ধারণার বিপরীত। আবার, কেউ পাপ করলে, ঈশ্বরকে অবিশ্বাস করলে ঈশ্বর তাকে কর্মফল হিসেবে শাস্তি না দিয়ে পুরস্কার দিতে পারবে না। আবার কেউ তাকে বিশ্বাস করলে, ভালো কাজ করলে তাকে পুরস্কৃত না করে শাস্তি দিতে পারবে না। এটা ঈশ্বর সব পারে ধারণার বিপরীত।
ধর্মে বর্ণিত ঈশ্বর কর্মফল দেওয়ার জন্য কর্মের উপর নির্ভরশীল এবং চাইলেই বিপরীত কর্মফল দিতে পারে না, যেটা ঈশ্বরের ধারণার বিপরীত। সুতরাং ঈশ্বরের ধারণাটা সঠিক হতে পারে না। মানুষ যেমন কল্পনা করেছে ধর্মে বর্ণিত ঈশ্বর তেমনই!

- **কারণ পদ্ধতি**

কোনো কিছুকে তার কারণ দিয়ে ব্যাখ্যা করাই উত্তম। ঈশ্বর মানুষ কেন সৃষ্টি করেছেন? মুসলিমরা বলে ইবাদাতের জন্য। তার মানে ঈশ্বর কারণ ছাড়া মানুষ সৃষ্টি করেননি। তার মানে ঈশ্বর চাইলেই সৃষ্টি করতে পারে না। সৃষ্টি করতে ঈশ্বরের কারণ লাগে, যা ঈশ্বরের অমুখাপেক্ষীতার বিপরীত।
আবার, ঈশ্বর ধারণাটা মানুষের সৃষ্টির শুরুর কারণ হিসেবেই মানুষের দ্বারাই সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করুক বা না করুক, মানুষের কারণেই ঈশ্বর ধারণার সৃষ্টি হয়েছে।

- **আরোহ পদ্ধতি**

আমরা যদি পৃথিবীর ৪০০০+ প্রচলিত ধর্মের মধ্যে অধিকাংশ ধর্মের ঈশ্বরের ধারণা ভুল প্রমাণ করতে পারি তাহলে আরোহ (ইন্ডাকশন) পদ্ধতি অনুযায়ী বলতে পারি সব ধর্মে প্রচলিত ঈশ্বরের ধারণাই ভুল। তুই মুসলিম ও খ্রিস্টানদের দেখবি পরস্পরের ঈশ্বরের ধারণাকে ভুল মনে করে। ঠিক যে ভিত্তিতে একজন ঈশ্বরে বিশ্বাসী তার ধর্ম ছাড়া অন্য সব ধর্মের ঈশ্বরের ধারণাকে ভুল বলে, ঠিক সে ভিত্তিতেই তার নিজের ধর্মের ঈশ্বরের ধারণাও ভুল। এভাবে প্রমাণ করা যায় সব ধর্মের ঈশ্বরের ধারণাই ভুল।

- **দয়ালু ঈশ্বর পদ্ধতি**

অধিকাংশ ধর্ম অনুযায়ী ঈশ্বর দয়ালু। এখন একটা অসহায় শিশু হত্যা কিংবা নিরীহ নারী ধর্ষিত হওয়ার সময় কি ঈশ্বর তাদের রক্ষা করে? কেন করে না? ঈশ্বর দয়ালু হলে তো অবশ্যই রক্ষা করতেন। ঈশ্বর দয়ালু, রক্ষা করতে চায় কিন্তু তাদের রক্ষা করতে পারে না, তাহলে ঈশ্বর অক্ষম। আবার ঈশ্বর রক্ষা করতে পারে কিন্তু করতে চায় না, তাহলে ঈশ্বর নির্দয়। অক্ষম বা নির্দয় কেউ কোনো ধর্মমতেই ঈশ্বর হতে পারে না। তাই ধর্মের দয়ালু ঈশ্বর ধারণাটাও ভুল এবং কাল্পনিক।

[১২]

অর্ক: এছাড়াও -

- **শয়তান তত্ত্ব**

ধর্মে বর্ণিত ঈশ্বর শয়তান/অশুরের জন্যেও যৌক্তিকতা হারায়। ঈশ্বর যাকে খুশি পথভ্রষ্ট করতে পারলে ধর্মগুলোতে শয়তান থাকার কারণ কি? ঈশ্বরের কি পথভ্রষ্ট করতে শয়তানের উপর নির্ভলশীল হতে হয়? আবার শয়তান যদি কাউকে পথভ্রষ্ট করতে পারে, তাহলে ঈশ্বর সর্বশক্তিমান হতে পারে না। তাই শয়তান ও সর্বশক্তিমান ঈশ্বর একই সঙ্গে থাকতে পারে না।

- **মন্দ কাজ তত্ত্ব**

প্রায় সব ধর্মই বিশ্বাস করে ঈশ্বর মন্দ কাজ করতে পারে না। কিন্তু ঈশ্বরের সংজ্ঞা অনুযায়ী ঈশ্বর সব পারে। মন্দ কাজ করতে না পারলে সেটা সীমাবদ্ধতা, আর সীমাবদ্ধতা থাকলে কেউ ঈশ্বর হতে পারে না।

সুরুজ: চাচ্চু, ধর্মের ঈশ্বর সবই কাল্পনিক বা মিথ্যা। কিন্তু ধর্মের বাইরে কোনো একজন ঈশ্বর কি থাকতে পারে না?

অর্ক: না, পারে না। যদিও সীমিত জ্ঞান দিয়ে ঈশ্বর থাকলেও তাকে সম্পূর্ণ জানা সম্ভব হতো না, তবুও সীমিত জ্ঞান দিয়েই ঈশ্বরের অস্তিত্বহীনতা বুঝতে পারা যায়। ঈশ্বরের চাক্ষুষ বা বাস্তব প্রমাণ নেই। জানা মহাবিশ্বের কোথাও ঈশ্বরের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। মহাবিশ্বের বেশিরভাগ অংশই আমাদের অজানা। সেখানে ঈশ্বর থাকার দাবি কেউ করতেই পারে! ধরে নিই, ঈশ্বর একজন আছেন। সংজ্ঞানুযায়ী ঈশ্বরই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বর যেহেতু সব কিছু সৃষ্টি করেছেন তাহলে ঈশ্বর নিজেকেও সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু কেউ নিজেকে সৃষ্টি করতে পারে না। তাই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা একজন ঈশ্বর থাকতে পারে না। এখন ধরে নিই, ঈশ্বর নিজেকে ছাড়া সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তাহলে ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্তা অন্য কেউ। যার সৃষ্টিকর্তা অন্য কেউ সে ঈশ্বর হতে পারে না। আবার, ধরে নিই, ঈশ্বর সৃষ্টি হননি। তার মানে তিনি অনাদিকাল থেকেই ছিলেন। তার আগে কিছুই ছিলো না। এ মতানুযায়ী কোনো কিছু সৃষ্টি না হয়ে অনাদিকাল থেকে থাকতে পারে। একই যুক্তিতে মহাবিশ্ব কেউ সৃষ্টি করেনি, মহাবিশ্ব অনাদিকাল থেকেই ছিলো, এটাও সম্ভব। তাহলে মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা থাকা নিষ্প্রয়োজন। অতএব, মহাবিশ্বের স্রষ্টা ঈশ্বর থাকাটা নিষ্প্রয়োজন।

এছাড়াও, ঈশ্বর কেউ আছে ধরে নিলেও, তাকে ডাকলে সে সাড়া দিতে পারে না। তাকে নিয়ে মন্দ কথা বললেও সে প্রতিবাদ করতে পারে না। তাকে চ্যালেঞ্জ করলেও সে সামনে আসতে

পারে না। কথা বলতে পারে না। তার মানে ঈশ্বর জড় পদার্থ অথবা নিম্ন শ্রেণীর জীব। কিন্তু জড় পদার্থ বা নিম্নশ্রেণীর জীব এত জটিল মহাবিশ্বের স্রষ্টা ঈশ্বর হতে পারে না!

অবশেষে আমরা বলতে পারি, ঈশ্বর নামে কারো অস্তিত্ব থাকতে পারে না।

সুরুজ: চাচ্চু, কিভাবে তুমি এত সুন্দর ব্যাখ্যা দিতে পারো? কি করলে আমিও তোমার মতো এমনভাবে বুঝতে পারবো?

অর্ক: বিজ্ঞান আর যুক্তি সম্বন্ধীয় বই পড়। বই তোকে চিন্তাশীল করে তুলবে। চিন্তাশীল না হয়ে (অন্ধ) বিশ্বাস থেকে মুক্তির উপায় নাই।

[১৩]

রাতে খেতে বসে সুরুজ তার মাকে বললো,
"মা, আমি মনে হয় নাস্তিক হয়ে যাচ্ছি!"

মা: এসব কি বলিস, বাবা? তুই ও কি তোর অর্ক চাচ্চুর মতো বিপথে যাচ্ছিস?

সুরুজ: মা, চাচ্চু বিপথে গেলো কোথায়? সে তো কোনো খারাপ কাজ করছে না?

মা: যে আল্লাহ আমাদের দয়া করে বানিয়েছে, সে দয়ালু আল্লাহকে অস্বীকার করা খারাপ কাজ নয়?

সুরুজ: মা, আমাদের যে আল্লাহ বানিয়েছে সেটা তো অপ্রমাণিত, শুধুমাত্র ধারণা। কিন্তু তুমি যে প্রায় দশমাস গর্ভে ধরে আমায় জন্ম দিয়েছ সেটা তো প্রমাণিত। আমি যদি তোমাকে মা হিসেবে অস্বীকার করি তবে সেটা অপরাধ হবে। কিন্তু যাকে দেখিনি, যার আমার পেছনে কোনো অবদান আছে বলে প্রমাণ নেই, তাকে অস্বীকার করা তো অপরাধ হতে পারে না!

মা: কিন্তু আল্লাহকে অবিশ্বাস করলে তো তোকে জাহান্নামে জ্বলতে হবে। কোনো মা ই চাইবে না তার আদরের সন্তান জাহান্নামে জ্বলুক।

সুরুজ: মা, তুমি আমাকে জাহান্নামে জ্বলতে দিতে চাও না। কিন্তু তুমি এটাও বিশ্বাস করো আল্লাহকে অবিশ্বাস করলে সে আমাকে জাহান্নামে জ্বালাবে! তাহলে আল্লাহ বেশি দয়ালু নাকি তুমি? আমি যদি তোমাকে মা না ডাকি, তোমার কথা না শুনি তুমি কি আমাকে আগুনে জ্বালাতে?

মা: এসব বলে না, বাবা! দশ মাস পেটে ধরেছি, কত কষ্ট করে ছোট থেকে বড় করেছি, তোকে আগুনে জ্বালানো দূরে থাক, আমি চাইবো আল্লাহ তোর বিপদ আমায় দিয়ে যেনো তোকে ভালো রাখে। আমার মাথার চুলের চেয়েও বেশি নেক হায়াত তোকে দেয়।

সুরুজ: মা, এসব কার কাছে চাইবে? ধরি, আল্লাহর কাছে। তুমিই ছোটবেলায় শিখিয়েছিলে,

"চিরসুখীজন ভ্রমে কি কখন
ব্যথিতবেদন বুঝিতে পারে।
কী যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে
কভূ আশীবিষে দংশেনি যারে।"

তোমার আল্লাহ তো কখনও সন্তান জন্ম দেয়নি, সে সন্তান জন্মদানের কষ্ট কিভাবে বুঝবে? তার তো সন্তান নাই, সে সন্তান শাস্তি পেলে মায়ের কি কষ্ট হয় সেটা কিভাবে বুঝবে?

মা: বাবা, তওবা কর। আল্লাহ যেন তোকে মাফ করে, হেদায়েত দেয়।

[১৪]

সুরুজের সবচেয়ে ভালো বন্ধু রবি। পুরো নাম রবিউল ইসলাম হলেও তাকে সবাই রবি নামেই ডাকে। প্রায় বিকেলেই রবি আর সুরুজ একসাথে ঘুরতে বের হয়। আজও ঘুরতে বেরিয়েছে। ঘুরতে ঘুরতে আসরের জামাতের সময় হয়ে এলো, রবি একটা মসজিদ দেখতে পেয়ে সুরুজকে বললো, "চল, জামাতে নামাজটা পড়ে আসি।"

সুরুজ: তুই তো জানিসই আমার ধর্মের ব্যাপারে অনেক প্রশ্ন আছে। প্রশ্নগুলো মাথায় নিয়ে শুধু শুধু লোক দেখানো নামাজ পড়ার ইচ্ছা আমার নেই।

রবি: তাহলে, তুই দাঁড়া। আমি নামাজটা পড়ে আসি।

সুরুজ মসজিদ থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে মোবাইলটা বের করে আইনস্টাইনকে নিয়ে একটা লেখা পড়তে লাগলো। লেখাটা পড়ে শেষ করার আগেই রবি নামাজ শেষ করে এসে পড়লো।

রবি: শুধু শুধু দাঁড়িয়ে ছিলি, নামাজটা পড়লেই তো পারতি। ক্ষতি তো হতো না?

সুরুজ: উপকারটাই বা কি হতো? জাকির নায়েকের মতো আবার ভং চং বলিস না!

রবি: জাকির নায়েকের কথা বাদই দিলাম। নামাজ মানুষকে অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে দূরে রাখে এটাতো কুরআনই বলে। আর নামাজ না পড়লে শাস্তি হবে, নামাজ পড়লে জান্নাতে যাওয়া যাবে।

সুরুজ: অনেক কথা বলেছিস। একটা একটা করে বলি। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া আমাদের ইউসুফ হুজুর কি বউ বাচ্চা থাকতেও অন্য নারীর সঙ্গে আপত্তিকর অবস্থায় ধরা পড়েনি? পাঁচওয়াক্ত নামাজ পড়া মাদ্রাসার হুজুর কি তার ছাত্রের সঙ্গে সমকামিতা করতে গিয়ে ধরা খায়নি? এমন বহু উদাহরণ তোর চোখের সামনেই পাবি। তাহলে কুরআন কি মিথ্যা নয়? আবার বললি, নামাজ না পড়লে শাস্তি হবে! কেউ নামাজ না পড়লে আল্লাহ কি তাকে শাস্তি দিতে বাধ্য? আর কেউ নামাজ পড়লে তাকে কি আল্লাহ বেহেশত দিতে বাধ্য?

রবি: তাদের নামাজ নিশ্চয়ই লোকদেখানো ছিলো বা নামাজে ত্রুটি ছিলো। এগুলো ব্যতিক্রম। আর আল্লাহ বাধ্য হবে কেন? আল্লাহ বলেছে নামাজ না পড়লে শাস্তি দিবে আর পড়লে জান্নাত দিবে। আল্লাহ প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না।

সুরুজ: কুরআনকে শুদ্ধ বানাতে না জেনেই বলে দিলি তাদের নামাজ লোক দেখানো বা ত্রুটিপূর্ণ ছিলো! এরপরও তো কুরআন ভুলই প্রমাণিত হয়। কুরআন বলেছে নামাজ মানুষকে অশ্লীলতা ও

খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। এটা তো বলেনি ত্রুটিপূর্ণ, লোক দেখানো ও কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া নামাজ মানুষকে অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে? আর আল্লাহ কি চাইলেও প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করতে পারে না? সে ক্ষমতা তার নাই?

রবি: কিন্তু কুরআনে তো ভুল থাকতে পারে না, হয়তো আমাদের বুঝতে ভুল হয়েছে। আল্লাহ চাইলে সব পারে, প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম ও করতে পারে।

সুরুজ: কুরআনে কেন ভুল থাকতে পারে না? কুরআন মানুষের লেখা হলে তো ভুল হওয়া স্বাভাবিক, যেহেতু মানুষ মাত্রই ভুল হয়। আর যদি ধরে নিই কুরআন স্রষ্টার লেখা,তাহলে কুরআনে ভুল না থাকার মানে দাঁড়ায় স্রষ্টা চাইলেও ভুল করতে পারে না, ভুল করতে অক্ষম। মানুষ স্রষ্টাকে নিজের মতো করে কল্পনা করতে গিয়ে তাকে অক্ষম বানিয়ে ফেলেছে। এখন ঈশ্বর যদি অক্ষম হয়, তাহলে সে ঈশ্বর হতে পারে না। আর যদি যা খুশি তাই করতে পারে, তাহলে তুই নামাজ পড়ার পরও তোকে দোযখে দিতে পারে আবার আমি নামাজ না পড়ার পরেও আমায় বেহেশত দিতে পারে। তাই যা খুশি তাই করতে সক্ষম ঈশ্বর থাকলে নামাজ পড়ে কোনো লাভ নেই।

রবি: দোস্ত, তুই তো আমাকে চিন্তায় ফেলে দিলি! তোর কথায় যথেষ্ট যুক্তি আছে। আমি এ ব্যাপারটা নিয়ে বিস্তারিত জেনে তোকে জানাবো।

[১৫]

পরদিন বিকেলে আবার সুরুজ ও রবি ঘুরতে বের হলো। আজ একটু আগেই বেরিয়েছে তারা। রবি বললো, "সুরুজ, তোর কথাগুলো নিয়ে আমি ভেবেছি, কয়েকজনের কাছে জানতেও চেয়েছি।"

সুরুজ: তা ভেবে কি পেয়েছিস? আর কি জানতে পারলি?

রবি: ডা. জাকির নায়েকের একটা লেকচার থেকে জানলাম যে আল্লাহ চাইলেই নিয়ম ভাঙতে পারে, কিন্তু তাঁর ইচ্ছা নিয়ম না ভাঙার তাই ভাঙে না।

সুরুজ: তা আল্লাহ যে চায় না, সেটা জাকির নায়েক জানলো কিভাবে? কেউ একটা রোবট বানালে সে রোবটের সবকিছু জানে, কিন্তু রোবটের পক্ষে রোবট নির্মাতা সম্পর্কে সবকিছু জানা সম্ভব না। আল্লাহ যদি স্রষ্টা হয়,তাহলে জাকির নায়েক সৃষ্টি হয়ে আল্লাহ কি চায় বা চায় না সেটা জানবে কিভাবে? এতেও কি প্রতীয়মান হয় না এই ভন্ডরা স্রষ্টাকে নিজের মতো করে বানিয়ে বর্ণনা করে?

রবি: এভাবে তো ভেবে দেখিনি।

সুরুজ: এটুকুও যদি না ভাবিস তাহলে তো অন্ধকারে থেকে যাবি! তোর কি মনে হয় আল্লাহ নিয়ম ভাঙতে পারে?

রবি: স্রষ্টা হলে তো পারার কথা!

সুরুজ: ঠিক বলেছিস। স্রষ্টা হলে পারার কথা। এখন যদি ধরি পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে ঘূর্ণায়মান হওয়াটা আল্লাহর নিয়ম। আল্লাহ সেটা পূর্ব থেকে পশ্চিমে ঘোরাতে পারে, তাহলে ঘোরাচ্ছে না কেন? আল্লাহ যদি এমন করতো অনেকেই স্রষ্টায় বিশ্বাস আনতো। আল্লাহ যেহেতু এমন করে না, তার মানে সে চায় না মানুষ স্রষ্টায় বিশ্বাস আনুক! আর যদি চায় কিন্তু না পারে তাহলে তো সে স্রষ্টা নয়।

রবি: আল্লাহ চায় না, তাই করে না এই কথাটায় তো যুক্তি আছে।

সুরুজ: ভুল বললি। এটা যুক্তি নয়, কুযুক্তি। পৃথিবীর সব অক্ষম এই বলে দাবি করতে পারে, আমি সক্ষম কিন্তু করছি না। আমি যদি বলি আল্লাহকে আমি মেরে ফেলতে পারি, তুই বিশ্বাস করবি?

রবি: মেরে দেখাও, তারপর বিশ্বাস করবো।

সুরুজ: আমি যদি বলি, পারি কিন্তু মারবো না এটা আমার ইচ্ছা! তখন কি বলবি? ঠিক এ কাজটাই জাকির নায়েক করেছে। কাল্পনিক আল্লাহর অক্ষমতা কুযুক্তি দিয়ে ঢাকতে চেয়েছে। আল্লাহ যে অক্ষম তার আরো প্রমাণ দিতে পারি!

রবি: কি প্রমাণ?

সুরুজ: আল্লাহ মরে গেছে, মরার আগে আমাকে বলে গেছে, "কুরআন আমার কথা নয়।"

রবি: বললেই হলো নাকি? প্রমাণ কি এটা আল্লাহ তোকে বলেছে?

সুরুজ: কুরআনে আছে, *"সে যদি আমার নামে কোনো কথা রচনা করতো, তবে আমি তাঁর ডান হাত ধরে ফেলতাম, অতঃপর কেটে দিতাম তাঁর গ্রীবা। তোমাদের কেউ তাকে রক্ষা করতে পারতে না।" (৬৯:৪৪-৪৭)*

এখন কুরআন যদি আল্লাহর কথা হয়, তাহলে এটা সত্য। ভেবে দেখ, তোরা সবাই মানিস মুহাম্মদ আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয়। সবচেয়ে প্রিয় মানুষকে যদি আল্লাহ গ্রীবা কাটতে পারে, তাহলে আমি যে একটু আগে আল্লাহর নামে একটা কথা রচনা করলাম আমার তো আরো ভয়ানক শাস্তি হওয়ার কথা,তাই না? কিন্তু, কিছু তো হলো না! এর মানে বুঝতে পারছিস? কুরআন স্রষ্টার বাণী নয়, মুহাম্মদের ভাঁওতাবাজি! কুরআন স্রষ্টার বাণী হলে হয় আমার গ্রীবা কাটা যেতো স্রষ্টার নামে কথা রচনার শাস্তি হিসেবে অথবা স্রষ্টা তার কথা পালনে অক্ষম। যেহেতু আমার গ্রীবাও কাটা যায়নি আর স্রষ্টা অক্ষমও হতে পারে না। অতএব, কুরআন স্রষ্টার বাণী নয়, মুহাম্মদের ভাঁওতাবাজি।

রবি: [হতাশ কণ্ঠে] এতদিন তাহলে অন্ধকারে ছিলাম?

সুরুজ: ইকামাত হচ্ছে মসজিদে। নামাজ পড়বি না?

রবি: কুরআন স্রষ্টার বাণী না হলে নামাজও তো ভুয়া! মনে এমন সন্দেহ নিয়ে নামাজ পড়ে কি হবে? চল, সামনে হাঁটি।

[১৬] - ডায়েরি পর্ব-১

আজ একটা বিষয় সুরুজকে খুব ভাবাচ্ছে। ছোট চাচ্চুর পরামর্শ অনুযায়ী সুরুজের মাথায় কোনো প্রশ্ন আসলে সেটা সুরুজ ডায়েরিতে লিখে রাখে। তাই আজও লিখতে বসলো।

"ঈশ্বর বলে কেউ কি আসলেই সর্বদ্রষ্টা হতে পারে? অন্তত ছোটবেলা থেকে যে ঈশ্বরের (আল্লাহ) কথা আমি জেনে এসেছি সে তো সর্বদ্রষ্টা হতে পারে না। আমার এমনটা মনে হওয়ার কারণ:

প্রথমত, ইসলাম ধর্মে মানুষের পাপ পূন্য দেখে লিপিবদ্ধ করার জন্য ফেরেশতা নিয়োজিত আছে! ঈশ্বর সর্বদ্রষ্টা হলে এমন ফেরেশতা নিয়োগের প্রয়োজন হতো কি?

দ্বিতীয়ত, ঈশ্বর সর্বদ্রষ্টা হলে মানুষের, প্রাণীদের যৌন মিলন, মলমূত্রত্যাগ করাও দেখেন! এমনটা কি ঈশ্বরের শোভা পায়?

তৃতীয়ত, ঈশ্বর সর্বদ্রষ্টা হলে সে খুন, ধর্ষণ, রক্তারক্তি, প্রতারণা সব দেখেন। এতসব দেখেও ঈশ্বর নিষ্ক্রিয় থাকতে পারতো কি? ঈশ্বর কি জড় পদার্থ?

চতুর্থত, ঈশ্বর সর্বদ্রষ্টা হলে তার মাথার চারপাশে চোখ থাকতে হবে! ঈশ্বর দেখতে এতটাই অদ্ভুত কি? মাথার চারপাশে চোখ থাকলেও সবকিছু একস্থানে (আরশে) বসে দেখা সম্ভব কি? ঈশ্বর কি শূন্য (সর্বত্র বিরাজমান) নাকি আরশে সমাসীন?

সক্রিয়, আরশে সমাসীন, নির্লজ্জ, ফেরেশতার উপর নির্ভরশীল কেউ সর্বদ্রষ্টা ঈশ্বর হওয়া সম্ভব কি?"

[১৭]- ডায়েরি পর্ব-২

আজ সুরুজের চাচ্চু ঢাকায় চলে গেছে। এইবার সুরুজ অনেক কিছুই চাচ্চুর থেকে জেনেছে। এবার তাই ডায়েরী নিয়ে বসেছে নিজেই ঈশ্বর ও ধর্মে অবিশ্বাসের কিছু যুক্তি লিখে রাখবে বলে! ডায়েরীতে লিখলো:

‘ভাষা বিষয়ক কিছু প্রশ্ন’

১। ঈশ্বর যদি একজন থেকে থাকতো এবং আদম হাওয়া থেকেই পৃথিবীতে মানুষের বসবাস শুরু হতো তাহলে পৃথিবীতে একটাই ভাষা থাকতো কিংবা একের অধিক ভাষা থাকলেও সেগুলোতে যথেষ্ট মিল খুঁজে পাওয়া যেতো কিন্তু বর্তমানে বিশ্বে প্রায় একশত ভাষা পরিবারের তিন হাজারের অধিক ভাষা প্রচলিত। এ ভাষাগুলোর মধ্যে কিছু ভাষার সঙ্গে অন্য ভাষার মিল নেই বললেই চলে। এ থেকে প্রমাণিত হয় আদম হাওয়া থেকে নয় পৃথিবীতে ভিন্ন কোনো পন্থায় মানুষের উদ্ভব ঘটেছে। আর এটাও প্রমাণিত হয় কোনো একক ঈশ্বর ভাষা শিক্ষা দেয়নি বরং মানুষ তার মনের ভাব প্রকাশের প্রয়োজনেই ভাষা তৈরি করেছে।

২। যদি ঈশ্বর একজনই থাকতেন তাহলে তার ধর্মগ্রন্থ এক ভাষাতেই হওয়ার কথা। কিন্তু ঈশ্বর বিভিন্ন ভাষায় ধর্মগ্রন্থ লিখেছে বলে দাবি করা হয়! একক ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণে সবকিছু থাকলে সবাইকে এক ভাষাভাষী না করে বিভিন্ন ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন ধর্মগ্রন্থ রচনা করাটা কি হাস্যকর নয়?

৩। ঈশ্বর সর্বজ্ঞ হওয়ার কথা। তাহলে সে যদি ধর্মগ্রন্থ পাঠাতেও চাইতো তাহলে সে জানতো কোন ভাষায় বেশি মানুষ কথা বলে, সে ভাষাতেই পাঠাতো! কিন্তু পৃথিবীতে ঈশ্বরের ধর্মগ্রন্থ হিসেবে দাবীকৃত গ্রন্থগুলো আরামিক, হিব্রু,আরবী, সংস্কৃতের মতো কম প্রচলিত বা অপ্রচলিত ভাষায় থাকাটা কি প্রমাণ করে না এগুলো কোনো সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের হতে পারে না?

[১৮]

সুরুজ আর রবির সঙ্গে পথে দেখা হয়ে গেলো সাজিদের। সাজিদ রবিকে বললো, "কিরে, নামাজের সময় নামাজ না পড়ে বাইরে ঘোরাঘুরি করিস কেন?"

রবি: নামাজ পড়তে তো মনোযোগী হওয়া লাগে। আমার মনে অনেক প্রশ্ন, এই অবস্থায় নামাজে মনোযোগ দিতে পারবো না। আর নামাজ পড়তেই বা হবে কেন?

সাজিদ: তুই কি মনে করিস কোনো উদ্দেশ্য বা কারণ ছাড়াই তোকে আল্লাহ বানিয়েছে?

রবি: সূরা এখলাস সত্য হলে তো আল্লাহ অমুখাপেক্ষী! তাহলে মানুষ বানাতে কারণের মুখাপেক্ষী হওয়া তার বৈশিষ্ট্যের বিরোধী।

সাজিদ: কিন্তু কুরআনে আল্লাহ স্পষ্ট বলেছে, "আমি জ্বিন ও মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছি শুধুমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য।"

এবার সুরুজ মুখ খুললো। কিছুটা হেসে বললো, "সাজিদ, তুমি নিজেই দেখো কুরআনের দুইটা আয়াত কতটা পরস্পরবিরোধী! অমুখাপেক্ষী কেউ কারণের মুখাপেক্ষী হতে পারে না, ইবাদত পাওয়ার জন্য জ্বিন ও মানুষের মুখাপেক্ষী হতে পারে না।"

সাজিদ: আল্লাহ কারণের মুখাপেক্ষী নন, মানুষেরও নন। শুধু মানুষকে তৈরির কারণ বোঝাতে তিনি এ কথা বলেছেন।

সুরুজ: কারণের মুখাপেক্ষী না, আবার কারণ বোঝাতে এমন বলেছেন, তোমার এই গোঁজামিলটা মেনেই নিলাম। তাহলে তুমি মানছো, আল্লাহর মানুষকে তার ইবাদাতের জন্যই বানিয়েছে। এখন আমাকে বলো, সব মানুষ কি আল্লাহর ইবাদাত করছে? তাহলে আল্লাহর উদ্দেশ্য কি ব্যর্থ নয়? একজন গবেষক ত্বক ফর্সা হওয়ার জন্য ক্রিম আবিষ্কার করলো কিন্তু সে ক্রিম অধিকাংশ মানুষের ত্বক ফর্সা করতে ব্যর্থ হলো। তাহলে সে গবেষক (বাণিজ্যিকভাবে) সফল না ব্যর্থ? এখন আল্লাহ ইবাদতের উদ্দেশ্যে মানুষ বানালো, অথচ ৮০% এরও বেশি লোক (অনেক মুসলিমও আছে) তার ইবাদত করে না! তাহলে কি আল্লাহ ব্যর্থ নয়? তাও আবার শুধুমাত্র ইবাদতের জন্যই বানিয়েছে। এখন তুমি কোনটা মেনে নিবে? কুরআনে ভুল আছে নাকি আল্লাহ ব্যর্থ নির্মাতা নাকি আল্লাহ বলে কিছু নেই?

সাজিদ: আমি রবির সঙ্গে কথা বলছিলাম! তুই মাঝখানে বাঁহাত ঢুকালি কেন? তোর সবকথার উত্তর আমি দিতে পারি তবে আমি যেহেতু তোর সঙ্গে যেছে কথা বলিনি, তাই তোর কথার উত্তর ও দিবো না। রবি, তোর সঙ্গে পরে কথা হবে।
[সাজিদের দ্রুতপদে প্রস্থান]

[১৯]

সাজিদ (পালিয়ে) গিয়ে তার আস্তিক গ্রুপের বিতার্কিক বন্ধু হাফিজকে গিয়ে ধরলো কিছু একটা করার জন্য। হাফিজ সগর্বে বলে উঠলো, "ঐরকম কত নাস্তিককে শায়েস্তা করেছি!"

হাফিজ সুরুজের সঙ্গে দেখা করতে এলো। এসেই বললো, "তুই নাকি আল্লাহকে ব্যর্থ, মুখাপেক্ষী বলেছিস?"

সুরুজ: হ্যাঁ, সেটা কুরআন থেকেই বলেছি। তা খবরটা কি তোমাকে আল্লাহ দিলো নাকি সাজিদ?

হাফিজ: যে ই দিক, তুই তো এমনটাই বলেছিস! তুই বলেছিস, আল্লাহ মানুষ বানাতে কারণের মুখাপেক্ষী। কিন্তু আল্লাহ মানুষ বানানোর কারণের মুখাপেক্ষী নন। তাই তার বৈশিষ্ট্যের বিরোধী ও হয় নাই!

সুরুজ: তাহলে তুমি বলতে চাও কুরআনে যে আয়াতে বলা হয়েছে মানুষ ও জীনকে কেবলমাত্র ইবাদতের জন্য বানানো হয়েছে সে আয়াতটা ভুল?

হাফিজ: জ্বিন ও মানুষের ইবাদত না পেলে তার যদি কোন ক্ষতি হত তখন তাকে মুখাপেক্ষী বলা যেত। যেহেতু তার কোন ক্ষতি হয় না সেহেতু ইবাদত পাওয়ার জন্য তিনি জ্বিন ও মানুষের মুখাপেক্ষী নন।

সুরুজ: কারণের মুখাপেক্ষীতার প্রসঙ্গ পাল্টাচ্ছিস কেন? আচ্ছা, ধরো তোমার শিক্ষক তোমাকে পড়াচ্ছেন, তুমি পড়ছো না, এতে তো শিক্ষকের ক্ষতি হচ্ছে না। তাহলে কি শিক্ষক অমুখাপেক্ষী? সে তোমাকে না পড়ালে তো তোমার শিক্ষকই হতে পারবে না! এখন আল্লাহ জ্বিন ও মানুষের ইবাদত না পেলে তার ক্ষতি হচ্ছে না, কিন্তু সে তো গর্ব/তৃপ্তি সহকারে বলতেও পারবে না যে সবাই তার ইবাদত করছে। তোমরা তো মানো অহংকার আল্লাহর বৈশিষ্ট্য, তাহলে মানুষ তার ইবাদত না করলে সবাই তার ইবাদত করে এ অহংকার তো সে করতে পারছে না! সবাই তার ইবাদত করে এ কথা বলে অহংকার করার জন্যে তো আল্লাহ মানুষের ইবাদতের মুখাপেক্ষী!

হাফিজ: তোর মাথায় মনে হয় গিলুর ঘাটতি আছে! আল্লাহ মানুষকে তার ইবাদতের জন্য বানিয়েছে স্বাধীনতা দিয়ে এ ব্যাপারটাও কি তুই বুঝিস না? আল্লাহ চান মানুষ তার প্রাপ্ত স্বাধীনতার অপব্যবহার না করে সদ্ব্যবহার করে তার ইবাদত করবে। স্বাধীনতা পেয়ে মানুষ আল্লাহর ইবাদত না করে উদ্দেশ্য ব্যর্থ করার ফলে মানুষই জান্নাত লাভে ব্যর্থ হবে। স্বাধীনতা যেহেতু মানুষই পেয়েছে তাই ব্যর্থতা বা সফলতা মানুষেরই প্রাপ্য। আল্লাহর কোনো ব্যর্থতা নেই।

সুরুজ: অনেক কথা একসঙ্গে বলেছ।
প্রথমত, আল্লাহ যদি সবকিছুর নিয়ন্ত্রক হয়, তাহলে মানুষ স্বাধীন হতে পারে না, যেহেতু তারও নিয়ন্ত্রক আল্লাহ। আবার মানুষ যদি স্বাধীন হয়, তাহলে আল্লাহ সবকিছুর নিয়ন্ত্রক হতে পারে না, যেহেতু মানুষ স্বাধীন/নিয়ন্ত্রণের বাইরে।
দ্বিতীয়ত, আল্লাহ চায় মানুষ স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করে ইবাদত করুক, অথচ মানুষ করে না। আল্লাহ কি অতি সাধারণ কেউ নাকি যে সে চাইবে, অথচ হবে না? আল্লাহ হও বললেই তো হয়ে যায়, চায় অথচ হয় না এটা কি আল্লাহর অক্ষমতা নয়?
তৃতীয়ত, স্বাধীনতা পেয়ে মানুষ আল্লাহর ইবাদত না করে উদ্দেশ্য ব্যর্থ করলে মানুষই জান্নাত লাভে ব্যর্থ হবে। তুমি কি বলেছ, সেটা ভেবে দেখেছ? মানুষ এতই স্বাধীন যে আল্লাহর উদ্দেশ্য ব্যর্থ করতে পারে? আল্লাহ কি এতই বোকা যে মানুষকে স্বাধীনতা দিয়ে নিজের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করবে?
চতুর্থত, স্বাধীনতা যেহেতু মানুষই পেয়েছে তাই সাফল্য ব্যর্থতা মানুষেরই প্রাপ্য। আল্লাহর কোনো ব্যর্থতা নেই! সাফল্য ব্যর্থতা মানুষের হলে আল্লাহর কি প্রয়োজন? ধরো তুমি তোমার ছোট ভাইকে একটা পিস্তল কিনে দিয়ে বললে যা খুশি সে তা দিয়ে তাই করতে পারবে, শুধু মানুষকে মারা ছাড়া। তোমার উদ্দেশ্য হলো, সে যেন কাউকে না মারে। এখন তোমার ছোট ভাই কাউকে মেরে ফেললে সেটা তোমার উদ্দেশ্যের ব্যর্থতা নয়? অস্ত্র ও স্বাধীনতা দাতা হিসেবে তুমিও কি দোষী নও? তাহলে মানুষ আল্লাহর দেয়া স্বাধীনতা পেয়ে ইবাদত না করলে আল্লাহ দোষী ও ব্যর্থ নয় কেন?

হাফিজ: আল্লাহর সৃষ্টি কোটি কোটি ফেরেশতার কোন স্বাধীনতা নেই। তারা আল্লাহর কোনো হুকুম অমান্য করতে পারে না। দেখেছ আল্লাহর সফল হওয়ার ক্ষমতা কত?

সুরুজ: আবারও প্রশ্নের জবাব না দিয়ে প্রসঙ্গ পাল্টালে তুমি! কথা হচ্ছিল জ্বীন ও মানুষ নিয়ে, তুমি ফেরেশতাকে টেনে নিয়ে এলে! আচ্ছা, কুরআনে আছে ফেরেশতাদের আদমকে সেজদা করতে বললে কেবল ইবলিশ অমান্য করলো। তার মানে কি ফেরেশতা হয়েও আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করতে পেরেছে ইবলিশ, তাই না?
আর, তুমি আল্লাহর ব্যাপারে যে দাবী করলে, অমন দাবি তো যে কেউ করতে পারে। আমি যদি বলি আমার লক্ষ কোটি ভংচং নামক প্রাণী আছে যাদের দেখা যায় না, তারা আমার অবাধ্য হতে পারে না। আমার ক্ষমতা কতো দেখেছ? তাহলে কি তুমি মেনে নিবে? দাবি করলে প্রমাণ দিতে হয়, আল্লাহ ও দেয়নি, আমিও দেব না, দুটো দাবিই ভিত্তিহীন।

হাফিজ: যাই হোক, আলোচনা থেকে বুঝা গেল আল্লাহ সফল নির্মাতা এবং আল্লাহ নামে এক মহান সৃষ্টিকর্তা অবশ্যম্ভাবী রূপে আছেন।

সুরুজ: আলোচনার কোন অংশ থেকে এটা বুঝে নিলে তুমি? আল্লাহর মানুষ বানানোর একমাত্র উদ্দেশ্য তার ইবাদত করা। এখন ৮০% এর বেশি মানুষ তার ইবাদত না করলে সে সফল নির্মাতা কিভাবে? ধরো, আমি শুধুমাত্র আলো দেওয়ার উদ্দেশ্যে ১০০টা বৈদ্যুতিক বাতি

বানালাম, তার মধ্যে ৮০ টাই আলো দিতে ব্যর্থ হলো! তাহলে আমি সফল নির্মাতা না ব্যর্থ নির্মাতা? আর, প্রমাণ ছাড়া কিভাবে বলো আল্লাহ নামে এক মহান সৃষ্টিকর্তা অবশ্যম্ভাবী রূপে আছেন? স্রষ্টা সম্পর্কে সম্পূর্ণ জানার ক্ষমতা কিংবা যতটুকু ধারণা করি তার সত্যতা যাচাইয়ের ক্ষমতা আমাদের না থাকা সত্ত্বেও তুমি কিভাবে স্রষ্টার নাম আল্লাহ আর তার অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী বলতে পারো?

হাফিজ: তুই কিভাবে বুঝবি? যারা স্রষ্টা আল্লাহকে খোঁজে না তারা তাঁর সন্ধান পাবে কিভাবে?

সুরুজ : তার মানে কি স্রষ্টা আণুবিক্ষনীক? তাকে পেতে হলে খুঁজতে হয়? স্রষ্টা থাকলেও আমি পাবো কিনা জানিনা তবে তুমি পাবে না! কারণ তুমি আগে থেকেই না জেনে নিশ্চিতভাবে তার নাম আল্লাহ ধরে নিয়েছ, তাকে নিজের মতো করে কল্পনা করে নিয়েছ, যা আমি করিনি।

হাফিজ: বলেছিলাম না, তোর মাথায় ঘিলু কম। এসব তোর মাথায় ঢুকবে না। যাই হোক, একটু কাজ আছে, আমায় যেতে হবে।
[হাফিজের প্রস্থান]

[২০]

গতকাল রাতে রবি 'প্যারাডক্সিকাল সাজিদ' বইয়ের একটা অধ্যায় পড়েছিল 'তাকদির বনাম ইচ্ছাশক্তি: স্রষ্টা কি এখানে বিতর্কিত?'। সুরুজের সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্রই সে জিজ্ঞেস করলো, "সুরুজ, তুই কি প্যারাডক্সিকাল সাজিদ পড়েছিস?"

সুরুজ: হ্যাঁ, পড়েছি। কেন?

রবি: সাজিদ যে শিক্ষকের ফলাফল সম্পর্কে ধারণা থেকে ভবিষৎবাণী করতে পারা এবং পরীক্ষায় কে কেমন করবে জানা সত্ত্বেও পরীক্ষা নেওয়ার উদাহরণ দিয়ে তাকদীর ও জান্নাত জাহান্নামের কথা ব্যাখ্যা করলো, এটা কি তোর কাছে একটুও যৌক্তিক মনে হয়নি?

সুরুজ: একদমই না।

রবি: কিন্তু কেন?

সুরুজ: দেখ, একটু পরে আমি তোকে হত্যা করবো কিনা এটা আমি তখনই বলতে পারবো যখন আমার নিজের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে। যদি আমার নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ না থাকে তাহলে আমি বলতে পারবো না কি করবো একটু পরে। তেমনিই যদি কোনো স্রষ্টা থাকে সে একমাত্র তখনই ভবিষ্যৎ বলতে পারবে, যখন সবকিছু তার নিয়ন্ত্রণে থাকবে। যদি নিয়ন্ত্রণে না থাকে সে কখনোই বলতে পারবে না কি ঘটতে যাচ্ছে। অতএব, আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে, স্রষ্টা সম্পূর্ণ ভবিষ্যৎ জেনে তাকদীর লিখলে সে অবশ্যই সর্বনিয়ন্ত্রক। এবার ভেবে দেখ, তোর নিয়ন্ত্রণ অন্য কারো হাতে থাকলে বিশ্বের কোনো আদালত কি তোকে অপরাধের জন্য শাস্তি দিবে নাকি তোর নিয়ন্ত্রককে শাস্তি দিবে? কিংবা তোর নিয়ন্ত্রিত রোবট কাউকে হত্যা করলে আদালত কি রোবটকে শাস্তি দিবে নাকি তোকে? অতএব, স্রষ্টা সর্বনিয়ন্ত্রক হলে অপরাধের শাস্তি কিংবা ভালো কাজের পুরস্কার তার প্রাপ্য, নিয়ন্ত্রিত মানুষের নয়। আরিফ আজাদ সাজিদের মাধ্যমে যে যুক্তি দিয়েছে তা নিছক কুযুক্তি ছাড়া কিছুই নয়। শিক্ষক ছাত্র জন্ম নেওয়ার পরপরই বলতে পারে না সে ছাত্র ভালো হবে না খারাপ হবে, বরং ছাত্রের দীর্ঘদিনের পারফরমেন্স দেখেই ধারণা করতে পারে অথচ স্রষ্টা তাকদীর জন্মলাভের পূর্বেই লিখে রাখে বলে দাবি করা হয়! এটাকে কুযুক্তি বলার আরেকটা কারণ শিক্ষক নিয়ন্ত্রক নন, পরীক্ষার খাতায় ছাত্র কি লিখবে না লিখবে তা নিয়ন্ত্রণ করে না অথচ স্রষ্টা সর্বনিয়ন্ত্রক একটি (কাল্পনিক) চরিত্র! আবার শিক্ষক নিতান্ত অসৎ না হলে কেউ কিছু না লিখলেও তার খাতায় লিখে দিয়ে তাকে এ প্লাস দিতে পারে না কিংবা কেউ খাতায় সব লিখলেও ফেল দিতে পারে না অথচ স্রষ্টা নাকি জান্নাত লিখে রেখেছে বলে অসৎ কাজ করার পরেও সৎ কাজ করিয়ে জান্নাতে দিয়ে দেয় আবার জাহান্নাম লিখে রেখেছে বলে সৎ কাজ করলেও পরে অসৎ কাজ করিয়ে জাহান্নামে দিয়ে দেয়! ব্যাপারটা একটা হাদীস বললে পরিস্কার বুঝতে পারবি,

> *"যায়দ ইব্নু ওয়াহ্ব (রাঃ) 'আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, সত্যবাদী হিসেবে গৃহীত আল্লাহর রসূল (সা:) আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, নিশ্চয় তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টির উপাদান নিজ নিজ মায়ের পেটে চল্লিশ দিন পর্যন্ত বীর্যরূপে অবস্থান করে, অতঃপর তা জমাট বাঁধা রক্তে পরিণত হয়। ঐভাবে চল্লিশ দিন অবস্থান করে। অতঃপর তা মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়ে (আগের মত চল্লিশ দিন) থাকে। অতঃপর আল্লাহ একজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন। আর তাঁকে চারটি বিষয়ে আদেশ দেয়া হয়। তাঁকে লিপিবদ্ধ করতে বলা হয়, তার 'আমল, তার রিয্ক, তার আয়ু এবং সে কি পাপী হবে না নেককার হবে। অতঃপর তার মধ্যে আত্মা ফুঁকে দেয়া হয়। কাজেই তোমাদের কোন ব্যক্তি 'আমল করতে করতে এমন পর্যায়ে পৌছে যে, তার এবং জান্নাতের মাঝে মাত্র এক হাত পার্থক্য থাকে। এমন সময় তার 'আমলনামা তার উপর জয়ী হয়। তখন সে জাহান্নামবাসীর মত আমল করে। আর একজন 'আমল করতে করতে এমন স্তরে পৌছে যে, তার এবং জাহান্নামের মাঝে মাত্র এক হাত তফাৎ থাকে, এমন সময় তার 'আমলনামা তার উপর জয়ী হয়। ফলে সে জান্নাতবাসীর মত' আমল করে। [সহীহ বুখারী, হাদিস নং ৩২০৮/৩০৯৭]*

বুঝলি তো ব্যাপারটা? নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক (ভুল ভ্রূণতত্ত্ব) হাদীস হলেও মুহাম্মদের কথা থেকে স্পষ্ট যে, যে যাই করুক তাই হবে যা স্রষ্টা লিখে রেখেছে। তাহলে মানুষকে জান্নাত, জাহান্নাম দেওয়ার কোনো যৌক্তিকতা আছে কি?

রবি: ব্যাপারটা অনেক পরিষ্কার হলো। আসলেই তো! কেউ সর্বনিয়ন্ত্রক না হয়ে স্রষ্টাও হতে পারে না, তাকদীর (ভবিষ্যৎ) ও লিখে রাখতে পারে না। আর যদি কেউ সবকিছুর পূর্ণ নিয়ন্ত্রক হয়, তাহলে তো সব দায় তারই!

সুরুজ: আর বইটির লেখক আরিফ আজাদ জীবনে কখনও কুরআন পড়েছেন কিনা আমার বইটি পড়ে সন্দেহ জেগেছে। পড়লে তিনি চরম ভন্ড বলেই বিষয়গুলো গোপন করেছেন। কেননা, কুরআন বলে,

আল্লাহর অনুমতি ছাড়া শয়তানও কাউকে ধোঁকা দিতে পারেনা (৫৮:১০)

আল্লাহই পথভ্রষ্ট করেন, সেটা কেউ ঠেকাতে পারে না (৪:৮৮, ৭:১৮৬, ১৬:৩৭, ৩০:২৯, ২:২৬, ৪:১১৫, ১৪:২৭, ৩০:২৯, ৪০:৩৩, ৪২:৪৪,৪৬)

শুধু তাই নয়, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন (৬:৩৯, ১৪:৪, ৩৫:৮, ২:১০৫, ২১৩, ২৭৫, ৬:৮৮, ১২৫, ৭:১৭৮, ১০:১০০, ১৬:৯৩, ১৭:৯৭, ১৮:১৭, ২২:১৮, ২৮:৫৬, ৩৯:২৩,৩৬,৩৭)

আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথ দেখান, পবিত্র করেন, হেদায়েত দেন (২:১৪২, ৪:৪৯, ২২:১৬)

আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন (৫:৪০, ১৭:৫৪, ২৯:২১, ২:২৮৪, ৩:১২৮, ১২৯, ৫:১৮)

আল্লাহ চায় না সবাই সুপথে চলুক (৬:১০৭, ৬:১১২, ১০:৯৯, ৭৪:৫৫,৫৬, ৬:৩৫, ১৩৭, ১৬:৯)

আল্লাহ ইচ্ছা করলেই সবাইকে সুপথে নিতে পারতেন কিন্তু নেন না কেননা তিনি জ্বিন ও মানুষ দিয়েই জাহান্নাম পূর্ণ করবেন (৩২:১৩-১৪)

কুরআনের এমন স্বেচ্ছাচারী বাণীর পরও কি তোর মনে হয় জান্নাত জাহান্নামে যাওয়ার জন্য মানুষ দায়ী হতে পারে? যদি আল্লাহ সর্বশক্তিমান স্রষ্টা হয়, মানুষ কি চাইলেই জান্নাত জাহান্নামে যেতে পারবে আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে?

রবি: দোস্ত, তুই তো দেখি কুরআন অনেক পড়েছিস! আফসোস, হুজুগে মুসলিমরা কুরআন না জানা ভন্ড আরিফ আজাদের কুযুক্তির জয় জয়কার করছে অথচ একবারও কুরআন, হাদীস পড়ে দেখলো না যে, কুরআন, হাদীসে ঠিক বিপরীত কথাগুলোই বলা আছে!

[২১]

সাজিদের পরামর্শ [আরিফ আজাদের বই পড়লে কেউ নাস্তিক থাকতে পারে না বলে চ্যালেঞ্জ করেছে সাজিদ] অনুযায়ী রবি আরিফ আজাদের কিছু লেখা পড়ছে। একটা লেখা পড়তে গিয়ে রীতিমতো অবাক হয়েছে। সে ব্যাপারেই কথা বলতে সুরুজের কাছে এসেছে। এসেই সুরুজকে বললো, "সুরুজ, আরিফ আজাদ কি পাগল?"

সুরুজ: কারো সম্পর্কে এমন বলতে নেই। কিন্তু হঠাৎ তুই এমন বলছিস কেন?

রবি: আরে বলিস না, গতকাল আরিফ আজাদের 'আরজ আলী সমীপে'র একটা লেখা পড়ে আমি নিশ্চিত হলাম হয় সে জ্ঞানহীন, নাহয় পাগল অথবা চরম ভন্ড।

সুরুজ: তা কোন অংশ পড়ে, কেন তোর এমন মনে হলো?

রবি: সে বইটির ২৬তম পৃষ্ঠায় সে বলেছে, মুহাম্মদের ঈমান ছিলো সবচেয়ে বেশি তারপরও তার ঘরে একদিন চুলা জ্বললে চারদিন জ্বলতো না, তাকে খেজুর পাতায় শুতে হতো! কোনো প্রকার রেফারেন্স ছাড়া বানানো গালগল্প লিখলো অথচ তার মাথায় একবারও আসলো না, মুহাম্মদ ১০+ বিয়ে করেছে, প্রতি বিয়েতে ৪০০+/- দিরহাম দেনমোহর দিয়েছে, প্রত্যেকটা বউকে আলাদা ঘর দিয়েছে, দাস দাসী রেখে তাদের ভরণপোষণ করেছে, দামী জামা পরতো, দামী সুগন্ধি ব্যবহার করতো। এতকিছুর পর মুহাম্মদ খেতে পেতো না এমন গালগল্প পাগল ছাড়া কেউ বলবে কি? আবার যদি ধরে নিই, মুহাম্মদ নিজেই খেতে পেতো না তাহলে এতগুলো বউকেও অনাহারে রাখতে হতো, সামর্থ্য ছাড়া এতগুলো বিয়ে করা কি মেয়েগুলোর উপর অত্যাচার নয়? আবার মুহাম্মদের কুরআন অনুযায়ী বিয়ে করলে আল্লাহ অভাব দূর করে দেওয়ার কথা। কুরআনে বলা হয়েছে,

> *"তোমাদের মধ্যে যারা আবিবাহিত (নরনারী), তাদের বিবাহ সম্পাদন কর এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎ -তাদেরও। তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদের অভাব মুক্ত করে দেবেন। আল্লাহ্ তো প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ"। (সূরা নূর:৩২)*

আরিফ আজাদ কি কখনও কুরআনের এ আয়াত পড়েনি? বিয়ে করার পরও যদি মুহাম্মদ অভাবগ্রস্ত থাকে তাহলে কুরআন নিশ্চিতভাবেই মিথ্যা হয়ে যায়। আরিফ আজাদ কি সেটা মেনে নিয়েছে?

সুরুজ: আরে বাহ, তোর দেখি অনেক উন্নতি হয়েছে। অনেক চিন্তাশীল ও যুক্তির কথা বলছিস। বল, শুনতে ভালোই লাগছে।

রবি: এরপর ২৭ পৃষ্ঠায় আরিফ আজাদ সহীহ মুসলিমের ২৯৫৬নং হাদীস উল্লেখ করে বলেছে,

'দুনিয়া মুমিনের জন্য জেলখানা, কাফেরদের জন্য জান্নাতের মতো।' এর ব্যাখ্যায় আরিফ আজাদ বলছে, জেলখানা কষ্টের জায়গা। তাহলে যারা কষ্টে নেই, সম্পদশালী (কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, তুরস্কের মানুষ) অথচ মুসলমান দাবি করে তারা প্রকৃত মুমিন নয়, কাফির? খলীফা উসমান আরিফ আজাদের মতে মুমিন হতে পারে না কেননা সে জীবনে জেলখানার মতো কষ্টে ছিলো বলে ইতিহাস বলে না!

আবার, আরিফ আজাদ বলছে জান্নাত আরামের জায়গা, যেখানে কষ্ট নেই, দুঃখ নেই, অভাব নেই। তাহলে, অমুসলিম দরিদ্র, দুঃখ, কষ্ট পীড়িত মানুষগুলো (টোঙ্গো, জামাইকা, কঙ্গো, লাইবেরিয়া, জিম্বাবুয়ে) সবাই মুমিন?

আরামে থাকলেই কাফের, কষ্টে থাকলেই মুমিন এমন ব্যাখ্যা আরিফ আজাদ পাগল না হলে বলতে পারতো?

সুরুজ: লোকটাকে আমার পাগল মনে হয় না, মনে হয় ভন্ড। সে যেহেতু এখন সুখেই আছে বই বিক্রি করে, মূর্খদের সেলিব্রিটি হয়ে, তাহলে তার ব্যাখ্যা অনুযায়ীই সে কাফের! আসলেই হাস্যকর ব্যাপারটা।

রবি: আবার সূরা আল আ'রাফের ১০৭ নাম্বার আয়াত উল্লেখ করে বলেছে, *"আর আমি (সঠিক অনুবাদ আমরা) পরীক্ষা করি সুখ এবং দুঃখ দিয়ে যাতে তারা ফিরে আসে।"* ব্যাপারটা হাস্যকর নয়? মুমিনরা কি ভুল পথে আছে যে তাদেরকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার জন্য পরীক্ষা করতে হবে? আর যদি পরীক্ষা কাফেরদের করা হয়, সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার জন্য তাহলে হাদীসটি ভুল, কেননা এ আয়াত অনুযায়ী কাফেরদের দুঃখ, কষ্ট দিয়ে পরীক্ষা করা হয়। এ আয়াত আরো বলে যে, তাদেরকেই পরীক্ষা করা হয় যারা ভুল পথে আছে (সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার জন্য)! আরিফ আজাদ এ আয়াতের অর্থ না বুঝে বা ভুল ব্যাখ্যা করে মুমিনদের জন্য পরীক্ষা বলে চালিয়ে দেওয়ার ভন্ডামী করেছেন!

এছাড়াও, আরিফ আজাদ বইটির ২৮তম পৃষ্ঠায় সূরা আল ইসরার (বনী ঈসরাইলের) ১ম আয়াত বলে যে আয়াত চালিয়ে দিয়েছে, তা আদৌ সূরা আল ইসরার (বনী ঈসরাইলের) ১ম আয়াত নয়, বরং ১৮ তম আয়াত।
আয়াতটি ছিলো, *"যে কেউ পার্থিব জীবন কামনা করে, আমি সেসব লোককে যা ইচ্ছা সত্বর দিয়ে দেই। অতঃপর তাদের জন্যে জাহান্নাম নির্ধারণ করি। ওরা তাতে নিন্দিত-বিতাড়িত অবস্থায় প্রবেশ করবে।"*

আচ্ছা আমরা যারা পার্থিব জীবনে সুখ কামনা করি তাদের কয়জন পাই? তাহলে এ আয়াতের সার্থকতা কোথায়? আবার আরিফ আজাদের মতে প্রাচুর্য দেখলে ঈমানদাররা ভয়ে থাকে, না জানি তার আখিরাতের হিসেব শূন্য হয়ে গেলো! এমন কোনো মুমিন আছে কি যে কিনা যা চায়, তা পেলে খুশি না হয়ে, ভয়ে থাকে? যদি না থাকে তাহলে পৃথিবীতে মুমিনই নাই!

সুরুজ: লেখক আরিফ আজাদের কথাই ভেবে দেখ! সে একখানা বই লিখে বিক্রি ভালো হওয়ায় এ আশঙ্কা করেনি যে তার পরকাল শূন্য হয়ে যায় কিনা বরং সে লোভে আরেকটা বই লিখেছে যেনো আরো কিছু টাকা ও (মূর্খদের) জনপ্রিয়তা পায়! তার লেখা অনুযায়ীই সে মুমিন হতে পারে না। এমন ভন্ড, ধর্মীয় জ্ঞানহীন/জ্ঞানপাপী, ধর্মব্যবসায়ীদের নিয়ে আলোচনা করাটাই বৃথা।

রবি: কিন্তু, এদের ভন্ডামোর মুখোশ খুলে না দিলে তো মানুষকে এরা ধোঁকা দিয়ে ব্যবসা করেই যাবে!

সুরুজ: মুসলিমরা যতদিন কুরআন, হাদীস পড়ে, সেসব নিয়ে মুক্তমনে ও নিরপেক্ষভাবে না ভাববে, ততদিন অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্ত হতে পারবে না। আর সেই অন্ধবিশ্বাসকে পুঁজি করে এসব ভন্ডরা ধোঁকা দিয়ে যাবে।

[২২]

সুরুজদের এলাকায় ইদানীং তাবলীগের উৎপাত বেড়ে গেছে। বিকেলে সুরুজ আর রবিকে পেয়ে ধরে বসলো কিছু হেদায়াতের কথা শোনার জন্য। শুধুমাত্র এরা কি বলে তা শোনার জন্যই সুরুজ আর রবি সম্মত হলো তাদের কথা শুনতে। তাবলীগ গ্রুপটির নেতা বললো,"বলেন তো আমরা কি?"

সুরুজ : আমরা মানুষ।

তাবলীগ নেতা: মানুষ ঠিক আছে, কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা আমরা মুসলমান। এটা আল্লাহর অনেক বড় নেয়ামত।

রবি: হুজুর, একটু বুঝিয়ে বলবেন? (কি বলে শোনার জন্যই রবি এমনটা বললো)

তাবলীগ নেতা: একজন সাধারণ মানুষ ভালো কাজ করলেও শুধু মুসলিম না হওয়ার জন্য তার সব ভালো কাজ বিফলে যাবে। অথচ মুসলিমরা নিয়ম মেনে ঘুমালেও নেকি পায়, মুসলমানদের নিয়ম মানা প্রতিটি কদমে কদমে শত শত নেকি।

সুরুজ: হুজুর, আপনার কথাটা শুনে দুইশত ভালো লাগলো।

তাবলীগ নেতা: দুইশত ভালো লাগলো মানে?

সুরুজ: আগে আপনি বলুন, শত শত নেকি কিভাবে হিসেব করেন? নেকি দেখতে কেমন? এক নেকির ওজন কত গ্রাম, আয়তন কত?

তাবলীগ নেতা: তুমি কি পাগল নাকি? নেকি আর ভালো লাগা এক হলো? এ পৃথিবীর সবচেয়ে জ্ঞানী (যার জ্ঞানের সমুদ্রের তুলনায় আমাদের জ্ঞান সমুদ্রে সুঁচ ডুবিয়ে উঠালে যতটুকু পানি উঠে তার চেয়েও কম) হযরতে আহমদে মোস্তফা, মুহাম্মদে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছে নেকি গণনা করা যায়, আর তুমি সেদিনের ছেলে নির্বোধের মতো সেটা ভুল বলছো?

সুরুজ: হুজুর, ভালো লাগা আর নেকি বা পূন্য দুটোই এবস্ট্রাক্ট ধারণা, এগুলো গণনা করা যায় না। যেমন আমি আপনাকে ৩০০ ভালোবাসি, ৫০০ ঘৃণা করি, আপনি ৫০০ খারাপ বলাটা হাস্যকর, তেমনি শতশত নেকি ব্যাপারটাও তো হাস্যকর!

তাবলীগ নেতা: (মনে মনে বলল, কি সব এবসটারাকট না কি কইলো, বুঝলামই তো না!) বললাম না, রাসূল (সা:) এর তুলনায় তোমার জ্ঞান এককোটি ভাগের একভাগ ও না।

সুরুজ: হুজুর, বিলিয়ন ট্রিলিয়ন ভাগের একভাগও না। কেননা মুহাম্মদ জানতোই না কোটির ওপরেও কিছু হতে পারে।

তাবলীগ গ্রুপটির একজন বলে উঠলো, কতো বড় বেয়াদব, নবীরে নাম ধইরা ডাকে!

সুরুজ: আল্লাহরে নাম ধরে ডাকা গেলে, মুহাম্মদকে যাবে না কেন? মুহাম্মদ কি আল্লাহর চেয়েও বড়?

ঐ লোক জবাব দিলো, আল্লাহরে যা খুশি ডাকা যায়, তবে আমার নবীরে আরেকবার অপমান করলে কিন্তু তোর খবর আছে।

সুরুজ: তাহলে আপনি স্বীকার করছেন, নবী আল্লাহর চেয়েও বড়! (মনে মনে বললো, বড় হবে না কেন, মুহাম্মদ ই তো আল্লাহ নামক কাল্পনিক চরিত্রের স্রষ্টা!)

গ্রুপের আরেকজন বলে উঠলো, "হুজুর বাদ দেন, আজকালকার পোলাপানগুলা বলগ-টলগ পইড়া উল্টাপাল্টা শেখে। এদের অন্তরে আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছে এটা তো কুরআনেই আছে, এদের বুঝিয়ে কাজ নেই।"

এই বলে তাবলীগ গ্রুপটি চলে গেলো।

রবি: আচ্ছা, এরা যদি মনেই করে, আল্লাহ আমাদের অন্তরে মোহর মেরেছে, তাহলে এরা আল্লাহর মারা মোহর খোলার সাহস পায় কিভাবে? আবার কেউ যখন এদের কথায় গলে গিয়ে চিল্লায় যায়, ধর্মে ফিরে যায়, তখন তাদের মনে প্রশ্ন জাগে না যে আল্লাহ কেমন মোহর মারলো যে তারা সেটা খুলে ফেলল?

[২৩]

খুব স্বাভাবিকভাবেই ধর্ম কর্ম পালন না করাটা মেনে নিলেও মুসলিম সমাজে নাস্তিকতা মেনে নেওয়া হয় না। তাই সুরুজকে নিয়ে তার বাবা, মা, চাচা সবাই চিন্তিত। সুরুজকে সুপথে (তাদের মতে ইসলাম) আনতে নিজেরা অনেক চেষ্টার পরেও ব্যর্থ হয়ে 'ডাবল স্ট্যান্ডার্ড' লেখক শামসুল আরেফিনের কাছে সুরুজকে নিয়ে যাওয়া হলো। সুরুজ লোকটার বই পড়েছে, তাই সে এই ভেবে নিশ্চিন্ত হলো যে, যার সঙ্গে তাকে কথা বলতে হবে সে কি কি যুক্তি দিতে পারে সে ধারণা সুরুজের আছে। সুরুজ তাকে দেখেই বললো, "আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক।"

শামসুল আরেফিন (শাআ): ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছো?

সুরুজ: ভালো, তবে আমি আপনাকে বাংলায় অভিবাদন জানালাম, আর আপনি আরবিতে কেন?

শাআ: এটাই ধর্মের নিয়ম। রাসূল (সা:) এভাবেই সালামের জবাব নিতেন। আর তাঁকে অনুসরণ করা মুমিন হিসেবে আমার কর্তব্য কেননা তিনি আমাদের আদর্শ।

সুরুজ: আদর্শ মেনে অনুসরণ করলে সম্পূর্ণ করেন, মুহাম্মদ যে ভাষায় কথা বলতো আপনি তাহলে সে ভাষায় কথা বলছেন না কেন? কেনই বা ৪০ বছরের বিধবা, ৬ বছরের শিশু বিয়ে করছেন না? কেনই বা দাসী রেখে তার সাথে শারীরিক সম্পর্ক করছেন না?
শাআ: তুমি প্রসঙ্গ পাল্টাচ্ছো, সালাম নিয়ে কথা হচ্ছিল। তুমি অন্যগুলো আনছো কেন?

সুরুজ: আপনি নিজেই বলেছেন আপনি আরবিতে সালাম নেওয়ার কারণ মুহাম্মদকে আদর্শ হিসেবে অনুসরণ। তাই প্রাসঙ্গিকভাবেই সম্পূর্ণ অনুসরণের কথা এসেছে। যাই হোক, আপনি বলুন তো সালাম দেওয়ার উদ্দেশ্য তো শান্তি কামনা, সৌহার্দের সম্পর্ক সৃষ্টি, সেটাতো বাংলাতে বললেও হচ্ছে।

শাআ: ভাষার চেয়ে বড় হচ্ছে ধর্মের বিধান মেনে চলা। সালাম আরবিতে দেওয়া নেওয়াই ধর্মের নিয়ম।

সুরুজ: কিন্তু মাতৃভাষায় সালাম দেয়া নেয়া তো অধিক যুক্তিযুক্ত। মুহাম্মদও তার মাতৃভাষায় সালাম দেয়া নেয়া করতো। তাকে অনুসরণ করলে তো আপনার উচিত বাংলায় সালাম দেয়া নেয়া করা। কিন্তু আপনি করছেন উল্টোটা।

শাআ: ইসলামের সবকিছুকে যুক্তি দিয়ে বিচার করা ঠিক নয়। ইসলামে সবচেয়ে বড় হলো প্রশ্ন ছাড়াই বিশ্বাস করা।

সুরুজ: তার মানে তো দাঁড়ায় ইসলাম মানেই অন্ধবিশ্বাস। তাহলে আপনার কাছে আমাকে কেন নিয়ে আসা হলো? একদিকে আপনি স্বীকার করে নিচ্ছেন ইসলাম হলো প্রশ্ন ছাড়াই বিশ্বাস আবার আমাকে যুক্তি দিয়ে ইসলাম বোঝাতে চান। আপনার কাছে ইসলামের স্ট্যান্ডার্ড কি প্রশ্ন ছাড়াই বিশ্বাস নাকি যৌক্তিক বিশ্বাস? আপনি নিজেই কি 'ডাবল স্ট্যান্ডার্ড'বাজি করছেন না? আবার, মুহাম্মদকে আদর্শ বলে তাকে সম্পূর্ণ অনুসরণ করেন না, যেটুকু করেন সেটুকুও উল্টো!

[টেবিলে রাখা পানির গ্লাস তুলে নিয়ে একবারেই সম্পূর্ণ পান করলেন শামসুল আরেফিন সাহেব। বুঝতে পারলেন ছেলেটা (সুরুজ) যে সে নয়!]

শাআ: আমায় এখন চেম্বারে যেতে হবে। তোমার সঙ্গে আরেকদিন কথা হবে।

সুরুজ: তাহলে, আমি আজকের মতো চলে যাচ্ছি। আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

শাআ: তোমার উপরও শান্তি বর্ষিত হোক।

[২৪]

শামসুল আরেফিন সাহেবের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাউকে সঠিক পথে (তার মতে ইসলাম) ফিরিয়ে আনা। তাই তিনি সুরুজকে আবার ডেকে নিলেন। এবার নিজেই প্রথমে সুরুজকে দেখে বললেন, "তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হউক। কেমন আছো?"

সুরুজ: আপনার ওপরও শান্তি বর্ষিত হোক। আমি ভালোই আছো, আপনি?

শাআ: সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার, ভালো।

সুরুজ : আপনার এ ব্যাপারটা আমার ভালো লাগলো। আপনি অযৌক্তিক বিধায় আরবিতে সম্বোধন করেননি। তবে এখানেও আপনি 'ডাবল স্ট্যান্ডার্ড'বাজি করলেন। অযৌক্তিক জানা সত্ত্বেও নামাজ তো আরবিতেই পড়বেন!

শাআ: দেখো, নামাজটা আরবিতে পড়ার পেছনে কারণ আছে। ধরো একটা দেশে তুমি ঘুরতে গিয়েছ, সেখানে গিয়ে দেখলে তারা তাদের মাতৃভাষায় নামাজ পড়ছে। কিন্তু তুমি তো সে ভাষা বুঝবে না! সেজন্যই একটি অভিন্ন ভাষায় নামাজ পড়া প্রয়োজন, যেনো সবাই বুঝতে পারে ইমাম কেরাতে কি পড়ছে!

সুরুজ: তাহলে আপনি বলতে চাইছেন, সবার বোধগম্য হওয়ার জন্যই নামাজ আরবিতে পড়া হয়। কিন্তু আরবির চেয়ে তো ইংরেজিতে পড়লে অধিকাংশ মানুষের জন্য সুবিধা হবে। এমনটা হলে কেরাত ও কমান্ড ব্যতীত অন্যসব তো আরবিতে পড়ার প্রয়োজন নেই, তবুও আরবিতে পড়েন কেন? আবার, একটা মসজিদে দুই একজন বিদেশি থাকলেও অধিকাংশই সে দেশের লোক থাকে। আরব দেশগুলো ছাড়া অন্যান্য দেশের অধিকাংশ মানুষই আরবি জানেনা। তাহলে সংখ্যাগুরুকে অসুবিধায় ফেলে সংখ্যালঘুকে সুবিধা দেওয়াকে কি আপনি যুক্তিযুক্ত মনে করেন?

শাআ: কিন্তু বিদেশি একজন হলেও তাকে কেরাত বোঝার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। অধিকাংশ লোককে সুবিধা দিতে একজনের কেরাত বোঝার অধিকার তো আপনি কেড়ে নিতে পারেন না! সবক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠকেই সুবিধা দিতে হবে এমনতো নয়! দশজন চোর মিলে একজন একা মানুষের ঘরে চুরি করলে কি তুমি চোরদের সুবিধা বিবেচনা করবে?

সুরুজ: যদি সবার বোধগম্য হওয়াই আরবিতে নামাজ পড়ার কারণ হয়, তাহলে যে মসজিদে কোনো বিদেশি নেই, সেখানে কি বাংলায় পড়া অধিক যুক্তিযুক্ত নয়? আবার, আপনি বলছেন সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেই যে তাদের সুবিধা দিতে হবে এমন নয়, তাহলে আপনারা ৯০% মুসলিমের (যদিও হিসেবে আরো কম) দেশ যুক্তিতে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম দাবি করেন কেন? সংবিধানে বিসমিল্লাহ লিখতে বলেন কেন? এগুলো কি যারা ইসলাম বিশ্বাস করে না তাদের অধিকার হরণ/তাদের প্রতি জুলুম (অত্যাচার) নয়?

শাআ: তুমি বড্ড বেশি প্যাঁচাও।

সুরুজ : আমি শুধু আপনার 'ডাবল স্ট্যান্ডার্ড'বাজি দেখিয়ে দিচ্ছি।

[২৫]

শামসুল আরেফিন : আচ্ছা, সুরুজ তোমার কি মনে হয় এই যে শতকোটির বেশি মুসলমান, এরা সবাই কি ভুল পথে আছে?

সুরুজ: তার আগে আপনি বলুন, আপনার মতে মুসলমানের চেয়েও বেশি সংখ্যক খ্রিষ্টান কি সঠিক পথে আছে?

শাআ: না, অবশ্যই তারা ভুল পথে আছে।

সুরুজ: তাহলে সংখ্যাগরিষ্ঠতা কখনওই ভুল বা সঠিকের মাপকাঠি হতে পারে না!

শাআ: কিন্তু শতকোটি খ্রিষ্টান, মুসলমান সবাই তো এক স্রষ্টায় বিশ্বাস করে। কিন্তু স্রষ্টায় অবিশ্বাসীদের সংখ্যা সে তুলনায় অনেক কম!

সুরুজ: আপনি কি তাহলে সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে স্ট্যান্ডার্ড ধরছেন?

শাআ: সেটা তো ধরা যেতেই পারে। শত কোটি মানুষ একটা ভুল বিষয়ে একমত হতে পারে না!

সুরুজ: মুসলিমরা ছাড়া অন্য সকল ধর্মই ইসলামকে ভুয়া ও মিথ্যা ধর্ম মনে করে। আপনার মতে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ যেহেতু ভুল বিষয়ে একমত হতে পারে না, তাহলে আপনার ধরা স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী ইসলাম ভুয়া ও মিথ্যা ধর্ম! এটা কি মানবেন?

শাআ: এ পৃথিবীর সবাই যদি আল্লাহকে অস্বীকার করে, তবুও আল্লাহ, ইসলাম সত্য। একটা সত্যকে বেশিরভাগ লোক মিথ্যা বললেই সেটা মিথ্যা হয়ে যায় না!

সুরুজ: আপনি তাহলে এখন সংখ্যাগরিষ্ঠতা নয় আপনার বিশ্বাসকেই স্ট্যান্ডার্ড ধরছেন! এই যে আপনি নিজেই 'ডাবল স্ট্যান্ডার্ড'বাজি করছেন, আপনি কিভাবে অন্যদের ডাবল স্ট্যান্ডার্ড নিয়ে বই লেখেন। আগে নিজে বদলান, পরে অন্যদের বদলাবেন।

[২৬]

সুরুজের সহপাঠিনী জ্যোতি। ক্লাসে অন্য যেকোনো মেয়ের চেয়ে সুরুজের সাথে একটু বেশিই ঘনিষ্ঠ। কিছু একটা বলতে চায় কিন্তু বলতে পারে না। আজ বলবেই বলে সিদ্ধান্ত নিলো জ্যোতি। সুরুজের কাছে এসে বললো, "এই সূর্য।"

সুরুজ: বলো, কি বলবে!

জ্যোতি : তোমার সবকিছুই আমার ভালো লাগে একটা ব্যাপার ছাড়া!

সুরুজ: কোন ব্যাপারটা ছাড়া?

জ্যোতি : এই যে তুমি ধর্মে বিশ্বাস করো না!

সুরুজ: আচ্ছা, আমি তো ভূতের মন্ত্রেও বিশ্বাস করি না, সেটা তোমার খারাপ লাগে না?

জ্যোতি : বারে! ভূত বলতে তো কিছু নেই। যা নেই তার মন্ত্রে বিশ্বাস না করা খারাপ হতে যাবে কেন?

সুরুজ : প্রায় সব ধর্মই তো ঈশ্বরের ধর্ম বলে দাবি করে। যখন ঈশ্বরই নেই, তাহলে ঈশ্বরের ধর্মে বিশ্বাস না করা কেন খারাপ হবে?

জ্যোতি : ঈশ্বর আমাদের ধারণার বাইরে। তাই ঈশ্বর থাকা, না থাকা নিয়ে তর্ক করে লাভ নেই। কিন্তু থাকলে তো তার ধর্ম না মানার জন্য তুমি বিপদে পড়বে!

সুরুজ: জ্যোতি, ধরেই নিলাম ঈশ্বর আছেন। কিন্তু সে ঈশ্বরের ধর্ম যে কোনটা সেটা তো আমরা জানতে পারি না! কিন্তু প্রচলিত ধর্মগুলো যে ঈশ্বরের ধর্ম নয় সেটা বলতে পারি।

জ্যোতি : ঈশ্বরের ধর্ম কোনটা সেটা না জেনে কিভাবে কোনো ধর্মকে ঈশ্বরের নয় বলবে?

সুরুজ: ধর, বাংলাদেশে দশটা বড় (জনসংখ্যায়) গোষ্ঠী দশজন আলাদা আলাদা ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী মানে, এবং প্রত্যেক গোষ্ঠী তাদের প্রধানমন্ত্রীকে বাংলাদেশের প্রকৃত প্রধানমন্ত্রী দাবি করে। এমন যদি চলতে থাকে তাহলে যে কেউই বুঝবে বাংলাদেশে কোনো প্রকৃত প্রধানমন্ত্রী নেই বলেই এতজন প্রধানমন্ত্রীর দাবিদার। কিন্তু বাংলাদেশে যদি সাংবিধানিক প্রধানমন্ত্রী থাকেন, তবে নিশ্চয়ই তিনি অন্য প্রধানমন্ত্রী (ভুয়া) দাবি করা লোকদের কঠোর হস্তে দমন করবেন। একটি দেশে সংবিধান থাকলে, সে সংবিধান অনুযায়ী দেশে একজনই প্রধানমন্ত্রী থাকেন। তেমনিই মহাবিশ্বের স্রষ্টার (ধরে নিলাম) কোনো নির্দিষ্ট ধর্ম থাকলে তিনি নিজেই অন্য

ধর্মগুলোকে বিলুপ্ত করে দিতেন। কিন্তু পৃথিবীতে বহু ধর্ম বিদ্যমান যা থেকে বোঝা যায়, ঈশ্বরের কোনো ধর্ম নেই এবং পৃথিবীর প্রচলিত কোনো ধর্মই ঈশ্বরের ধর্ম নয়।

জ্যোতি : কিন্তু এমনওতো হতে পারে, ঈশ্বরের ধর্ম একটাই, আর অন্য ধর্মগুলো রেখেছেন আমাদের পরীক্ষার জন্য!

সুরুজ : আচ্ছা, ধরলাম একটা ধর্ম সঠিক। এখন কেউ না কেউ তো সে ধর্মীয় পরিবারে জন্মগ্রহণ করে, সে ধর্মের শিক্ষা ছোটবেলা থেকেই পায়! এটা কি পক্ষপাতিত্বমূলক বাড়তি সুবিধা নয়? আবার যদি ধরে নিই, পাপুয়ানিউগিনির একটা ধর্মই সত্য ধর্ম, এখন পৃথিবীর অধিকাংশ লোক তো সে ধর্ম সম্পর্কে জানতেই পারলো না! এটা কি না শিখিয়েই পরীক্ষা নেয়ার মতো নয়? বিশ্বের সব ধর্ম সম্পর্কে কেউ জানলেও সবগুলো ধর্ম যাচাই করে সঠিক ধর্ম বের করতে আজীবন চলে যাবে, ধর্ম পালন করবে কখন?

জ্যোতি : মানছি, তোমার কথায় যুক্তি আছে। তবুও কেন জানিনা মনে হয়।

সুরুজ: যে সংকীর্ণতা আর অন্ধবিশ্বাসের মধ্যদিয়ে আমরা বড় হয়েছি, সেগুলো কাটিয়ে ওঠা এত সহজ নয়। যে পাখির জন্ম, বেড়ে ওঠা খাঁচার মধ্যে, উড়বার মতো সহজতম কাজটিও তার জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

[২৭]

জ্যোতি : আচ্ছা, সুর্য। প্রত্যেক জীবই তো মারা যায়, তাই না? কুরআনও তো একই কথা বলে। যদি এটা মিথ্যা প্রমাণ করতে পারো তাহলে মেনে নিবো কুরআন ভুল!

সুরুজ : ধরে নিলাম, এ কথাটি সত্য। তাহলে জীব মাত্রই মারা যাবে এটা সত্য তাই না?

জ্যোতি : অবশ্যই।

সুরুজ: ধরো, একটা কক্ষে একটা মূর্তি আর একটা মানুষ আছে। এখন বলো তো মূর্তিটা মানুষকে বানিয়েছে নাকি মানুষটা মূর্তিকে বানিয়েছে!

জ্যোতি : কি হাস্যকর প্রশ্ন! অবশ্যই মানুষটি মূর্তিকে বানিয়েছে!

সুরুজ: মূর্তি মানুষকে বানাতে পারবে না কেন?

জ্যোতি : মূর্তি জড় পদার্থ! আর জড় পদার্থ কখনওই জীবকে বানাতে পারে না!

সুরুজ: তুমি কি এ ব্যাপারে নিশ্চিত?

জ্যোতি : অবশ্যই।

সুরুজ: তাহলে, আমরা যেহেতু জীব, আমাদের কোনো স্রষ্টা থাকলেও তিনি জড় হতে পারেন না!

জ্যোতি : একদম তাই।

সুরুজ: তাহলে, আমাদের স্রষ্টা থাকলে সে নিশ্চয়ই জীব!

জ্যোতি : আশ্চর্য! জড় না হলে তো জীবই হবে!

সুরুজ: এখন স্রষ্টা যদি জীব হয় আর কুরআন যদি সত্য হয় তাহলে স্রষ্টাও মারা যাবে। আর স্রষ্টা সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে জানা যেহেতু সম্ভব না, তাই আমরা জানি না স্রষ্টা জীবিত আছে কিনা! কিন্তু স্রষ্টার প্রতিক্রিয়াহীনতা তার মৃত্যুকেই প্রকাশ করে। তাহলে ঈশ্বর মৃত বলেই আমরা ধরে নিতে পারি। সুতরাং ঈশ্বরের আরাধনার নামে যা করা হচ্ছে সেগুলো মূর্খতা অথবা ভন্ডামো।

জ্যোতি : ঈশ্বর অমর, তাঁর মৃত্যু নাই!

সুরুজ: ঈশ্বর অমর ও কুরআন সত্য হলে ঈশ্বর জীব হতে পারে না, কিন্তু জড় পদার্থ স্রষ্টা হওয়াটা হাস্যকর। আবার ঈশ্বর জীব হওয়া সত্ত্বেও অমর হলে কুরআন অবশ্যই মিথ্যা। কোনটা মেনে নিবে? কুরআন ভুল নাকি আল্লাহ জড় পদার্থ?

জ্যোতি : তোমার সঙ্গে কথায় আমি পারবো না!

[২৮]

জ্যোতি : ইসলামকে তোমরা খ্রিস্ট ধর্মের নকল বলো কেন?

সুরুজ: ধরো, তোমাকে দুটো গান শুনালাম। গান দুটো অনেকটা একইরকম। এরপর বলে দিলাম একটা গান নব্বই দশকের, অন্যটা এ বছরের! তুমি বলতে পারবে এখানে কোন গানটা নকল?

জ্যোতি : অবশ্যই এ বছরেরটা।

সুরুজ: ঠিক তাই। একই ধরণের দুটো সৃষ্টি আগে পরে হলে পরেরটিকেই নকল ধরা হয়। কুরআন যেহেতু বাইবেলের পরে এসেছে, তাই কুরআনকেই নকল ধরতে হবে!

জ্যোতি : কিন্তু কুরআন তো সবার আগে সৃষ্টি হয়ে লাওহে মাহফুজে ছিলো!

সুরুজ: সেটা অপ্রমাণিত! এমন দাবি খ্রিস্টানরাও বাইবেলের ব্যাপারে করতে পারে। পৃথিবীতে যেটা আগে এসেছে সেটাকেই প্রাচীনতর ধরে নিতে হবে।

জ্যোতি : কিন্তু কুরআন তো বাইবেলের সম্পূর্ণ অনুরূপ নয়, তাহলে নকল হলো কিভাবে?

সুরুজ: আমি একটা কবিতা লিখলাম, "চল চল চল, আকাশে গর্জে কালো বাদল" এখন আমি যদি দাবি করি এ কবিতাটা নকল নয়,তাহলে কি সেটা হাস্যকর নয়! কুরআনে বর্ণিত অধিকাংশ কাহিণী (আদম-হাওয়া-শয়তান, নুহ, ইব্রাহীম, লুত, মুসা) আগেই বাইবেলের আদিপুস্তকে বর্ণিত হয়েছে। এরপরও বলবে কুরআন নকল নয়?

জ্যোতি : কিন্তু কুরআনে তো বাইবেলের অনেক ভুল সংশোধন করা হয়েছে!

সুরুজ: সংশোধনীগুলো যে সবক্ষেত্রে সঠিক সেটা যাচাইযোগ্য নয়। যদি সঠিক বলে ধরেও নিই, তবুও সংশোধনীগুলো উল্লেখ করলেই তো হতো, আলাদা গ্রন্থের কি প্রয়োজন ছিলো? আমি যদি তোমার ত্রুটিপূর্ণ লেখা সংশোধন করে পুরো লেখা নিজ নামে চালিয়ে দিই তাহলে সেটাকে নকল বলবে না ভালো কাজ বলবে?

জ্যোতি: কিন্তু বাইবেলের আদিপুস্তকও আল্লাহরই কিতাবের বিকৃতরূপ! একই লেখক নিজের ভুল সংশোধন করে আবার লিখলে সেটাকে তো নকল/চুরি বলা যায় না!

সুরুজ: তার মানে আল্লাহ ভুল করে সেটা তুমি মানো? আচ্ছা, একজন লেখকের বই যখন বিকৃত হয় তখন সে বিকৃত বই বাজার থেকে সরানোর ব্যবস্থা করে নতুন বই বাজারে ছাড়া উচিত নয় কি?

জ্যোতি : আমি আসলে আল্লাহর ভুল হয় বলতে চাইনি, শুধু উদাহরণ দিয়েছি! আসলে আল্লাহর কিতাব বিকৃত করে ফেলেছে খ্রিস্টানরা।

সুরুজ : সেটার প্রমাণ কি? আল্লাহ ঈশ্বর হলে তার কিতাব বিকৃত করা সম্ভব হতো? খ্রিস্টানরা যদি বলে কুরআন বাইবেলের বিকৃতরূপ! বাইবেল যদি বিকৃত আল্লাহর কিতাব হতো তাহলে আল্লাহ বাইবেলের বিকৃতিগুলো সংশোধন করে দিতে পারতেন। আর নতুন গ্রন্থ দিলে অবশ্যই উচিত ছিলো বিকৃত হওয়া বইটি সরিয়ে নেয়া! যেহেতু এর কোনোটাই ঘটেনি, অতএব কুরআন স্পষ্টত বাইবেলের নকল এবং আদৌ কোনো ঐশ্বরিক গ্রন্থ নয়!

[২৯]

সুরুজ: এই যে তোমরা হাদীস মেনে চলো। এগুলো যে মুহাম্মদ বলেছে তার কোনো ভিত্তি আছে?

জ্যোতি: সব হাদিসেই তো বলা আছে রাসুল (সা:) বলেছেন।

সুরুজ: সেটাই তো আমার প্রশ্ন, মুহাম্মদ যে বলেছে তার নিশ্চয়তা কি? তুমি তো আর তার মুখ থেকে শোনোনি!

জ্যোতি : কিন্তু যারা রাসুলের মুখ থেকে শুনেছে তারা অন্যদের বলেছে!

সুরুজ: ধরো আমি তোমাকে বললাম আমাকে ভূত বলেছে, 'তোরা মানুষরা ভালো না।' এতে কি প্রমাণিত হয় কথাটা ভূতই বলেছে?

জ্যোতি : যারা হাদীস বর্ণনা করেছে তারা সত্যবাদী ছিলেন।

সুরুজ: আমি কি তোমাকে এর আগে কখনও মিথ্যা কথা বলেছি? অতীতে মিথ্যা না বলা কখনওই বর্তমানে মিথ্যা না বলার নিশ্চয়তা হতে পারে না। হয়তো তারা মুসলিমদের কাছে হাদীস বর্ণনাকারী হিসেবে সম্মানিত হওয়ার জন্য মিথ্যা বলেছে! আর যদি ধরেও নিই সত্য বলেছে, তবুও অন্যের কাছ থেকে শোনা কথা বিকৃত হওয়ার সম্ভাবনাই প্রকট।

জ্যোতি : তাদের স্মরণশক্তি প্রকট ছিলো। হুবহু মনে রাখতে পারতেন।

সুরুজ: তাদের স্মরণশক্তি প্রকট ছিলো সেটার প্রমাণ কি? আর যদি মেনেও নিই প্রকট ছিলো, তবুও হাদিস যে হুবহু মনে রেখেছে তা যাচাই করার উপায় কি? হাদীস তো লিখিত আকারে সংরক্ষিত ছিলোই না!

জ্যোতি : এটা ভুল ধারণা। রাসুলের যুগ থেকেই কিছু কিছু হাদীস লিপিবদ্ধ করা হতো।

সুরুজ: তো সে লিপিগুলো কোথায়? লিপিগুলো থাকতে অমুক তমুকের কাছে, তমুক হমুকের কাছে, শুনেছে এমনভাবে হাদীস সংকলিত হলো কেন? আর যদি কেউ লিপিবদ্ধ করেও থাকে হাদিস অনুযায়ী তো মুহাম্মদ সেগুলো মুছে ফেলতে বলেছে!

জ্যোতি : হাদীস সংকলনের ইতিহাসেই আছে!

সুরুজ: সে ইতিহাসের ভিত্তি কি? সেটা তো ভিত্তিহীনভাবে মুসলিমদের হাতেই রচিত। এখন মীরজাফরের কোনো বংশধর ভিত্তিহীনভাবে মীরজাফরকে দেশপ্রেমিক ও সিরাজউদ্দৌলাকে বিশ্বাসঘাতক বললে কি সেটা গ্রহণযোগ্য হবে?

জ্যোতি : তাহলে আর কিছু বলার নেই!

সুরুজ: তাহলে মুহাম্মদের মৃত্যুর শত বছরের আগে কোনো হাদীস লিপিবদ্ধ হওয়ার ভিত্তি নেই! খুলাফায়ে রাশেদিন (চার খলিফা) হাদীস সংকলনের কোনো উদ্যোগই নেয়নি। কেন? অধিকাংশ হাদীসই মুহাম্মদের থেকে শুনেছে এমন কেউ নয় বরং দীর্ঘ পরম্পরায় বর্ণিত হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়েছে যা হাদীসগুলোর ভিত্তিকে নড়বড়ে করে তুলে।

জ্যোতি : তাহলে কোটি কোটি মুসলমান যে হাদীসগুলো মেনে চলে সেগুলোর ভিত্তি নেই?

সুরুজ : আমি এ নিয়ে কিছু বলবো না। তুমিই চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্ত নাও। যেখানে মুহাম্মদের কোনো সাহাবী হাদিস লিখে রাখার প্রমাণ পাওয়া যায় না, সেখানে তাদের মৃত্যুর বহু বছর পর তাদের নামে চালিয়ে দেওয়া যাচাইঅযোগ্য হাদিসের ভিত্তি কতটুকু?

[৩০]

অনেকদিন পরে সাজিদের সঙ্গে দেখা হলো সুরুজের। সাজিদকে দেখা মাত্রই সুরুজ বললো, "তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।"

সাজিদ: ওয়া আলাইকুম।

সুরুজ: তুমি তো আগে সালাম দিতে পারতে। খুব তো প্রচার করো আগে সালাম দিলে বেশি সওয়াব! নিজেই তো মানো না! আবার যাও তোমার শান্তি চাইলাম, ভদ্রতা হিসেবেও পূর্ণ জবাব তো দিতে পারতে!

সাজিদ: অমুসলিমদের সালাম দেওয়া যাবে না। রাসূল্লাহ (সা:) বলেন, *"তোমরা ইহুদী ও নাসাদেরকে প্রথমে সালাম দিবে না। যখন পথিমধ্যে তাদের কারো সাথে সাক্ষাৎ হবে, তখন তাকে পথের এক প্রান্ত দিয়ে যেতে বাধ্য কর।" (মুসলিম -২১৬৭, তিরমিযি-২৭০০, আবু দাউদ -১৪৯)।*

সুরুজ: কিন্তু আমি তো ইহুদি নাসারা নই!

সাজিদ: কিন্তু তুমি তো অমুসলিম। হাদিসে আছে, কোনো অমুসলিম যদি সালাম দেয় তাহলে উত্তরে শুধুমাত্র " ওয়া আলাইকুম (আপনার উপরেও) বলতে হবে" (বুখারী কিতাবুল ইসতিযান মুরতাদ্দীন- ৬৯২৮)।

সুরুজ: খুব তো বড় বড় কথা বলো, ইসলাম অন্য ধর্মের মানুষকে ঘৃণা শেখায় না। তা হাদিস দুটো থেকে কি প্রমাণিত হয়? একজন মুসলিম মন থেকে অমুসলিমের শান্তি চাইতে পারে না, রাস্তার এক প্রান্ত দিয়ে যেতে বাধ্য করবে! এবার বলো, যারা (মুসলিমরা) কাউকে (অমুসলিমদের) কোনো কাজ করতে বাধ্য করে (সন্ত্রাসীদের মতো), অমুসলিমরা শান্তিতে থাক সেটা চায় না, তাদের হাতে কি অমুসলিমরা নিরাপদ? তাদের (মুসলিমদের) দ্বারা সন্ত্রাসী কর্মকান্ড অসম্ভব নয় বরং শান্তি প্রতিষ্ঠাই অসম্ভব।

সাজিদ: কিন্তু কতজন মুসলিমকে দেখেছ কোনো অমুসলিমকে বাধ্য করতে?

সুরুজ: তাহলে তো মুসলিমরা তাদের আদর্শ মুহাম্মদের কথাই অমান্য করছে!

সাজিদ: মুসলিমরা যেটা করে না, সেটা দিয়ে মুসলিমদের সমালোচনা করো কোন যুক্তিতে?

সুরুজ: কুরআন, হাদীসে যেটা আছে, সেটা ইসলাম নাকি মুসলিমরা যা করে সেটা ইসলাম? অধিকাংশ মুসলিম জুম্মা ছাড়া অন্য নামাজ পড়ে না, তাই বলে কি নামাজ না পড়া ইসলাম হয়ে যাবে?

সাজিদ: আমি আসলে অন্য একটা ব্যাপারে তোমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছিলাম। এ ব্যাপারটা আপাতত থাক।

[৩১]

সুরুজ: কি বলতে এসেছ তুমি?

সাজিদ: তোমরা যারা নাস্তিক তারা তো আদম-হাওয়ার মাধ্যমে পৃথিবীতে মানুষ এসেছে বিশ্বাস করো না, বরং বিবর্তনবাদে বিশ্বাস করো। তাই না?

সুরুজ: বিশ্বাসের প্রশ্ন আসবে কেন? উপর থেকে টুপ করে মানুষ (আদম-হাওয়া) পড়ার চেয়ে বিবর্তন কি অধিক যুক্তিযুক্ত নয়?

সাজিদ: আদম-হাওয়া যদি না থাকবে তাহলে বাইবেল, কুরআনে তাদের বর্ণনা এলো কিভাবে? শ্রীলংকার এডাম'স পিকের ব্যাপারে কি বলবে?

সুরুজ: যেভাবে ভূত বলতে কিছু না থাকা সত্ত্বেও ভূত নিয়ে বহু গল্প, উপন্যাস আছে। যেভাবে ভূত না থাকা সত্ত্বেও 'ভূতের বাড়ি' আছে। সবই মানুষের কল্পনার সৃষ্টি।

সাজিদ: ধরেই নিলাম, আদম-হাওয়া ছিলো না। বিবর্তনবাদ অনুসারে এককোষী জীব থেকে এত জটিল মানবদেহ হওয়া কি বিশ্বাসযোগ্য?

সুরুজ: আমি যদি বলি, সরল যোগাযোগ যন্ত্র থেকে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে উন্নতির ধারাবাহিকতায় আজকের স্মার্টফোন এসেছে সেটা অধিক বিশ্বাসযোগ্য নাকি যদি বলি মাটি দিয়ে হঠাৎ করেই কেউ স্মার্টফোন বানিয়ে ফেলেছে সেটা অধিক বিশ্বাসযোগ্য?

সাজিদ: কোথায় আল্লাহ আর কোথায় মানুষ? আল্লাহ চাইলে সব পারেন।

সুরুজ: তাহলে আল্লাহ মাটি ছাড়াই শূন্য থেকে আদমকে, আদমের পাঁজর ছাড়া হাওয়াকে তৈরি করতে পারেনি কেন?

সাজিদ: আল্লাহর ইচ্ছা, তাই করেনি! আর তোমাদের বিবর্তনবাদতো প্রমাণিত নয়!

সুরুজ: আদম হাওয়া কি প্রমাণিত? বিবর্তনবাদের দিকে ইঙ্গিত করে এমন বহু ফসিল পাওয়া গেছে। কিন্তু আদম হাওয়া তত্ত্বের কোনো প্রমাণই পাওয়া যায়নি!

সাজিদ: এসব ফসিলের মধ্যের মিসিং লিংকগুলো কোথায়?

সুরুজ: ফসিলগুলোর মধ্যে যথেষ্টই লিংক পাওয়া যায়। প্রায়ই অনুসন্ধানে নতুন ফসিল পাওয়া যাচ্ছে যেটা অন্য ফসিলের সঙ্গে লিংকড। যখন লিংক খুঁজে পাওয়া যায় তখন তো আর সেটা

মিসিং থাকে না। বিবর্তনের পক্ষে ফসিল ও ফসিলগুলোর মধ্যে যে লিংক পাওয়া যায় তা উপেক্ষা করার মতো নয়। কিন্তু মাটি থেকে এত জটিল মানবদেহের কোনো লিংকই পাওয়া যায় না।

সাজিদ: বিবর্তন যদি সত্যই হয় তাহলে এখন আর বিবর্তন হচ্ছে না কেন?

সুরুজ: বিবর্তনবাদ সম্পর্কে ভাসাভাসা ধারণা থাকলে সেটা বোঝা সম্ভব নয়। আমি যদি পাল্টা প্রশ্ন করি, মাটি থেকে আদম ও আদমের পাঁজরের হাঁড় থেকে হাওয়া তৈরি হলে এখন সেভাবে মানুষ সৃষ্টি হচ্ছে না কেন?

সাজিদ: সেটা প্রথম মানব সৃষ্টির প্রক্রিয়া, এখন মিলনের মাধ্যমেই মানুষের জন্ম হচ্ছে।

সুরুজ: প্রকৃতিতে টিকে থাকতেই প্রাণীর বিবর্তন হয়েছে। দীর্ঘ সময়ের পরিক্রমায় প্রতিটি প্রাণী প্রকৃতিতে সর্বোচ্চ সুবিধা করে নিতে পেরেছে, ফলে আর বিবর্তিত হচ্ছে না। এছাড়া বিবর্তন একটি অতিদীর্ঘ প্রক্রিয়া হওয়ায় আমরা সেটা বুঝতে পারি না।

সাজিদ: পৃথিবীর অনেক বিজ্ঞানীই তো বিবর্তনবাদকে অগ্রহণযোগ্য, ত্রুটিপূর্ণ বলে।

সুরুজ: একটা বৈজ্ঞানিক মতবাদ প্রদান করলে সেটার সমালোচনা হবেই। বিবর্তনবাদের সমালোচনা অনেকে করলেও কেউ কিন্তু বিবর্তনবাদকে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দেয় না বরং আরো অকাট্য প্রমাণ দাবি করে, যেটা ইতিবাচক। কিন্তু পৃথিবীর কোনো বিজ্ঞানীই মাটি থেকে আদম বা আদমের পাঁজর থেকে হাওয়া সৃষ্টিকে সমর্থন করে না। তাহলে, আমরা বিবর্তনবাদকে মেনে না নিলেও তুলনামূলকভাবে আদম হাওয়া তত্ত্বের চেয়ে অধিক গ্রহণযোগ্য বলতেই পারি।

সাজিদ: তোমার ইচ্ছে হলে বিশ্বাস করো, তোমরা বানরের বংশধর। আমরা নিজেদের মানুষের বংশই মনে করি।

সুরুজ: তোমার বিবর্তনবাদ সম্পর্কে জানার দৌড় কতটুকু সেটা আগেই ধারণা করেছিলাম, এখন স্পষ্ট অবগত হলাম!

[৩২]

সুরুজ তাঁর কয়েকজন বন্ধু সহ একটি গ্রুপ করেছে। ধর্ম, ঈশ্বর, বিশ্বাস এসব নিয়েই আলোচনার জন্য গ্রুপটি তৈরি করেছে। গ্রুপটির কোনো নাম নেই, কেননা গ্রুপ হলেই নাম থাকতে হবে এটা গোঁড়ামীর পর্যায়েই পড়ে। যাই হোক, গ্রুপের উদ্যোক্তা যেহেতু সুরুজ, তাই সবার মতানুযায়ী আজ গ্রুপের প্রথম বৈঠকে সূচনা বক্তব্য সুরুজকেই রাখতে হবে।
সুরুজ বলতে শুরু করলো,

"আমি কখনও তোমাদের সঙ্গে মিথ্যা বলিনি বললেই চলে। এখন আমি যদি বলি, একদল মুমিন লাঠিসোটা নিয়ে এগিয়ে আসছে আমাদের বৈঠকে হামলা করতে! তোমরা কি বিশ্বাস করবে?"

সবাই সমস্বরে বলে উঠলো, "অবশ্যই করবো।"

সুরুজ বললো, "কিন্তু, তোমরা কি না দেখেই বিশ্বাস করবে?"

তাদের একজন জবাব দিলো, "আমাদের সমাজ যেহেতু ধর্মীয় ব্যাপারে অতিরিক্ত সংবেদনশীল, তাই তারা আমাদের বৈঠকে হামলা করতেই পারে। এছাড়া তুমিও আমাদের সঙ্গে কখনও মিথ্যা বলোনি! তাই বিশ্বাস করাটাই স্বাভাবিক!"

"আমি যদি বলি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাকে বলেছেন, তোমাদের সবাইকে আমি যা ই করতে বলি না কেন, তোমাদেরকে আমার সব কথা শুনতে হবে। তাহলে কি তোমরা বিশ্বাস করবে?"

এবার সবাই সমস্বরে না বোধক জবাব দিলো।

সুরুজ জানতে চাইলো, "আমি তোমাদের কখনও মিথ্যা বলিনি, তা সত্ত্বেও আমার এ কথা বিশ্বাস করবে না কেন? আগেরটা তো ঠিকই বিশ্বাস করবে বলেছিলে!"

গ্রুপের আরেক সদস্য এবার জবাব দিলো, "প্রথমত, কখনও মিথ্যা বলোনি এটা কখনওই মিথ্যা বলবে না এ নিশ্চয়তা দেয় না। দ্বিতীয়ত, তুমি প্রধানমন্ত্রীর কোনো অফিসিয়াল বিবৃতিদানকারী নও যে আমরা তোমার কথা মেনে নিবো। তৃতীয়ত, আগের ঘটনায় আমরা বিশ্বাস করলে আমাদের লাভ না হলেও কোনো ক্ষতি হতো না, কিন্তু তোমার সব কথা মেনে চললে আমাদের ক্ষতিও হতে পারে। চতুর্থত, ব্যাপারটা এতো গুরুত্বপূর্ণ হলে প্রধানমন্ত্রী চাইলেই আমাদের সরাসরি ভিডিও কলের মাধ্যমেই কথাটা বলতে পারতেন!"

সুরুজ যা বোঝাতে চাচ্ছিলো, গ্রুপ সদস্যের তেমন ভাবনা দেখে নিশ্চিন্ত হলো। বলতে শুরু করলো, "একটা ঘটনা নিশ্চয়ই শুনে থাকবে, মুহাম্মদ আরবদের ডেকে বলেছিল, সে যদি বলে শত্রু আক্রমণ করবে, তাহলে আরবরা বিশ্বাস করবে কিনা! স্বাভাবিকভাবে আরবে গোত্রে গোত্রে

এত শত্রুতা ছিলো যে, শত্রুর আক্রমণ অস্বাভাবিক ছিলো না! কিন্তু এরপর বললো তথাকথিত স্রষ্টা তাকে সতর্ক করতে বলেছেন। ব্যাপারটা অযৌক্তিক নয় কি? তথাকথিত কোনো স্রষ্টা থাকলে সে নিজেই দেখা দিতে পারতো, নিজের কণ্ঠেই এ সতর্কতা শোনাতে পারতো, নিজেই অলৌকিক কোনো ঘটনা ঘটিয়ে লিখে দিয়েও জানাতে পারতো, এছাড়া আরবরা মুহাম্মদের এ কথা মেনে নেওয়ার মানে ছিলো, মুহাম্মদকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি মেনে নিয়ে তার কথামতো চলা, আরবদের দেবতাদের মিথ্যা বলে স্বীকার করা। তাই মুহাম্মদের কথা বিশ্বাস না করা অবশ্যই যৌক্তিক ছিলো। তাই নয় কি?

[৩৩]

সুরুজের বক্তব্য চলছে,
"এবার তাহলে একটা গল্প বলি। এক এলাকায় বিশ জন ডাকাতের একটা গ্রুপ ছিলো। ডাকাতদের লেখা একটি বই ছিলো যে বইটির নাম 'ডাকাতনামা'! ঐ বইটিকে ডাকাতদের সংবিধান বললেও ভুল হবে না। বইটিতে নানাভাবে ডাকাতিকে ভালো কাজ এবং ঈশ্বর অর্পিত দায়িত্ব বলা হয়েছে। একবার ডাকাতি করতে গিয়ে ডাকাতদলের কয়েকজন সদস্য এক পরিবারের সবাইকে হত্যা করে। কিন্তু পালানোর সময় পুলিশের হাতে সবাই গ্রেফতার হয়। তাদেরকে আদালতে তোলার পর তাদের বক্তব্য ছিলো, "আপনি আমাদের 'ডাকাতনামা' পড়ে দেখুন, আমরা কোনো খারাপ কাজ করিনি! ঐ পরিবারের সদস্যরা আমাদের উপর হামলা করলে আত্মরক্ষার্থে আমরা তাদের হত্যা করতে বাধ্য হই। আপনি আমাদের দলের সবাইকে জিজ্ঞাসা করে দেখতে পারেন! ঐ পরিবারের প্রতিবেশীরা আমাদের শত্রু বিধায় তাদের সাক্ষ্যে আমাদের বিচার করতে পারবেন না। আমাদের কোনো সদস্য যদি বলে আমরা অন্যায় করেছি, তবেই আমাদের অপরাধী বলতে পারেন। আর আমাদের এক বা দুইজনের অপরাধ হলেও সেটা ব্যক্তিগত, এর জন্য আপনি ডাকাতিকে খারাপ বলতে পারেন না!"

কেমন লাগলো গল্পটা? নিশ্চয়ই অদ্ভুত! কিন্তু একবার এ গল্পটাকে আজকের পরিস্থিতির সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

আজকে আপনি ইসলামের সমালোচনা করতে গেলেই তারা আপনার কাছে রেফারেন্স চাইবে, যেটা অবশ্যই মুসলিমদের লেখা কুরআন, তাফসীর, হাদীস বা সিরাত থেকে হতে হবে! তাদের লেখা বইয়ে যদি আপনি তাদের কুকীর্তি দেখাতে না পারেন, তাহলে তাদেরকে আপনি খারাপ বলতে পারবেন না। মুসলমানদের বিরোধীতাকারী সবাইকে যুদ্ধ ও গুপ্তহত্যার মাধ্যমে নিধন করে কোনো প্রমাণই রাখা হয়নি! অসংখ্য মুসলিমের করা অপকর্ম যখন আপনি দেখিয়ে দিবেন, তখন এরা বলবে এসব তাদের লেখা বইয়ে নাই, তাই এসব যারা করে তারা সহী মুসলিম নয়। ব্যক্তির অপরাধের জন্য আপনি ধর্মকে দোষারোপ করতে পারেন না। আর কুরআনে আল্লাহ নির্দেষ দিয়েছে বলেই, কাফেররা আগে হামলা করেছে, তাই তারা মরেছে! ইহুদি, খ্রিষ্টান, কাফির, নাস্তিক এরা ইসলামের শত্রু, তাই এদের লেখা দিয়ে আপনি ইসলামকে যাচাই করতে পারেন না। যাচাই করতে হবে মুসলমানদের রচিত বই দিয়ে! সেসব কোনো বইয়ে যদি কোনো দোষ পান, তবে সেটা লেখকের ব্যক্তিগত ভুল, এর জন্য ইসলামকে ভুল বলতে পারেন না।

এমনই আমাদের সমাজের বাস্তবতা! এমন অযৌক্তিকতার বিরুদ্ধেই আমাদের লড়াই করতে হবে।"

[৩৪]

সুরুজদের গ্রুপটা নিয়ে অনেককেই আগ্রহী দেখা যাচ্ছে। অনেকেই গোপনে যোগাযোগ করে জানতে চাইছে ধর্ম, বিশ্বাস সম্পর্কিত বিষয়গুলি, দূর করতে চাচ্ছে তাদের সংশয়।

সেদিন সুরুজ একটা প্রশ্নের সম্মুখীন হলো। প্রশ্নটি ছিলো, "আপনারা যে মুহাম্মদ (সা:) এর সমালোচনা করেন, কিন্তু তাঁর জীবনী থেকেও তাঁর অনেক ভালো কাজ ও নীতির কথা জানা যায়, আর যেগুলো আমাদের কাছে ভুল/অন্যায় মনে হয় সেগুলোর পেছনেও তো যথেষ্ট ব্যাখ্যা বা কারণ আছে! এ ব্যাপারে আপনি কি বলবেন?"

সুরুজের জবাব ছিলো,
"দেখুন, আপনার প্রশ্নটা আসলে অনেক মুসলিমেরই প্রশ্ন।

আমি প্রথমেই বলবো, আমাদের জানা তথ্যের যথেষ্ট নির্ভরযোগ্যতা ও নিরপেক্ষতা থাকলেই সে তথ্যের ভিত্তিতে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারবো। ফেসবুকে কেউ একজন কাউকে ভালো/খারাপ বলে তুলে ধরলেই সে খারাপ/ভালো হয়ে যায় না! তেমনি মুসলিমদের রচিত বইয়ে মুহাম্মদকে ভালো বলে তুলে ধরলেই সে ভালো হয়ে যাবে না! যেসব বই থেকে আমরা মুহাম্মদ সম্পর্কে জানি সেইসব বই মুহাম্মদের অনুসারী রচিত হওয়ায় যেমন এর নিরপেক্ষতা প্রশ্নবিদ্ধ, মুহাম্মদের সহচরী কারো দ্বারা রচিত নয় (পরবর্তী প্রজন্ম রচিত) এবং প্রাচীনতম/মূল কপি খুঁজে পাওয়া যায় না বলে এর নির্ভরযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ এবং তৎকালীন মুহাম্মদের সময়ে বিরোধীদের কোনো লেখা পাওয়া যায় না বিধায় মুহাম্মদ সম্পর্কিত লেখাগুলো যাচাই অযোগ্য!

এবার আসি, মুহাম্মদ সম্পর্কিত লেখায় কেন সে ভালো? আপনি নিশ্চয়ই বিভিন্ন রূপকথার গল্প পড়ে থাকবেন কিংবা এ ধরনের সিনেমা দেখে থাকবেন। সেখানে আপনি নায়ককে সবচেয়ে ভালো চরিত্রের, গুণের, পরোপকারী, মেধাবী, নিঃস্বার্থ, বীর, নেতা হিসেবে দেখতে পাবেন। লেখক সবসময়ই চান নায়ককে সবচেয়ে বেশি ভালো হিসেবে তুলে ধরতে! এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন কেন মুসলিমদের রচনায় মুহাম্মদের ভালো কাজগুলো পাওয়া যায়।

এবার আসছি, কেন মুহাম্মদের সমালোচনাযোগ্য কাজগুলির পেছনেও যুক্তি/কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। এখানে লক্ষণীয় হচ্ছে, ১৪০০ বছর পূর্বে আরব সমাজে বাল্য বিবাহ, বহুবিবাহ, দাসপ্রথা, যুদ্ধ, হত্যাকান্ড এমন অনেককিছুই স্বাভাবিক ছিলো, যেগুলো আজ সভ্য সমাজে গ্রহণযোগ্য নয়। তাই মুহাম্মদের নায়ক ইমেজ ধরে রাখতে তার অনুসারীরা গোঁজামিলীয় যুক্তি দেখিয়ে ঐ কাজগুলোকে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করে। আর একটা ব্যাপার হচ্ছে, আপনি যদি দেখাতে চান, তাহলে পৃথিবীর ভালো/মন্দ সব কাজের পেছনেই যুক্তি দেখানো যায়। আবারো সিনেমা/গল্পের উদাহরণ দিলে ভালো বুঝবেন। নায়ক যদি গল্পে/সিনেমায় কাউকে হত্যা/কোনো অন্যায় করে ফেলে, তাহলে দেখবেন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নায়ককে পরিস্থিতির স্বীকার/বাধ্য/নিরূপায় দেখিয়ে কিংবা যাকে হত্যা করা হয়েছে তাকে অপকর্মে সম্রাট/ঘৃণ্যতম দেখিয়ে নায়কের অন্যায়কে

যুক্তিযুক্ত করার চেষ্টা করা হয়। মুসলিমদের রচিত মুহাম্মদের বইগুলোতেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি।

আশা করি এ ব্যাপারগুলো মাথায় রেখে মুহাম্মদ সম্পর্কিত লেখাগুলো পড়লেই ব্যাপারটা স্পষ্ট বুঝতে পারবেন।”

[৩৫]

সুরুজদের গ্রুপ সংশয়ী, জিজ্ঞাসু, সত্যান্বেষী মুসলিম পরিবারের কিছু তরুণদের নিয়ে একটি সভার আয়োজন করেছে। সভার আলোচ্য ধর্মগ্রন্থগুলিতে বর্ণিত ঈশ্বর কি আদৌ মহাবিশ্বের স্রষ্টা?

সুরুজ একটি নতুন জটিল যন্ত্র সবার সামনে নিয়ে এলো। এরপর বললো, "আমি যদি বলি এ যন্ত্রটি আমি তৈরি করেছি, তাহলে তোমরা কি বলবে?"

সবাই বললো, অবশ্যই জানতে চাইবো, কি দিয়ে ও কোন পদ্ধতিতে বানিয়েছ!

সুরুজ বললো, যদি বলি হও বলাতেই যন্ত্রটা তৈরি হয়ে গেছে। কিংবা যদি বলি মাটি দিয়ে বানিয়ে ফুঁ দিয়েছি আর যন্ত্রটি তৈরি হয়ে গেছে! তখন কি বলবে?

সবাই বললো, অবশ্যই বুঝে নিবো তুমি যন্ত্রটি তৈরি করোনি, করলে অবশ্যই যন্ত্রটি তৈরির প্রক্রিয়া বলতে পারতে। হও বলে কিংবা মাটিতে ফুঁ দিয়ে তৈরি করার মতো আজগুবি কথাই প্রমাণ করে তুমি যন্ত্রটি তৈরি তো করোইনি বরং কিভাবে তৈরি হয়েছে সেটাই জানো না।

সুরুজ এবার বলতে শুরু করলো,
"আমি ঠিক এটাই বোঝাতে চেয়েছি। তথাকথিত স্রষ্টার কথা বলে দাবি করা ধর্মগ্রন্থগুলোতে এই মহাবিশ্ব, এমনকি সামান্য কোনো জিনিসও কিভাবে তৈরি হয়েছে সে বিবরণ তো নেই ই বরং আজগুবি, অদ্ভুত, মনগড়া সব কথায় ভরপুর। তাই এগুলো তথাকথিত স্রষ্টার বাণী হতে পারে না, কেননা স্রষ্টা অবশ্যই সৃষ্টির পদ্ধতি সম্পর্কে জানবেন!"

[৩৬]

সুরুজ এক জনপ্রিয় মুসলিম বক্তার অনুষ্ঠানে এসেছে আজ। বক্তা বিভিন্নজনের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। এক ব্যক্তি প্রশ্ন করেছিল, "আল্লাহ যদি সর্বশক্তিমান, অমুখাপেক্ষী হয়ে থাকেন, তাহলে তিনি কি এখন পৃথিবীর ঘূর্ণন উল্টো করতে পারেন, যাতে মনে হয় সূর্য পশ্চিম দিকে উদিত হচ্ছে?"

মুসলিম বক্তা: ভাই, একটি ভালো প্রশ্ন করেছেন। আল্লাহ ইচ্ছা করলে এমনটা করতে পারেন, কিন্তু আল্লাহ করেন না। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

সুরুজের মনে হলো, প্রশ্নকর্তা সন্তুষ্ট হয়নি উত্তরটিতে, তবুও আবার প্রশ্ন করার সাহস করলো না। এটা দেখে সুরুজ হাত তুললো প্রশ্ন করার জন্য এবং প্রশ্ন করার সুযোগ পেলো।

সুরুজ: আপনি কিভাবে জানলেন আল্লাহ পারেন কিন্তু ইচ্ছা করেন না?

মুসলিম বক্তা: এটা কমনসেন্সের ব্যাপার। সর্বশক্তিমান, যে যা খুশি করতে পারে এমন কেউ যখন কিছু করে না তখন বুঝে নিতে হয় সেটা করার তার ইচ্ছা নেই!

সুরুজ: আপনি কি বলতে পারবেন আমি কি করতে পারি বা কি করতে ইচ্ছা করছে/করছে না আমার?

মুসলিম বক্তা: ভাই, আপনি প্রসঙ্গের বাইরে কথা বলছেন। আপনি কি ভাবছেন, কি পারেন, আপনার কি ইচ্ছা করছে/করছে না এটা আমার পক্ষে জানা সম্ভব নয়, যতক্ষণ না আপনি আমাকে এগুলো জানাচ্ছেন। জানালেও আমি নিশ্চিত হতে পারবো না আপনি সত্য নাকি মিথ্যা বলছেন।

সুরুজ: দুঃখিত, আসলে প্রসঙ্গক্রমেই প্রসঙ্গের বাইরের এ প্রশ্নটা করেছি। আরেকটি শেষ প্রশ্ন করছি। একজন মানুষ যাকে আপনি দেখছেন, শুনছেন তার ইচ্ছা অনিচ্ছা সম্পর্কে ধারণা করা সহজ নাকি মানুষের যদি কোনো স্রষ্টা থেকে থাকে যাকে দেখেননি, শুনেননি তার ইচ্ছা অনিচ্ছা সম্পর্কে ধারণা করা সহজ?

মুসলিম বক্তা: ভাই, আপনি একটা হাস্যকর প্রশ্ন করলেন। মানুষকে বোঝা যতটা সহজ,স্রষ্টাকে বোঝা ততটা সহজ নয়। মানুষের সীমিত জ্ঞান নিয়ে স্রষ্টাকে পুরোপুরি বোঝা প্রায় অসম্ভব।

সুরুজ: এবার আপনিই বলুন, আপনি যেখানে আমার মতো একজন সাধারণ মানুষকে দেখে, শুনেও আমার ইচ্ছা অনিচ্ছা সম্পর্কে ধারণা করতে পারছেন না, সেই আপনিই একটু আগে কিভাবে বললেন স্রষ্টা ইচ্ছা করলেই পারেন, ইচ্ছা করেন না? আপনাকে কি স্রষ্টা এ ব্যাপারে

বলেছে? অর্থাৎ আপনি কি নিজেকে নবী দাবি করছেন? নাহলে তো আপনার জানার কথা নয়? আর নিজেকে নবী দাবি করলেও আপনি যে স্রষ্টাকে সম্পূর্ণ বুঝতে অক্ষম, কখনও দেখেননি, শুনেননি, কিভাবে নিশ্চিত হবেন যে আপনি সঠিক স্রষ্টার বাণীই পাচ্ছেন। যেমনটা তথাকথিত ভন্ড নবীরা দাবি করেছেন!

শেষ কথায় ''ভন্ড নবীরা' বলায় পরিস্থিতি উত্তপ্ত করতে লাগলো। উপস্থিত অনেক মুসলিম অতিরিক্ত উত্তেজিত হওয়ায় কিছু উদারমনা মুসলিম সুরুজকে ধরে অনুষ্ঠান থেকে বের করে দিল।

[৩৭]

কিছু বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও সুরুজদের কাজ এগিয়ে চলছিল। সুরুজদের যুক্তির কাছে পরাজিত ধার্মিকরা তাই নতুন বোল তুললো, "আমার ধর্ম ছেড়ে নাস্তিক্যবাদ আমায় কি দিবে, কিংবা নাস্তিক্যবাদ কিভাবে আমাদের জীবনের সমস্যাগুলির সমাধান/জীবনবিধান দিবে?"

সুরুজ তার জবাব দিয়েছিল লিখিতভাবে, সে লেখাটি প্রশ্নকর্তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। লেখাটি নিম্নরূপ :

"অনেকেই প্রশ্ন করেছিলেন ধর্ম ত্যাগ করে আপনার কি লাভ? প্রশ্নটির জবাব আমি একটি পাল্টা প্রশ্নের মাধ্যমে দিতে চাই। প্রশ্নটি হলো, "আফিম, গাঁজা বা মাদক ছেড়ে আপনার কি লাভ?" আপনি নিশ্চয়ই বলবেন, এর ক্ষতিকর দিক থেকে বাঁচতে পারবেন। আপনার প্রশ্নটির উত্তরও এমনই, ধর্ম ত্যাগ করলে ধর্মের ক্ষতিকর দিক থেকে বাঁচতে পারবেন। আপনি হয়তো বলবেন, ধর্মের আবার ক্ষতিকর দিক কি? ধর্মের ক্ষতিটা মাদকের মতোই, ক্ষতিটা অভ্যন্তরীণ, তবে এর বাহ্যিক প্রভাব ও ব্যাপক। ধর্ম মাদকের মতোই আপনাকে একটি ঘোরের মধ্যে রাখে, আপনার ভাবনাচিন্তাকে ধর্মীয় বিধিনিষেধ দিয়ে সীমাবদ্ধ করে ফেলে এবং এতটা মারাত্মকভাবে যে ধর্মের নামে কাউকে ঘৃণা করতে, এমনকি হত্যা করতেও দ্বিধাবোধ করবেন না! এখন আসা যাক, ধর্ম ছাড়লে নাস্তিক্যবাদ আপনাকে কি জীবন বিধান দিবে? প্রশ্নটা অনেকটা এমন যে, ব্রিটিশরা চলে গেলে আমরা কার গোলামি করবো? স্বাধীনতা আন্দোলন যেমন গোলামি থেকে মুক্তির জন্য, তেমনি নাস্তিক্যবাদ হচ্ছে মানুষকে অন্ধবিশ্বাস ও কাল্পনিক সত্তার নামে ধর্মব্যবসায়ীদের গোলামী থেকে মুক্ত করার জন্য। নাস্তিক্যবাদের নামে নতুন বিধান চাপিয়ে দেওয়া তো একরকম ধর্মই হয়ে যাবে, যেমনটা বাঙালিরা ব্রিটিশদের থেকে মুক্ত হয়ে পাকিস্তানিদের দ্বারা শোষিত হয়েছিল। নাস্তিক্যবাদ শুধু আপনাকে দেখিয়ে দেয় যে, কোনো কাল্পনিক সত্ত্বার কাছে নয়, মানুষের সমস্যাগুলির সমাধান মানুষই করতে পারে। ধর্ম আপনাকে বলে বিপদে পড়লে প্রার্থনা করতে, কিন্তু প্রার্থনা কখনওই বিপদ দূর করতে পারে না। আপনি গুরুতর অসুস্থ হলে চিকিৎসা না করিয়ে শুধু প্রার্থনা করে সুস্থ হবেন না, কিন্তু অনেকসময়ই প্রার্থনা না করে শুধু চিকিৎসা করিয়েই সুস্থ হবেন। আমরা বলি আপনি কাল্পনিক সত্তার জন্য আপনার প্রতিবেশীদের ঘৃণা করলে বিপদে তাদের পাশে পাবেন না, কোনো কাল্পনিক সত্ত্বাকে তো নয়ই কিন্তু আপনি মানুষকে ভালোবাসুন, তাদেরকে বিপদে পাশে পাবেন। আপনি গর্তে পড়ে গেলেন, উঠতে পারছেন না, প্রার্থনা করতে করতে মরে গেলেও উঠতে পারবেন না যতক্ষণ না অন্য কেউ এসে আপনাকে তুলবে। উপরে উঠে আপনি হয়তো ভাবছেন আপনার প্রার্থনায় খুশি হয়ে ঈশ্বর একে পাঠিয়েছে, এটাই আপনার ভুল ধারণা। মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা থেকেই লোকটি আপনাকে তুলেছে, কোনো কাল্পনিক সত্ত্বার ইচ্ছায় নয়। আপনার প্রতিবেশি সবাই যদি আপনাকে ভালোবাসে, বিপদে, খুশিতে আপনার পাশে থাকে, এর চেয়ে সুন্দর জীবন কি কোনো ধর্ম আপনাকে দিতে পারবে? ধর্ম আপনাকে শুধু আলাদা করবে, ঘৃণা করা শেখাবে, বাস্তব মোকাবিলা না করে কাল্পনিক সত্ত্বায় অন্ধবিশ্বাসী করবে, আপনার চিন্তা ও মানসিকতাকে সংকীর্ণ

করবে। জার্মানিকে নাস্তিক দেশ বলে গালি দেওয়া মুসলিমরাই কিন্তু বিপদে জার্মানিতে আশ্রয় পেয়েছে, তাদের আল্লাহ তাদের এসে রক্ষা করেনি। নাস্তিক্যবাদ শুধু আপনাকে এটুকুই বলে, অন্ধবিশ্বাস আঁকড়ে নয়, মানুষের জন্য মানুষ যেদিন ধর্ম, বর্ণ, জাত, দেশ এসবের উর্ধ্বে উঠে ভাববে, বিপদে পাশে দাঁড়াবে, সেদিনই পৃথিবী মানুষের জন্য স্বর্গ হয়ে উঠবে। ধর্মতে নয়, মানুষকে ভালোবাসার মধ্যেই সব সমস্যার সমাধান রয়েছে।”

[৩৮]

সুরুজের সাথে সেদিন কথা হচ্ছিল তার বাড়ির পাশের এক কওমী মাদ্রাসা পাস ছেলে মুমিনুল এর সঙ্গে।

মুমিনুল: তোমরা আরবি ব্যাকরণ জানো না, আরবি ভাষাই বুঝো না, অথচ আরবি না শিখেই কুরআন হাদিসের সমালোচনা করতে আসো। এজন্যই বলে জ্ঞানের অভাবে মানুষ নাস্তিক হয়।

সুরুজ: ভাই, আপনি কি মনে করেন, ইসলামই একমাত্র মনোনীত ধর্ম, বাকি সব ধর্ম বাতিল/ভুল?

মুমিনুল: অবশ্যই! কুরআনে আছে, ইসলামই আল্লাহর মনোনীত একমাত্র দ্বীন।

সুরুজ : অন্য ধর্মগুলো যে ভুল আপনি সেটা বুঝলেন কিভাবে?

মুমিনুল: ঐসব ধর্মের রীতিনীতি ও ধর্মগ্রন্থের কাহিনীগুলো রীতিমতো হাস্যকর।

সুরুজ: তা কোন কোন ধর্মগ্রন্থ পড়েছেন?

মুমিনুল: না, মানে হুজুরদের থেকে শুনেছি ঐসব ধর্মগ্রন্থে হাস্যকর, ঘৃণ্য কাহিনী আছে!

সুরুজ : আপনি অন্য ধর্মগ্রন্থগুলি না পড়েই সেগুলোকে ভুল বলেন, আর আমরা কুরআন হাদিস পড়ে ভুল ধরলেই দোষ?

মুমিনুল: অনুবাদ পড়ে মূল ভাষার প্রকৃত ভাব অনুধাবন করা যায় না। সমালোচনা করতে হলে আগে আরবি শিখুন।

সুরুজ: আপনার হুজুররা যে আপনাকে অন্য ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে ভুল বলেনি সেটা কিভাবে যাচাই করবেন?

মুমিনুল: কেন? হুজুররা তো রেফারেন্স সহ বলে, সেগুলো ঐসব ধর্মগ্রন্থে মিলিয়ে দেখব!

সুরুজ: কিভাবে মেলাবেন? আপনি কি আরামিক, হিব্রু, সংস্কৃত, পালি এ ভাষাগুলো জানেন?

মুমিনুল: বাজারে তো ঐসব ধর্মগ্রন্থ বাংলায় পাওয়া যায়!

সুরুজ: আপনার কথা অনুযায়ী মূল অর্থ তো অনুবাদ পড়ে অনুধাবন করা যায় না! তাহলে অনুবাদ পড়ে তো ভুলও জানতে পারেন। তাহলে ভবিষ্যতে অন্য ধর্মগুলোকে ভুল বলার আগে সেইসব ধর্মগ্রন্থের ভাষা শিখে নিবেন।

মুমিনুল: আসলেই নাস্তিকদের মাথায় গোবর! কোথায় আল কুরআন আর কোথায় অন্য ধর্মগ্রন্থ! কিসের সঙ্গে কি মেলাচ্ছেন!

সুরুজ: সব ধর্মের লোকেরা যদি আপনার মতোই নিজ ধর্মকে সেরা বলে?

মুমিনুল: কুরআন নিয়ে গবেষণা করে কত বিজ্ঞানী কতকিছু আবিষ্কার করছে। তাছাড়া ১৪০০ বছর ধরে আপনার চেয়ে হাজার গুণ জ্ঞানীররাও কুরআনে বৈজ্ঞানিক কোনো ভুল দেখাতে পারেনি!

সুরুজ: আপনি অন্য প্রসঙ্গে যাচ্ছেন। যাই হোক, যেটা বলতে চেয়েছি, সেটা হলো অন্য ভাষার কোনো লেখাকে ভালোভাবে বোঝার সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে অনুবাদ। আপনারা আরবি শিখেও কিন্তু অর্থ উপলব্ধি করেন মাতৃভাষাতেই। আর কুরআনের যেসব অনুবাদ থেকে আমরা সমালোচনা করি, সেগুলো ইসলামিক ফাউন্ডেশনসহ মুসলিমদেরই স্বীকৃত আলেমদের অনুবাদ করা। আপনারা হয় সেসব অনুবাদকে ভুল বলে নিষিদ্ধ করুন কিংবা সেইসব অনুবাদকদের অমুসলিম ঘোষণা করুন। অন্যথায় এ ব্যাপার নিয়ে ত্যানা প্যাঁচানোর কোনো যৌক্তিকতা নেই।

[৩৯]

সুরুজের ছোটবেলার বন্ধু অরুণের সঙ্গে আজ অনেকদিন পর দেখা হয়ে গেলো। অরুণ হিন্দু পরিবারে জন্ম নিলেও তেমন একটা ধর্ম পালন করে না! অরুণ কার কাছে যেন সুরুজের নাস্তিক হওয়া ও বিভিন্ন কর্মকান্ডগুলোর কথা শুনেছে। তাই কুশল বিনিময় শেষ হতেই জিজ্ঞাসা করলো, "সুরুজ, তোর এই কাজের লক্ষ্যটা কি?"

সুরুজ: লক্ষ্য তো একটাই, অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার থেকে মানুষকে মুক্ত করা।

অরুণ : কিন্তু সেটার জন্য কি ধর্মবিশ্বাস থেকে মুক্ত হওয়া আবশ্যক? আমিও তো অন্ধবিশ্বাসী নই, আবার ধর্মের বিরোধীও নই!

সুরুজ: সতীদাহ, বর্ণপ্রথা এসবের বিরুদ্ধে লড়াইটা অত সহজ ছিলো না। সমাজকে কুসংস্কার মুক্ত করার প্রধান বাধাই হচ্ছে ধর্ম। মানুষের কাছে ধর্মবিশ্বাস এতটা সেনসিটিভ যে, কোনো কুসংস্কার যখন ধর্মে থাকে তখন সেটা থেকে সমাজকে মুক্ত করা একপ্রকার অসম্ভব হয়ে পড়ে। ধর্ম নিজেই বেশ কিছু কুসংস্কারের সমষ্টিমাত্র।

অরুণ: কিন্তু ধর্মবিশ্বাসটা সমাজে এতটা পাকাপোক্ত জায়গা করে নিয়েছে যে, এটাকে চাইলেই দূর করা সম্ভব নয়। তাই ধর্মকে রেখেই সমাজকে কুসংস্কার মুক্ত করার চেষ্টা করতে হবে।

সুরুজ: ব্যাপারটা এমন হয়ে গেলো না, স্বৈরাচারী শাসককে ক্ষমতায় রেখে সমাজ থেকে স্বৈরাচার দূর করতে হবে! কুসংস্কার দূর করার জন্য চাই মুক্ত আলোচনা, কিন্তু ধর্ম সে সুযোগ দেয়ার বিরুদ্ধে। ভুলকে ভুল বলার অধিকার ছাড়া সমাজের ভুল শোধরানোর উপায় নেই। তাই মানুষকে প্রথম বুঝতে হবে যে, ধর্ম একটা ব্যবসা, সেই ব্যবসা টিকিয়ে রাখতেই ধর্মব্যবসায়ী মোল্লা/পুরোহিতরা এর সমালোচনা যেকোনো উপায়ে বন্ধ করতে চায়।

অরুণ : বুঝলাম, কিন্তু কাজটা তো এত সহজ নয়। তুই একা তো আর সমাজ শোধরাতে পারবি না!

সুরুজ: এ ধারণাটাই সমাজ পরিবর্তনের অন্তরায়। পরিবর্তনের শুরু তো একজনকেই করতে হবে। আমি এখানে লড়ছি, হয়তো দেশের আনাছে কানাছে অনেক সুরুজ সমাজ পরিবর্তনের চেষ্টা করে যাচ্ছে। একদিন দেখবি এই ছোট ছোট চেষ্টাগুলো সমাজবিপ্লবে রূপ নিবে। এ কথাটি তো মানিস, "আমরা যদি না জাগি মা, কেমনে সকাল হবে?"

- সমাপ্ত -

পরবর্তী ই-বুক দ্রুত আসছে

ধার্মীক থেকে সমালোচক

ই-বুক পেতে

‘ডার্ক টু লাইট’র সাথে থাকুন

[প্রচ্ছদ নির্ধারণ হয়নি]

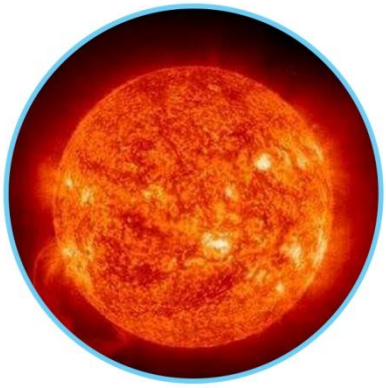

শামস অর্ক, মুক্তিচিন্তার প্রচারে কাজ করে যাওয়া এক দূরন্ত পথযাত্রী। ছোট ছোট গল্পের মাধ্যমে তিনি সুরুজ আলী নামক একজন জিজ্ঞাসু মানুষের মুক্তিচিন্তার দিকে যাত্রার কথা তুলে ধরেছেন। অকাট্য যুক্তি, দলিল ও আলোচনার মাধ্যমে সত্য ও সুন্দরকে ফুটিয়ে তুলেছেন সুরুজ চরিত্রটির মাধ্যমে। তার লেখালেখির এই প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে মুক্তচিন্তার চর্চা আরো এক ধাপ এগিয়ে যাক, এই কামনাই করছি।

- ডার্ক টু লাইট